শ্রীশ্রীগোপী-গীতা।

৩০-৪

শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

শ্রীশ্রীগোপীগীতা

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

মূল্য ১৲ টাকা

উৎসর্গ-পত্র

পরম স্নেহাস্পদা শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসী—

মাতা সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতাসু।

মা লক্ষ্মি! তুমি চিরদিন সাবিত্রীর ন্যায় পতি-সেবা-সুখে দিন যাপন করিতেছ। তোমার সেই অনুরাগময়ী সেবা দেখিয়া আমি প্রকৃতই আনন্দ অনুভব করি। শ্রীভগবান্ তোমায় সন্তানাদি প্রদান করেন নাই; হয়তো ইহাতে তোমার মনে দুঃখের কারণ হইতে পারে। কিন্তু তুমি যেরূপ ভক্তিমতী ও বুদ্ধিমতী, তাহাতে তোমার হৃদয়ে সেরূপ কোন ভাবের উদয় না হওয়াই স্বাভাবিক। জগতে কিছুই নিত্য নয় কিন্তু তথাপি নরনারী-গণের হৃদয়ে এই এক বাসনা হয় যে মৃত্যুর পরে যেন তাহার নামের স্মৃতি লোকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে। পুত্রকন্যা রাখিয়া মরিলে তাহাদের দ্বারা কিয়দ্দিন নামটী থাকিয়া যায়,—এই নিমিত্তও লোকে পুত্রকন্যার আকাঙ্ক্ষা করে। আমি তোমার কন্যার মত স্নেহ করি এবং তোমার নামটী যাহাতে ইহজগতে কিছুদিন থাকিয়া যায় সেইরূপ কোনও অনুষ্ঠান করা ভাল মনে করি। সহজে ও অল্প ব্যয়ে সেরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইলে একখানি সদ্গ্রন্থে তোমার নাম অঙ্কিত করিয়া রাখিলে সেই উদ্দেশ্য অতি উত্তম রূপে সিদ্ধ হয় এবং সুশিক্ষিত ভক্ত নর-নারীগণ তাহা পাঠ করিয়া ও আলোচনা করিয়া যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে পারেন,—এইরূপ ধারণা স্থির করিয়া তোমার অর্থব্যয়ে তোমারই নামে এই শ্রীশ্রীগোপীগীতা গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম। ইহাতে আমার মনের অভিলাষ সিদ্ধ হইল। আমার এই প্রীতিতে তোমার ও তোমার পূজ্যপাদ পতিদেবের অন্তঃকরণে অবশ্যই আনন্দ হইবে। দয়াময় শ্রীরাধাগোবিন্দ সর্ব্বপ্রকারে তোমাদের মঙ্গল করুন।

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট
১৩৩৫ সাল
বৈশাখ।

চিরশুভাশীর্ব্বাদক—
শ্রীরসিকমোহন দেবশর্ম্মা।
(গুরুদেব)

শ্রীমদ্ভাগবত

ভারতবর্ষে যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ আছে তৎসকল নিম্নলিখিত প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, যথা বৈদিকগ্রন্থ সমূহ ;—এই শ্রেণীতে বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, শিক্ষা, কল্প, বৈদিক ব্যাকরণ, বৈদিকছন্দ, বৈদিক জ্যোতিষ, বৈদিক নিরুক্তি প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতঃপরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ, তন্মধ্যে সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা এই ছয়খানি হিন্দু দর্শন প্রধান।

অতঃপরে ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্মসংহিতা যথা,—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, ব্যাস, বশিষ্ট, পরাশর, দক্ষ, গোতম, সাংখ্য, লিখিত, বৃহস্পতি ও শাতাতপ প্রভৃতি ধর্ম্মসংহিতা বৈদিক সাহিত্যের স্মৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাভারত ইতিহাস হইলেও ইহাতে প্রচুর স্মার্ত্ত বিধিনিষেধ আছে। এই গ্রন্থ নিখিল জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। নানাবিধ আখ্যয়িকার উপদেশে এবং ঐতিহাসিক ঘটনায় এই গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার সমাদর। ইহা হইতে শত শত কাব্যের উদ্ভব হইয়াছে। সবিশেষ প্রণিধানের সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বহুল বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। ইহার রচনা অতি প্রাঞ্জল, লেখার ভাব সরল ও উপদেশ পূর্ণ।

রামায়ণ গ্রন্থখানি প্রকৃত পক্ষে মহাকাব্য। আর একশ্রেণীর গ্রন্থ সর্ব্বত্রই সমাদৃত এবং হিন্দুমাত্রেরই সুবিদিত। ইহারা পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। বেদার্থের পরিপূরণের জন্য এই শ্রেণীর গ্রন্থের সৃষ্টি। পুরাণে বিবিধ আখ্যান, প্রাচীন রাজা মহারাজগণের বংশ-বিস্তার বর্ণনা, তাঁহাদের চরিত্র

বর্ণনা, নানাবিধ আচার ব্যবহার ও বিধিনিষেধের উপদেশ, ভূগোল, খগোল, মন্বন্তর প্রভৃতির বর্ণনা, যোগ-জ্যোতিষের আলোচনা, দেবাসুরগণের সংগ্রাম, ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতার-লীলা-কথন প্রভৃতির, ধারাবাহিক বর্ণনা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮ খানি। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে ১৮ খানি পুরাণ সমভাবে বিভক্ত। অর্থাৎ ছয়খানি সাত্ত্বিক, ছয়খানি রাজসিক, এবং ছয়খানি তামসিক পুরাণ।

১। রাজস পুরাণ,—১; ব্রহ্ম, ২। ব্রহ্মাণ্ড, ৩। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ৪। মার্কণ্ডেয়, ৫। ভবিষ্য, ৬। বামন।

২। সাত্ত্বিক পুরাণ,—১। বিষ্ণু, ২। ভাগবত, ৩। নারদীয় ৪। গরুড়, ৫। পদ্ম, ৬। বরাহ।

৩। তামস পুরাণ —১। শিব, ২। লিঙ্গ, ৩। স্কন্দ, ৪। অগ্নি, ৫। মৎস্য, ৬। কূর্ম্ম।

উপপুরাণের সংখ্যাও ১৮ খানি যথা—১। সনৎকুমার, ২। নরসিংহ, ৩। নারদীয় বা বৃহন্নারদীয়, ৪। শিব, ৫। দুর্ব্বাসা, ৬। কপিল, ৭। মানব, ৮। ঔশনস, ৯। বরুণ, ১০। কালিকা, ১১। শাম্ব, ১২। নন্দী, ১৩। সৌর, ১৪। পরাশর, ১৫। আদিত্য, ১৬। মহেশ্বর, ১৭। ভার্গব, ১৮। বশিষ্ট। কেহ কেহ বলেন এতদ্ব্যতীত নন্দিকেশ্বরপুরাণ, শিবপুরাণ, ধর্ম্মপুরাণ, কৌর্ম্ম পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ইত্যাদি নামে আরও কয়েকখানি উপপুরাণ আছে। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুধর্ম্ম নামে আরও একখানি স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক ভাবে মিশ্রিত ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে।

অতঃপরে আর এক শ্রেণীর ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, উহাদের নাম তন্ত্র। মহাদেব তন্ত্রের বক্তা, পার্ব্বতী উহার শ্রোতা। শাক্তগণ তন্ত্রানুসারে সাধন করিয়া থাকেন। তন্ত্রগ্রন্থ অনেক প্রকার আছে। তন্ত্রসার নামক

গ্রন্থখানি একখানা সংগ্রহ গ্রন্থ। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এই সংগ্রহরের কর্ত্তা। কালীতন্ত্র, যোগিনীহৃদয় তন্ত্র, সারদা তিলক তন্ত্র, ডামর প্রভৃতি বহুপ্রকার তন্ত্র গ্রন্থ আছে।

এস্থলে শ্রীভাগবতের কথা আমাদের বলাই উদ্দেশ্য। ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত এই দুইখানি গ্রন্থ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র সমাদৃত। আমি ভগবদ্গীতার টীকার তালিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে প্রায় ৭৫ খানি টীকার উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। বোধ হয় ১৩০ খানির উপরে হইবে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, শ্রীমদ্ভাগবত সুপণ্ডিত সমাজে অতীব সমাদরের গ্রন্থ। আর কোনও গ্রন্থের এত অধিক টীকা দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরাণ সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অতি উৎকৃষ্ট পুরাণ। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামি মহোদয় তত্ত্বসন্দর্ভে পুরাণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনান্তর শ্রীমদ্ভাগবতকে পুরাণ সমূহের মধ্যে "সর্ব্বপুরাণ মহারাজ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি ইহার কতিপয় প্রাচীন টীকাকারের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। সবিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে এখনও অনেক প্রাচীন টীকার নাম মাত্রই শুনা যায় কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই। তবে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে রাজর্ষি বনমালী রায়ের অর্থব্যয়ে শ্রীবৃন্দাবনে দেবকীনন্দন প্রেস হইতে দেবনাগর অক্ষরে সটীক যে শ্রীমদ্ভাগবত খানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহুল টীকা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সংস্করণ অবলম্বনে আমি শ্রীশ্রীগোপীগীতায় আমার অনুষ্ঠিত এই আদর্শ ব্যাখ্যা-বিবৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উহা ব্যতীত স্থানে স্থানে বোপদেব কৃত মুক্তাফল নামক ভাগবত-শ্লোক-সংগ্রহ গ্রন্থের হেমাদ্রি কৃত টীকার তাৎপর্য্যও প্রদত্ত হইল। তদ্ব্যতীত আমার নিকট আর একখানি অমুদ্রিত টীকা আছে, উহার নাম—শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীমৎ শিবানন্দ সেন মহাশয়ের গুরুদেব শ্রীশ্রীনাথ পণ্ডিত এই টীকার কর্ত্তা। গৌরগণোদ্দেশ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। এই টীকাখানি আমার নিকটে আছে কিন্তু এখনও অপ্রকাশিত।

আমি শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের একটী মাত্র অধ্যায় আদর্শরূপে লইয়া উহারই ব্যাখ্যা-বিবৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞান-বিহীন নরনারীগণ ইহাতে ভাগবতার্থ বুঝিবার সুবিধা পাইবেন। ঢাকুরীয়া নিবাসী আমার প্রিয় ভক্ত পেন্সন্ প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের একটী অধ্যায়ের এইরূপ ব্যাখ্যা-বিবৃতি করিয়া আদর্শরূপে প্রকাশ করিতে আমায় অনুরোধ করেন এবং উহার ব্যয়ভার প্রদান করেন।

বর্ত্তমান সময়ে প্রকাশিত প্রত্যেক শ্লোকের টীকাগুলি মনোযোগসহ পাঠ করিয়া প্রত্যেক টীকায় যে বিশিষ্টতা সৌন্দর্য্য, সূক্ষ্মচিন্তা, প্রতিভা, ব্যাকরণ-বিচার, সাহিত্যালঙ্কার-বিচার, অভিধান-বিচার ও ভাব-বিচার পরিলক্ষিত হইয়াছে, আমি এই নির্দ্দিষ্ট অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বঙ্গানুবাদসহ তৎসকল প্রকাশ করিলাম। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক অধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রকাশ করা যে অত্যন্ত শ্রমচিন্তাপূর্ণ অধ্যয়ন ও বহুল অর্থ ব্যয় ভিন্ন সম্পন্ন হয় না, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু কোন মহাত্মা,—ভক্ত, ধনী ও সুপণ্ডিতগণের সাহায্যে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইলে সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞান বিহীন ভাগবত-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে যে পরম উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম প্রভৃতি 'লীলা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিনি প্রকৃত পক্ষে মানুষের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না। এই প্রপঞ্চে তাঁহার আবির্ভাবের নামই জন্ম। তিনি এ জগতে আবির্ভূত হইয়া যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহা মানুষের ন্যায় হইলেও তাঁহার সকল কর্ম্ম

মানুষের মত নহে। তিনি যখন ভালবাসেন, তখন সে ভালবাসার সীমা মানবীয় ভালবাসার সীমাকে অতিক্রম করে। কোন মানুষই কাহাকেও তেমন ভালবাসিতে পারে না। তিনি যখন সহিষ্ণু হন, তখন তাঁহার সেই সহিষ্ণুতার কথা শুনিলে মানুষ বিস্মিত হয়। ভৃগু মুনি যখন ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু এই ত্রিদেবের মধ্যে সাত্ত্বিকতাজনিত সহিষ্ণুতা কাহার অধিক, ইহার পরীক্ষা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন, ব্রহ্মা ও শিব তাঁহার অতি সাধারণ অসম্মান-প্রদর্শন-চ্ছল দেখিয়াই উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া মহর্ষি ভৃগুকে দণ্ডিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভৃগু পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন, তথাপি পরীক্ষায় নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি বৈকুণ্ঠে যাইয়া লক্ষ্মীনারায়ণের শয়ন-মন্দিরে সহসা উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী দেবী নারায়ণের পদ-সম্বাহন করিতেছিলেন। এই অবস্থায় মহর্ষি ভৃগু নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। নারায়ণ অতি ত্রস্ত ব্যস্ত ভাবে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ভৃগুর পাদুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাতর ভাবে বলিলেন, দয়াময় দেব, আমি আপনার নিতান্ত অধীন, দাসানুদাস। আমার অজ্ঞাত অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার এই কঠিন বক্ষে আপনার ঐ সুকোমল চরণ সক্রোধে ও সবেগে পরিচালিত করায় না-জানি আপনার কত ক্লেশ হইয়াছে,— এই বলিয়া তিনি মহর্ষি ভৃগুর পদ দুখানি স্বীয় শ্রীকরকমলে সম্বাহন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন আপনি যে আমার কঠোর বক্ষে পদ-বিন্যাস করিয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। ইহা আমি চিরদিনিই বক্ষে ভূষণ বলিয়া ধারণ করিব। ভৃগুর পরীক্ষা শেষ হইল, তিনি নারায়ণের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন হে মহাসত্ত্ব-মূর্ত্তি ভগবন্, হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরো, আমি অতি অপরাধী। তোমার সাত্ত্বিকতা-জনিত সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। এই অপরাধীর মনোবাসনা পূর্ণ হইল, সততই যেন ঐ শ্রীচরণে স্থান পাই, এই দয়া রাখিও।

এইরূপ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ভগবান্ যখন পিতৃমাতৃ ভক্তি প্রদর্শন করেন, মানুষ সেরূপ ভক্তি দেখাইতে পারে না। যশোদার নয়ন-তাড়নায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষেই কাঁদিয়া আকুল হইতেন। অপরাধীর ন্যায় মায়ের অঞ্চল ধরিয়া ভীত-ভীত ভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ নিখিল রাজভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বিবিধ বিপৎপূর্ণ বনে গমন করিলেন। মানুষ কখনই এরূপ করিতে পারে না।

শ্রীভগবানের লীলায় অলৌকিক ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শন প্রায় প্রতিকর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায়। একমাস বয়সে পূতনা-সংহার, সপ্তবর্ষে ভক্তরক্ষার্থ গোবর্দ্ধন-ধারণ, অগাধ বিষময় যমুনা হ্রদে কালিয়দমন, বিবিধ দৈত্যের প্রাণনাশন ও ব্রহ্মমোহনাদি ব্যাপার ভগবত্তারই নিদর্শন। তাই গীতায় স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" ভগবানের জন্ম কর্ম্মাদি প্রাকৃত নহে—অপ্রাকৃত। এস্থলে দিব্য পদটী আরও বহুপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার জন্ম কর্ম্ম যে অতিগূঢ় রহস্যময় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের লীলা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যেমন—ভূভার হরণ, ধর্ম্ম সংস্থাপন, সাধুগণের পরিত্রাণ-সাধন, দৈত্যদানব-বলবিনাশন ও ভক্তচিত্ত বিনোদন ইত্যাদি। অশান্তিময় জগতে শান্তিস্থাপন ভগবানেরই কার্য্য। এই নিমিত্ত পুরাণাদিতে দৈত্যবিনাশ ভগবানের লীলার একটী বিশিষ্টশ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু ভক্তগণ এই শ্রেণীর কার্য্যে কোনও আনন্দানুভব করেন না। ভক্তগণের প্রীতির জন্য ভগবান্ যে সকল লীলা করেন তাহা পৃথক ভাববিশিষ্ট। সেই শ্রেণীর লীলার মধ্যে রাসলীলাই সর্ব্ব লীলার মুকুটমণি। যে সকল শ্রুতি ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীভগবানের প্রেমানন্দতত্ত্ব ও রসতত্ত্বসূচক শ্রুতি

সমূহই তাঁহার স্বরূপ নির্ণায়করূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল শ্রুতির মতে শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ, প্রেম স্বরূপ ও রসস্বরূপ। প্রেমানন্দ রসঘন পরব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। রাসলীলা এই সচ্চিদানন্দ রসমূর্ত্তির প্রধানতম লীলা। প্রেমিক ভক্তগণ এই লীলায় শ্রীভগবানের আনন্দরস সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করেন। শ্রীভাগবত পুরাণে এই লীলা যেরূপ বিবৃত হইয়াছেন, অন্য কোনও পুরাণে সেরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদ সংহিতায় শ্রীভগবানের গোকুললীলার বীজ আছে। শ্রীভগবান্ যে মহামাদনীশক্তিবিশিষ্ট এবং সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, তাহারও বীজ ঋগ্বেদ সংহিতায় আছে। সংস্কৃত শ্রীকৃষ্ণ মাধুরী গ্রন্থের ভূমিকায় আমি তাহার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি।

রাসলীলার বিবৃতি ভিন্ন সেই সকল ঋকের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হয় না। ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীবিষ্ণুর এই লীলা বেদার্থাবলম্বনেই শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে। বেদনিহিত বাণীর ও পদবিন্যাসের সম্মানার্থই বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাসলীলাতেও চিরস্মরণীয় বৈদিকদেব বিষ্ণুর নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"বিক্রীড়িতং ব্রজ-বধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণো" ইত্যাদি। শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ যখন প্রেমানন্দ-রসঘন বিগ্রহ, তখন হ্লাদিনীর সারভূত আনন্দচিন্ময়রসভাবিতা তদীয় স্বরূপশক্তি রূপিণী ব্রজদেবীগণের সহিত রাসলীলা ব্যতিরেকে প্রেমানন্দ শক্তির ক্রিয়া প্রদর্শন,—অপর কোনরূপে তেমন সুন্দরভাবে প্রকাশিত করা সম্ভবপর নহে বলিয়াই যেন দয়াময়, প্রেমময় আনন্দময় ও রসময় শ্রীগোবিন্দ এই লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিলেন। ইহাতে সর্ব্বচিত্তাকর্ষি শ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহই প্রকটিত হইয়াছে।

মধুময় শ্রীকৃষ্ণ, মোহন মধুর মুরলীরবে ব্রজবালাদিগকে স্বীয় চরণান্তিকে টানিয়া আনিয়া যে ভাবে স্বীয় প্রেমরসে নিমজ্জিত, প্রমত্ত ও প্রেমরস-

সুধাসিক্ত করিয়াছিলেন এবং ব্রজবালাগণ তাঁহার আকর্ষণে গেহ-দেহ, আত্মীয়স্বজন, সুখদুঃখ, মানাপমান, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্য, কুলমানশীল ইত্যাদি সকল বিষয়ই জলাঞ্জলি দিয়া সমগ্র সংসার ভুলিয়া কি প্রকারে গোবিন্দ-চরণারবিন্দ-মকরন্দ-পানে বিমুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পরমানন্দ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীরাসলীলা তাহারই সঙ্কেত—পঞ্চঅধ্যায়ে সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীগোপীগীতা প্রেমিক ভক্তের ভাবরসময় চিত্তের মধুময় ভক্তিময় ও প্রেমময় উচ্ছ্বাস। আমি এই গ্রন্থে উক্ত অধ্যায়টীর যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিলাম এবং তৎপূর্ব্বে রাসলীলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ উহার ভূমিকারূপে অবতারিত করিলাম। ইহাতে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নাই। দয়াময় শ্রীগোবিন্দের কৃপায় ভক্তনরনারীগণের যৎকিঞ্চিৎ আনন্দ হইলেই আমি নিজকে সৌভাগ্যান্বিত বলিয়া মনে করিব। শ্রীশ্রীগোপীগীতা ভক্ত নরনারীগণের নিত্য পাঠ্য প্রেমভক্তিময়ী ও মধুময়ী স্তুতি। এস্থলে শ্রীরাসলীলার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীরাসলীলা

শ্রীভগবচ্চরিতামৃত বিশ্ববিস্মাপক। শ্রীকৃষ্ণের অনন্তলীলার মধ্যে শ্রীরাসলীলা সকল লীলা-উৎসবের মুকুটমণি। শ্রীকৃষ্ণ রসময়, প্রেমময় ও আনন্দময়। ইহাই আনন্দবৃন্দাবনবিহারী শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ-তত্ত্ব। আনন্দ-চিন্ময়রস প্রতিভাবিতা নিত্যসিদ্ধা গোপবালাগণ তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তির প্রোজ্জ্বল প্রকটমূর্ত্তি। সাধনসিদ্ধা ও কৃপাসিদ্ধা ব্রজবালাগণও রাস-মণ্ডলে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও সর্ব্বপ্রকারেই

অলৌকিক গুণসম্পন্না। শতকোটীব্রজবিলাসিনী উজ্জ্বলরসচিন্তামণি রাস-রসনিষেবিনী গোপরমণীগণের সৌস্বর্য্য সৌরভ্য সৌকুমার্য্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও রসবৈদগ্ধ্য প্রভৃতি প্রেমানন্দরসলীলসম্বর্দ্ধক গুণ-গরিমামুগ্ধ সমুজ্জ্বলরসৈক নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সত্যসঙ্কল্পাত্মিকাশক্তিপ্রেরিত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া দ্বারা প্রেমিক ভক্তগণের আদর্শ শিক্ষার জন্য রাসলীলা প্রকটন করেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ে বলিয়াছেন,—

সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু উহাতে প্রথমে অন্নং ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম, অর্থাৎ অন্ন ব্রহ্ম, জল ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, প্রাণভৃৎ জ্যোতির্ব্রহ্ম ইত্যাদি পরিদৃশ্য প্রপঞ্চকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তৎপরে মনোব্রহ্ম, বিজ্ঞানব্রহ্ম, ইত্যাদি বলিয়া আবার জগদতীত জ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্ম স্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি সবিশেষ উপদেশ করিলেন :—

রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—একই অদ্বিতীয় তত্ত্বের এই ত্রিধা আবির্ভাব। এই ত্রিভাবের মধ্যে ভগবদাবির্ভাবই উৎকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ইনি রসস্বরূপ। ঋগ্‌বেদে যাহাকে ভূরিশৃঙ্গবিশিষ্ট গোগণ-অধ্যুষিত প্রমোদজনক গোলোকের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনিই স্বীয় প্রেয়সীগণকে প্রেমরসানন্দ-সম্ভোগ করাইবার জন্য, আপ্তকাম আত্মারাম হইয়াও সেই রস নিজে আস্বাদনের জন্য এবং ভক্তগণের শিক্ষাবিধান ও চিত্তবিনোদনের জন্য অপার্থিব অপ্রাকৃত উজ্জ্বল রসময়ী রাসলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রাসলীলায় রাস শব্দের মুখ্য অর্থ—প্রেমানন্দরসের উৎকৃষ্টতম পরাবস্থা। এই অবস্থায় নৃত্য স্বাভাবিক। যেখানে আনন্দ সেইখানেই নৃত্য। গতির উল্লাসই নৃত্য। আনন্দই জীবনের স্বরূপ।

যেখানে জীবন, সেইখানেই স্পন্দন। যেখানে বিষাদ সেইখানেই গতি-মন্দতা, গতিরোধতা, গতিস্তব্ধতা, উহারই শেষ-পরিণাম,—মৃত্যু। আমাদের দেহেও দেখিতে পাই স্পন্দনই জীবনের চিহ্ন, স্পন্দনহীনতার দ্বারাই মৃত্যুর লক্ষণ সূচিত হইয়া থাকে। আনন্দে শরীরের অণু পরমাণুবৃন্দ পরিস্পন্দিত হয়। হৃদয়ে অতি সামান্যাকারে আনন্দের উদয় হইলেই শরীরে অতি সূক্ষ্মভাবে উহার পরিস্পন্দন পরিলক্ষিত হয়। উহার প্রকাশের মাত্রা যত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, পরিস্পন্দনের সংখ্যাও ততই অধিকতর হয় ও সর্ব্বাঙ্গে উহা প্রত্যক্ষ হয়। আনন্দের প্রথম সঞ্চার হৃৎপিণ্ডে অনুভূত হয়। হৃৎপিণ্ডের নৃত্যগতি (Pulsation) সম্পুষ্ট ও সতেজ হইতে থাকে। মুখমণ্ডলে প্রধানতঃ নেত্রযুগলে ও গণ্ডে সে লক্ষণ প্রকাশ পায়। সর্ব্বত্রই একটা উৎক্ষেপণের ভাব অনুভূত হয়। এইরূপ আনন্দের পূর্ণ প্রকাশে হস্তপদাদি স্বতই তালে তালে নাচিয়া উঠে। জীবের পক্ষে আনন্দশক্তি সাধারণতঃ নৃত্যেই প্রকটিত হয়। ভাবের অন্তর্জগতে যাহা—আনন্দ, দেহে উহারই বহিঃপ্রকাশ নৃত্যনামে অভিহিত হয়। আনন্দ হইতেছে ভাব—নৃত্য উহারই অনুভাব (Externalisation বা external manifestation) সাংখ্যাচার্য্য মহর্ষি কপিল যাহাকে প্রকৃতির সংক্ষোভ বলেন, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সাম্য যাহাতে বিভঙ্গ হয়, যাহা হইতে প্রকৃতি সংক্ষুব্ধ হইয়া জগৎ-প্রসবে প্রবৃত্তা হয়েন, রসময় শ্রীভগবানের নৃত্যগতিই তাহার হেতু। উহাই সৃষ্টির মূল হেতু। কিন্তু এ নৃত্য জাগতিক ব্যাপারের সাধক। রাসনর্ত্তন-লীলা,—বিশুদ্ধ হ্লাদিনীশক্তিবর্গের মধ্যেই প্রকাশ পায়। এ জগতে তাহার অভিব্যক্তি নাই। এ জগৎ তাহার যোগ্যও নহে। ইহাই রাসলীলা-তত্ত্বের ইঙ্গিতাভাস। আমরা ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিব না। উহা ভক্ত সাধকগণের ধ্যেয়,—প্রেমসিদ্ধগণের আস্বাদ্য। হরিবংশ গ্রন্থে রাসলীলা বীজায়মানা, বিষ্ণুপুরাণে উহা অঙ্কুরায়মানা, শ্রীভাগবতে উহা

সজীব সরস পরম সুন্দর পল্লব-রাশি-রাজিত নয়নানন্দি কুসুমফলাদি-শোভিত শতশাখা-সমন্বিত স্নিগ্ধচ্ছায় মহামহীরূপে বিরাজমানা। ভক্তপাঠকগণ শ্রীভাগবতে ও পদাবলীতে উহার আস্বাদনসুখের অনুসন্ধান করুন,—এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহা সম্ভবপর নহে।

ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে বিবিধ প্রকার নাট্যের লক্ষণ লিখিত আছে। তন্মধ্যে রাস, নৃত্যবিশেষের নাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহার লক্ষণ বিষ্ণুপুরাণের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন :—

অন্যোন্যব্যতিষিক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসানাং গায়তাং মণ্ডলী রূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদো রাসোনাম—তদুক্তং ভরতেন :—

অনেক নর্ত্তকীযোগ্যং চিত্রতাল-লয়ান্বিতং
আচতুঃষষ্টিযুগ্মত্বাদ্ রাসকং মসৃণোদ্গতম্।

কেহ কেহ ইহাকে হল্লীশক নামেও অভিহিত করেন। তাহার লক্ষণ এই—

নর্ত্তকীভিরনেকাভি র্মণ্ডলং বিচরিষ্ণুভিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যভি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ॥
তদেবেয়ং তালবন্ধগীতভেদেন ভূয়সা।
রাসঃস্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে হি পুনর্ভুবি॥

শ্রীধরের টীকায় জানা যায় স্ত্রীপুরুষগণ পরস্পর হস্তধারণ পূর্ব্বক মণ্ডলী করিয়া ভ্রমণ ও গান সহ যে নৃত্য করেন, তাহারই নাম রাস। তৎপরে তিনি ভাগবতোক্ত যে লক্ষণ দিয়াছেন তাহা এ ক্ষেত্রে তত স্পষ্ট বুঝা যায় না। যাঁহারা এই নৃত্যকে হল্লীশক বলেন তাঁহাদের কথা এই যে অনেক নর্ত্তকী মণ্ডলী করিয়া বিচরণ করিবে। তন্মধ্যে একজন নট থাকিবে। এই নৃত্যের নাম হল্লীশক। তালবন্ধলয়াদির উল্লেখ এখানেও আছে। কিন্তু এখানে একটা মাত্র নটের উল্লেখ আছে। সে নটের সহিত নর্ত্তকীদের

হস্তবন্ধন সংস্রব থাকিবে কিনা তাহার উল্লেখ নাই। ইহার দ্বিতীয় শ্লোকের তৃতীয় চতুর্থ পাদে দেখা যায়, --ইহা রাস নৃত্য নয়। কিন্তু রাসনৃত্য স্বর্গেও সম্ভবপর নয়,—পৃথিবীতেতো হইতেই পারে না।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে—"পুংসানাম্" বহুবচনীয় পদ। ইহাতে বোধ হয় এক একটী পুরুষের সহিত এক একটী স্ত্রী পরস্পর হস্তধারণ করিয়া মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গানসহ নৃত্য করিবে। এই লক্ষণে নির্দ্দিষ্ট রাসনৃত্য স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে অসম্ভব হয় না। কিন্তু এক পুরুষই যদি সর্ব্বত্র একরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া গান ও নৃত্য করেন এবং নর্ত্তকীরা যদি ঐ এক পুরুষকেই তাহাদের সকলের মধ্যে প্রত্যেকের পার্শ্বেই সততই অবিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিতে পায়, তবে তাহা স্বর্গে ও মর্ত্তে অসম্ভব। শ্রীভাগবতে এই নৃত্যের প্রত্যক্ষদৃষ্টবৎ বর্ণনা আছে, যথা—

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ॥
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥
রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেন কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যেদ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন নভস্তাবদ্বিমান-শতসঙ্কুলম্॥
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্॥
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলম্॥
বলয়ানাং নুপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ।
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চল কুচপটৈঃ কুণ্ডলৈ র্গণ্ডলোলৈঃ॥
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো।
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥
উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্॥

ইহাই রাসনৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ নিখিল নৃত্যকলার শিক্ষা গুরু। তাপনী-শ্রুতি অনুসারে তিনি আনন্দ ঘনপরব্রহ্ম গোপাল। যিনি ব্রহ্মগোপাল ও নন্দদুলাল,—তাঁহার একটী নাম আনন্দগোপাল। ইনিই নিখিল রসামৃত মূর্ত্তি। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যেখানে আনন্দ, সেই খানেই নৃত্য। সুতরাং যিনি কারণ-অবস্থায় (Potential form) আনন্দ গোপাল—তিনিই কার্য্যাবস্থায় (Kinetic form) নৃত্য গোপাল। আনন্দভাবস্বরূপ; নৃত্য তাহার অনুভাবস্বরূপ (Expression)। তদীয় আবির্ভাব হইতে অপ্রকট পর্য্যন্ত প্রত্যেক লীলাতেই নৃত্যগোপাল নামের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। শ্রীব্রজলীলা,—শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলা। আমাদের মনে হয় নৃত্যগোপাল নামটী লীলাক্ষেত্রে প্রায় সার্ব্ব-ভৌমিক। যশোদার কোল হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরাগমন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নৃত্যগোপাল নামের সার্থকতা দেখা যায়। আনন্দগোপাল যতদিন মায়ের কোলে ছিলেন, ততদিন কোলে থাকিয়াই নৃত্য করিতেন, গোপীরা সে নৃত্য দেখিয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইতেন, হাতে তালি দিয়া গোপালকে নৃত্য করাইতেন। তিনি যশোদাকোলে শয়ানে থাকিয়াও নিম্নাঙ্গ উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেন, হামাগুড়ির সময় সে নৃত্যের অভিনব বাহার দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেন। যখন পদচারণা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন গোময়-গোমূত্র-কর্দ্দমিত নন্দ,—প্রাঙ্গণ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নৃত্যরঙ্গের রঙ্গমঞ্চ হইয়া উঠিত; গোপ-গোপীগণ গৃহকার্য্য

ফেলিয়াও সেই চিত্তাকর্ষী রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ক্রমে আঙ্গিনা হইতে যমুনা-পুলিনে, তথা হইতে বৎসচারণ মাঠে নৃত্য-গোপালের নৃত্যরঙ্গ বিসারিত হইতে লাগিল। নৃত্য-গোপালের সেই আনন্দনৃত্য অনুধ্যানে সন্দর্শন করিয়া শ্রীশুকদেব বলিলেন ঃ—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধর-সুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ ॥

প্রেমিক ভক্তমহোদয়গণ, ধ্যাননয়নে অবশ্যই এই আনন্দমধুর নটবরবপু শিখিচন্দ্রিকা-চারুচূড়া-পরি-শোভিত মোহন মুরলীধারী বনমালী নন্দদুলাল নৃত্য গোপালের শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করেন এবং তাঁহার রূপদর্শন-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়েন।

ব্রজরাজের গোঠে মাঠে হাটে বাটে সর্ব্বত্রই এই আনন্দ-গোপালের নৃত্যলীলা-কৌতুক পরিলক্ষিত হয়। যমুনার ঘাটে দাঁড়াইয়াও একদিবস ব্রজবাসীরা নৃত্য গোপালের ভ্রামরী নৃত্য দর্শন করিয়াছিলেন। ভ্রামরী নৃত্যটী কেমন, কালিয় নাগের পত্নীগণ তাহা খুব উত্তমরূপেই দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নৃত্য হইতেই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, ইহাতেই স্থিতি, ইহা হইতেই লয়। কালিয়নাগের ফণামণ্ডলে এই নৃত্যগোপাল যে নৃত্যলীলা প্রকটন করিয়াছিলেন, সে নৃত্যলীলার কলাকৌশল-বিচার,—ভরতের নাট্য-শাস্ত্রোক্ত লক্ষণানুসারে ভ্রমি বা ভ্রমরিকা নৃত্য নামে অভিহিত হইতে পারে। নাট্যাচার্য্য ভরত লিখিয়াছেন ভ্রমরী নৃত্য সপ্তপ্রকার, তদ্ যথা ঃ—

অনভ্রমরিকা জ্ঞেয়া ভ্রমরী বাহ্যপূর্ব্বিকা।
অনঘ্ন ভ্রমরীচ স্যাদুচিত ভ্রমরী তথা ॥

নিপাত ভ্রমরীচেতি ভ্রমরী নর্ত্তকীর্ত্তিতা।
পার্শ্বে চ পার্শ্বে চ গমনং স্খলিতৈঃ স্খলিতৈস্তথা ॥
বিবিধৈশ্চৈব পাদস্য পাদরেচক উচ্যতে।
নূপুরং চরণং কৃত্বা পুরতঃ সংপ্রসারিতম্
ক্ষিপ্রমাবিদ্ধ কার্য্যাঙ্ঘ্রি দণ্ডপাতেতি চ স্মৃতা ॥

বিষ্ণু পুরাণে কালিয়দমন লীলায়—"প্রননর্ত্তোরু-বিক্রম." ইত্যাদি বাক্য আরম্ভ করিয়া ভ্রমরী নৃত্যের রেচক দণ্ড পাতনিপাতাদির বর্ণনা করা হইয়াছে। খলসংযমনাবতার শ্রীকৃষ্ণ কালিয় নাগের ফণায় ফণায় ভ্রমরীর নৃত্যের যে ভীষণ কলাকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে নৃত্য রাসনৃত্যের মত ভক্ত-সুখজনক নহে, কিন্তু খলসংযমনে প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণ ফণাগুলির উপরে উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ পুনঃ পাদ-প্রসারণ করিয়া যে অদ্ভুত নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাতে কালিয়ের বিপুল বিস্তৃত ফণা সংযত সঙ্কোচিত, অকর্ম্মণ্য ও অবশ হইয়া পড়িতেছিল, তাহার মুখ হইতে রক্তবমন হইতেছিল। সে দুর্দ্দশার কথা নাট্য লক্ষণের সহিত মিল রাখিয়া পরাশরও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতেও লিখিত হইয়াছে—

"এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংস-
মানম্য তৎপৃথুশিরঃস্বাধিরূঢ় আদ্যঃ।
তম্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্র-
পাদাম্বুজোঽখিল কলাদিগুরু ননর্ত্ত ॥ ১০।১৬-২৬

কার্য্যতঃ এই নৃত্য সংহারিণীনৃত্যলীলা নামে অভিহিত হওয়াই অর্থ-যুক্তিযুক্ত। সে নৃত্যের প্রচণ্ড প্রতাপে কালিয়ের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা পুরাণে সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। ভরতোক্ত রাস-নৃত্যের লক্ষণসহ ভাগবতোক্ত নাট্য লক্ষণের পার্থক্য নাই। শ্রীভাগবতের বর্ণনার রাস নাট্যের একপ্রকার সজীব চিত্রই মানসনেত্রে পরিদৃষ্ট হয়। সুকবির

বর্ণনাপ্রভাবে উহার মানবীয় প্রতিকৃতি মানস নয়নে সহজেই সমুদিত হয়। কিন্তু উহার লোকাতিগ প্রকৃত তাৎপর্য্য বহুজন্মসঞ্চিত অনবচ্ছিন্ন প্রেমভক্তি সাধনের ফলে প্রেমিকের প্রেমস্বচ্ছ সুনির্ম্মল হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এই মায়াময় প্রাকৃত প্রপঞ্চের মধ্যে নিরন্তর অবস্থান করিয়া রাসলীলার যে চিত্র আমাদের প্রাকৃত মানসপটে প্রতিফলিত হয়, তাহা শ্রীভগবানের রাসলীলা বলিয়া বুঝিয়া লওয়া অসম্ভব। শ্রীপাদ সনাতন এই নিমিত্ত রাসলীলা ব্যাখ্যানের প্রারম্ভেই 'অথ বাদরায়ণিরুবাচ" এই মুখবন্ধের ব্যাখ্যাতেই অধিকারি-বিনির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন—শুকদেবের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন প্রেমলক্ষণ ভক্তিসিদ্ধ মহাত্মারাই শ্রীরাসলীলা শ্রবণের অধিকারী। রাসলীলার অন্তিম পদ্যে ফলশ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

এস্থলে লিখিত আছে যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করিবেন। তাহা হইলে এই লীলা শ্রবণফলে নিখিল সংসারবাসনা অচিরে তিরোহিত হইয়া যাইবে। শ্রদ্ধান্বিত ধীর ব্যক্তিরাই রাসলীলা শ্রবণের অধিকারী। প্রাকৃত বিষয়কামাসক্ত ব্যক্তিরা রাসলাল-শ্রবণে অধিকারী নহেন,—এই লীলা-বর্ণনার উপক্রম-উপসংহার-অভ্যাস প্রভৃতির বিচারে স্পষ্টতঃ তাহা বুঝা যায়। যিনি স্থিতধী তিনিই ধীব। স্থিতধীর লক্ষণ শ্রীভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবানই জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥"

সুতরাং আমরা দূরে থাকিয়াই রাসলীলাকে নমস্কার করিতেছি—

লালানাং শ্রীমুরারে নিখিল-সুরস-মাধুর্য্যসারস্য শৌরেঃ
শ্রীগোবিন্দস্য হারা সরস সুমধুরা দূরতঃ সা প্রণম্যা
অস্মাভিঃ প্রাকৃতৈ বৈ ভজন-কুশলতাজ্ঞানহানৈশ্চ দুঃস্থৈঃ
শ্রেষ্ঠা প্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা জয়তি তু নিতরাং শ্রীমতী রাসলীলা।

শ্রীগোপীগীতা

শ্রীগোপীগীতা প্রেমিক ভক্তমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। শ্রীগোবিন্দের ভক্তগণের মধ্যে ব্রজবালারাই সর্ব্বোত্তমা। যে সকল ধর্ম্মাচার্য্য ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই অভিপ্রায়; এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ভাগবতের বহুস্থানে গোপী-প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ভক্তপ্রবর উদ্ধবকেও গোপীদের প্রেম-ভক্তির উচ্চতম উৎকর্ষ জানাইয়া ছিলেন। শ্রীমদুদ্ধব স্বয়ং ব্রজে আসিয়া বিরহবিধুরা ব্রজবালাদের অবস্থা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন :—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরি কথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

বেণুগীতা, রাসলীলার এই গোপীগীতা এবং অতঃপরে বর্ণিত দিবাবিরহজনিত গোপীগীতা ও বিবিধ জল্পময়ী ভ্রমরগীতা প্রভৃতিই শ্রীমদুদ্ধবের বাক্যের লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় তাঁহার একান্ত প্রিয়জনের প্রবলতমা প্রেমভক্তির যে সকল লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কেবল ব্রজবালাদিগের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। শ্রীনারদীয় ভক্তিসূত্রে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে "অথ ব্রজগোপিকানাম্" অর্থাৎ ব্রজবালাদের প্রেমভক্তি আদর্শস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণের সকলেই এই গোপীগীতা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিয়া গোপীপ্রেমের

উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। বোপদেবেরও বহুপূর্ব্বে ভাগবতের প্রাচীন টীকাকারগণ গোপীগীতায় উন্নত উজ্জ্বল প্রেমভক্তিরসের অনন্ত উৎস দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ বোপদেব ও শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহাদের ভক্তি-প্রাকরণীয় গ্রন্থে শ্রীভাগবতের বেণুগীতা ও গোপীগীতার শ্লোকমালাদ্বারা তাঁহাদের গ্রন্থ সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। বোপদেবের মুক্তাফল গ্রন্থের টীকাকার সুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীমৎ হেমাদ্রি অতীব প্রণিধানের সহিত গোপীগীতার প্রত্যেকটী শ্লোক পাঠ করিয়া প্রত্যেক শ্লোকের মধ্যে যে চিত্রকাব্য লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন পাঠকগণের সমক্ষে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীমৎ হেমাদ্রিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শক। শ্রীপাদ সনাতন তদীয় রসময়ী তোষণী ব্যাখ্যায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে শ্রীপাদ সনাতনের এবং শ্রীমদ্বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম মধুময়ী হইয়াছে। আমি জার্ম্মাণ পণ্ডিত আউফ্রেক্টের সুবিস্তৃত গ্রন্থ তালিকা পুস্তক হইতে শ্রীভাগবতের টীকাকার এবং শ্রীভাগবত অবলম্বনে সন্দর্ভকার প্রভৃতির একটী তালিকা বহুবৎসর পূর্ব্বে "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকায় প্রকাশ করি। তাহাতে জানিয়াছিলাম, শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যাকারের সংখ্যা ১৩২ এর কম হইবে না। শ্রীভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা সংখ্যাও ৭৫এর কম নহে। গীতা নামধেয় গ্রন্থের সংখ্যা সম্বন্ধও প্রায় ৫ বৎসর হইল বসুমতী পত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে ভগবদ্গীতার টীকাকারগণের নাম ও সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। কত ভাষায় যে ভগবদ্গীতা অনূদিত হইয়াছে উহাতে তাহারও পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, গীতা নামে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রায় ৬০ খানি গ্রন্থ আছে। মহাভারতে শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক গীতার নাম দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অন্যান্য গীতা

অপেক্ষা শ্রীভগবৎগীতাই সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধ ভুক্ত উদ্ধবগীতা আকারে প্রকারে এবং বিষয়-বিন্যাসে ভগবদ্গীতা হইতে বৃহৎ ও বহুবিস্তৃত হইলেও ভগবদ্গীতার ন্যায় ইহার প্রসার প্রতিপত্তি নাই।

কিন্তু শ্রীভাগবতের টীকাকারের সংখ্যা যখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তদনুসারে গণনায় উদ্ধবগীতার টীকা-ব্যাখ্যা অবশ্যই বেশী। তবে একটী কথা এই যে, শ্রীভাগবতের টীকাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ কেবল দশমস্কন্ধের, কেহবা রাসপঞ্চাধ্যায়ী মাত্রের, কেহ বা শ্রুত্যধ্যায় মাত্রের, কেহবা আদ্য শ্লোকত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহা হইলেও ভাগবতের ব্যাখ্যাকারের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

এই গোপীগীতার ব্যাখ্যায় শ্রীবৃন্দাবনের দেবকীনন্দন প্রেস হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতে যে কয়েকটী টীকা আছে তাহার বহু টীকার মর্ম্ম লিখিত হইল। এতদ্ব্যতীত বোপদেবকৃত শ্রীভাগবত শ্লোক সংগ্রহ মুক্তাফল নামক গ্রন্থের টীকাকার শ্রীমৎ হেমাদ্রিকৃত কৈবল্য দীপিকা টীকার অর্থও গ্রহণ করা হইল। তিনি শ্রীভাগবতের পরমহংস প্রিয়া নাম্নী প্রাচীন টীকা পর্য্যালোচনা করিয়া এই টীকা লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণানুচর শ্রীমৎ শিবানন্দ সেন মহোদয়ের গুরুদেব শ্রীপাদ শ্রীনাথ পণ্ডিতকৃত অমুদ্রিত শ্রীচৈতন্যমত মঞ্জুষা নাম্নী টীকা পর্য্যালোচনা করিয়া গোপীগীতার এই ব্যাখ্যাবিবৃতি লেখা হইল। শ্রীবৃন্দাবন দেবকীনন্দন প্রেস হইতে প্রকাশিত শ্রীভাগবতে নিম্নলিখিত টীকাকারগণের ব্যাখ্যা আছে:—শ্রীসুদর্শনাচার্য্য, শ্রীমদ্‌বীররাঘবাচার্য্য (রামানুজীয়), শ্রীমদ বিজয়ধ্বজ তীর্থ (মাধ্ব), শ্রীপাদ সনাতন কৃত বৃহত্তোষণী ও লঘু তোষণী, শ্রীমজ্জীব গোস্বামী, শ্রীমদ্- বল্লভাচার্য্য (বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়) শ্রীমৎ কিশোর প্রসাদ (রাধাবল্লভীয়), শ্রীমৎ রামনারায়ণ, শ্রীমৎ ধনপতি

সূরি, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীমৎ শুকদেব (নিম্বার্কীয়)। সর্ব্বসাকল্যে এই ১৫টী টীকাকারের অভিমত পর্য্যালোচনা করিয়া এই ব্যাখ্যা লিখিত হইল।

শ্রীগোপীগীতার শ্লোক সংখ্যা ১৯টী মাত্র। ইহা ত্রিষ্টুপচ্ছন্দে লিখিত। প্রতিপাদে ১১টী অক্ষর আছে। এই ছন্দে বহুবিধ ভেদ আছে। প্রত্যেকটী শ্লোকে প্রতিপাদে অক্ষর সাম্য প্রদর্শনে যে চিত্রকাব্যত্ব প্রতিফলিত হইয়াছে, শ্রীমৎহেমাদ্রি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। তৎপ্রদর্শিত প্রণালী এইস্থলে প্রত্যেক শ্লোকেই প্রদর্শিত হইবে। গোপীগীতা ব্যাখ্যার প্রারম্ভে টীকাকারগণের কেহ কেহ ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন ঃ—

একত্রিংশে নিরাশাস্তাঃ পুনঃ পুলিনমাগতাঃ।
কৃষ্ণং মেবানুগায়ন্ত্যঃ প্রার্থয়ন্তে তদাগমম্॥

ইহার অর্থ অতি সহজ। শ্রীকৃষ্ণরাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে গোপীগণের সুখময়ী পূর্ণিমা সহসা বিরহ রাহুগ্রাসে পতিত হইল; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের নিকট সহসা আঁধার বলিয়া প্রতীত হইল। তাঁহারা বনে বনে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথাও তাঁহাকে পাইলেন না. নিরাশ হৃদয়ে সকলে সেই ঘোর নিশীথে যমুনা পুলিনে সমবেত হইয়া কৃষ্ণগুণ গাইতে গাইতে তাঁহার আগমনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইহাই গোপীগীতা।

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিকৃত বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীতে এই অধ্যায়ের ভূমিকাটী এই ঃ—

কৃষ্ণৈকগম্যো বাগর্থো যাসাং লেখিতুমিষ্যতে।
জ্ঞাত্বাপরাধং দেব্যস্তা ভক্তিং তন্বন্তু মে নিজাম্॥

পীত-শ্রীগোপিকাগীতসুধাসার-মহাত্মনাম্।
শ্রীধরস্বামিনাং কিঞ্চিদুচ্ছিষ্টমুপচীয়তে ॥

ব্রজবালাদের বিরহরসময়ী ভাষা কেবল শ্রীকৃষ্ণই বুঝিতে পারেন। সে ভাষা বুঝিবার অন্যের অধিকার নাই, অন্যের পক্ষে তাহা লিখিতে প্রয়াস পাওয়াও অপরাধবিশেষ। সেই জ্ঞানকৃত অপরাধ জানিয়া ব্রজদেবীগণ যেন আমায় ক্ষমা করেন এবং দণ্ডের পরিবর্তে কৃপা করিয়া তাঁহাদের নিজভক্তিই আমাতে বিস্তার করেন। মহাত্মা শ্রীধরস্বামী যে গোপীগীতা-সুধাসার-পান করিয়াছেন। আমি তাহারই উচ্ছিষ্ট আস্বাদনার্থ এস্থলে চয়ন করিয়াছি।

লঘুতোষণীতে এই বিজ্ঞাপিকার দ্বিতীয় ছত্রে পাঠান্তর আছে, তাহা এই যে, "তা এব করুণাময্যঃ স্বীকুর্ব্বন্তু মমাগ্রহম্।" ইহার অর্থ এই যে, সেই করুণাময়ী গোপবালাগণ আমার আগ্রহ স্বীকার করুন।

শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্য তদীয় সুবোধিনী টীকায় এই অধ্যায়ের পদ্যে এক বিস্তৃত ভূমিকা করিয়াছেন, উহা সুদীর্ঘ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দে ২০ পংক্তি। উহাতে সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী ও নির্গুণা ভেদে চতুর্ব্বিধা গোপীর বিভাগ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনন্যপূর্ব্বা পতিমতী ইত্যাদি বিভাগ ও উপবিভাগ আছে, এস্থলে তাহা নানা কারণে উদ্ধৃত করা হইল না।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয় চারিছত্রে একটী ভূমিকা দিয়াছেন, তাহার শেষের দুইছত্র শ্রীসনাতনাদি পূর্ব্বগুরুগণের প্রতি নমস্কাররূপ সম্মান প্রদর্শন। তৎপূর্ব্ব দুই ছত্র এইরূপ :—

একত্রিংশে প্রেমমধুস্বরতালাদিসৌরভা।
গোপীগীতাম্বুজশ্রেণী কৃষ্ণাল্যাকর্ষিণীবভৌ ॥

অন্যান্য টীকাকারগণের মধ্যে দুই একজনের এইরূপ ভূমিকা আছে। অবশিষ্ট টীকাকারগণের ভূমিকা দৃষ্ট হইল না।

শ্রীমদ্ভাগবতের দুই স্থানে বিরহ বিধুরা গোপীগীতা দৃষ্ট হয়। শ্রীরাস-লীলার অন্তর্ভুক্তা গোপীগীতাই এই গ্রন্থে আলোচিত হইল। অপর একটি গোপীগীতা শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধের অন্তর্গত ৩৫ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। সেস্থলে উনিশটি মাত্র পদ্য আছে, কিন্তু এস্থলে পদ্যের সংখ্যা ২৪টি। শ্রীধরস্বামী উহার ব্যাখ্যার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

পঞ্চত্রিংশে বনে যাতে কৃষ্ণে গোকুল যোষিতঃ।
যুগ্মশ্লোকাত্মগীতেন নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্॥

রাত্রিতে গোপবধূগণ স্বচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহার করিতেন কিন্তু দিবাভাগে তাঁহারা কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনাদি-লীলা মূর্ত্তির স্মরণময়ী গীতি গাহিয়া দুঃখে দিবা যাপন করিতেন। শ্রীভাগবতে এই বিরহ গীতিও গোপীগীতা নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ এই অধ্যায়টীকেও বেণুগীত নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীভাগবতের একবিংশ অধ্যায়টীও বেণুগীত নামে প্রসিদ্ধা। শ্রীভাগবতে এই অধ্যায়ের অন্তে "গোপীকাযুগলগীতং নাম পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। পদ্যগুলি "যুগ্ম" ক্রমে লিখিত আছে শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য লিখিয়াছেন প্রতি মাসের দিবা-বিরহ-স্মরণ করিয়া প্রত্যেক মাসের বিরহদুঃখ-সূচক দুই দুইটি করিয়া পদ্য এই অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। এই গীতি-পদ্যগুলিও প্রাণ-স্পর্শী, অতীব মধুর। ইহাতে ইহাও জানা যায় যে শ্রীগোপীকাগণ কেবল রজনী যোগে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াই দিবাভাগে গার্হস্থ্যে চিত্ত নিয়োগ করিতেন না; তাঁহারা দিবাভাগেও কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়া তাঁহার গুণগানে দিবাভাগ দুঃখেকষ্টে যাপন করিতেন। কিন্তু শ্রীরাসলীলার গোপীগীতাই এই গ্রন্থের ব্যাখ্যান-বিষয়।

শ্রীশ্রীগোপীগীতা

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত ! দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা
স্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ। গোপ্যউচুঃ—দয়িত ! (হে প্রিয় !) তে (তব) জন্মনা (হেতুনা) ব্রজঃ অধিকং (যথা স্যাত্তথা পূর্ব্বতঃ সর্ব্বতো বা, শ্রীবৈকুণ্ঠাদপি বা) জয়তি (সম্বন্ধিবিশেষান্তর্গ্যা সর্ব্বেভ্য এব লোকেভ্যঃ উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) হি (যতঃ) ইন্দিরা (মহালক্ষ্মীঃ অত্র (ব্রজে) শশ্বৎ (নিরন্তরং) শ্রয়তে (ব্রজমেব অলঙ্কৃত্য বর্ত্ততে, কিম্বা ইন্দিরা 'মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরিব উত্তরোত্তরং বর্দ্ধমানা পরমোত্তমা সম্পূর্ণা সর্ব্বসম্পৎ' শ্রয়তে 'অনপেক্ষমাণাপিস্বয়মেব শ্রয়তে', কিম্বা ইন্দিরা 'শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরী অপি সা শরণাগত ভাবেন শ্রয়তে—'সেবতে' বৈকুণ্ঠে তু সা এব সেব্যতে ইত্যতঃ বৈকুণ্ঠাদপি ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণঃ) (দয়িতস্য বিরহে দয়িতা ন জীবেয়ুরিতি সত্যং তত্ত্ব এব ন ম্রিয়ন্তে ইত্যাহুঃ—) ত্বয়ি (নিমিত্তে বিষয়ে বা) ধৃতাসবঃ (ধৃতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যাভিঃ তাঃ, কিম্বা ধৃতা অসব; প্রাণা—ইন্দ্রিয়াণি যাভিঃ তাঃ) তাবকাঃ (অস্মদ্বিধরূপাঃ জনাঃ) দিক্ষু (চতুর্দ্দিক্ষু) ত্বাং বিচিন্বতে (মৃগয়ন্তে অতঃ ত্বয়া) দৃশ্যতাং (প্রত্যক্ষীভূয়তাং, কিম্বা অস্মাভির্ভবান দৃশ্যতাং)

সংক্ষিপ্ত সানুবাদ অন্বয়

হে দয়িত, (হে প্রিয়) তে (তোমার) জন্মনা (জন্মদ্বারা) ব্রজঃ অধিকং জয়তি (জয়যুক্ত হইতেছে)। অত্র (এখানে) ইন্দিরা (লক্ষ্মী)

শশ্বৎ (সর্ব্বদা) শ্রয়তে (অলঙ্কার করিয়াছেন) এই প্রকার সর্ব্বপ্রকারে ব্রজের মঙ্গল হইলেও এখানে তু (কিন্তু) তাবকা (তোমার গোপীজন) ত্বৈঃ তোমাতে) কথঞ্চিৎ (কোন প্রকারে) ধৃতাসবঃ (প্রাণ ধারণ করিয়া) ত্বাং (তোমাকে) দিক্ষু (সর্ব্বদিকে) বিচিন্বতে (তল্লাস করিতেছে) হি (এই হেতু) ত্বয়া (তোমা দ্বারা) দৃশ্যতাং (প্রত্যক্ষ হওয়ার কার্য্য সম্পন্ন হউক অর্থাৎ তুমি আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হও)।

সরল বঙ্গানুবাদ—ব্রজবালাগণ বলিলেন, হে প্রিয় কৃষ্ণ, এই ব্রজে তোমার আবির্ভাবে ব্রজর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তোমার জন্য মহালক্ষ্মী এই ব্রজধাম অলঙ্কৃত করিয়া এখানে সর্ব্বদা বিরাজমানা। কিন্তু আমরাই কেবল তোমার অভাবে দুঃখে আছি। তোমার জন্যই প্রাণ রাখিয়াছি এবং চারিদিকে তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি ; তুমি আমাদিগকে দেখা দেও।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়।

এই শ্লোকের শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিমহোদয়ের ব্যাখ্যায় জানা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাবে ব্রজধামের পূর্ব্বাপেক্ষা অথবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইয়াছে। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানা পরমোত্তমা সর্ব্বসমৃদ্ধি স্বয়ংই যেন এই ব্রজধামকে আশ্রয় করিয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরী শরণাগতভাবে এই ব্রজে আগমন করিয়াছেন।

এইরূপে বৃহত্তোষণী টীকায় ইন্দিরা সম্বন্ধে বহু অর্থ করা হইয়াছে। লঘুতোষণীতে লিখিত হইয়াছে, ইন্দিরা সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এস্থলে ইন্দিরা শব্দ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি সমৃদ্ধি বুঝাইতেছে। ইন্দিরার অধিষ্ঠানে তাঁহার প্রভাবে ব্রজের সর্ব্বত্রই সম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং

সকলেরই সুমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। হে দয়িত! কেবল আমরাই দুর্দ্দৈববশতঃ সর্ব্বদা দুঃখ পাইতেছি; তাহাতে আরও অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং পরম দয়ালু; তাহার উপরে আবার তুমি আমাদের প্রাণবল্লভ হইয়াও আমাদের দুঃখ বুঝিতেছ না। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখ কি হইতে পারে? অধুনা অন্য কথা দূরে থাকুক, আমরা সুখ সমৃদ্ধি চাহিনা; তোমার নিকট আমাদের এইটুকুমাত্র প্রার্থনা যে তুমি আমাদের দুঃখটা একবার দেখিয়া যাও। সাক্ষাৎ একবার আমাদের দুঃখ দেখিলে তোমার প্রাণে অবশ্যই দয়ার উদ্রেক হইতে পারে; কেননা, তুমি পরদুঃখ-কাতর।

ব্রজবালাগণের ইহাই প্রার্থনা। তাঁহাদের প্রথম দুঃখ এই যে,—হে দয়িত, তোমার জন্য আমরা এই কণ্টককঙ্করপূর্ণ ভীষণ বনে বিঘোর রজনীতে তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ব্যাকুল হইতেছি। ইহাতে যে কিরূপ পরিশ্রম এবং পরিভ্রমণাদি জনিত দুঃখ হইতেছে তাহা একবার দেখিয়া যাও। আমরা তোমারই নিজজন, তুমি আমাদিগকে নিজের বলিয়াই স্বীকার করিয়াছ। আমরা তোমায় খুঁজিয়া মরিতেছি। যদি বল যে আমি নিষ্ঠুর ইহাতো বুঝিতেই পারিয়াছ, অপর কোন ব্যক্তিকে আপন বলিয়া মনে করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেও হইতে পার? তাহা অসম্ভব—কেবল তুমিই আমাদের প্রিয়, তোমা ব্যতীত অপর কাহারও নাম গন্ধেও আমাদের রুচি হয় না। তুমিই আমাদের একমাত্র জীবিতবল্লভ। যদি বল—

কই অব রহিঅং পেম্মং ণহি ঘো ই মাণযেলোএ।
জই হোই কস্স বিহরো বিরহে হোন্তম্মি কেজিঅই॥

অর্থাৎ মনুষ্যলোকে কৈতবরহিত প্রেম দেখা যায় না। যদি সেরূপ প্রেম হয় তবে সে প্রেমে বিরহ হয় না। যদি বিরহ হয় তবে সেই বিরহে

মৃত্যু ঘটে। সেরূপ প্রেমে বিরহ ঘটিলে জীবন ধারণ অসম্ভব। হে দয়িত, এই কথা ধরিয়া তুমি বলিতে পার যে আমাকে যদি তোমরা নিষ্কপটে ভালবাস তবে আমার বিরহে তোমরা বাঁচিয়া আছ কি প্রকারে; তুমি এ কথা বলিতে পার; ইহা সত্য কথা। কেন যে বাঁচিয়া আছি তাহার কারণ শুন। কেবল তোমাকে দেখিবার আশায় প্রাণ রাখিয়াছি, সে আশা না থাকিলে নিশ্চয়ই তোমার বিরহে মরিয়া যাইতাম। হে গোপী-জীবন, একবার এস, এসে আমাদের দুঃখ দেখে যাও।" বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ বিরহবিধুরা ব্রজবধুগণ কৃষ্ণের অনুপস্থিতে স্বাগত ভাবে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ প্রলাপ বাক্যে বিরহ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীপাদভবভূতি উত্তররাম চরিত নাটকে লিখিয়াছেন :—

শোক মোহেচ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে॥

. অর্থাৎ বর্ষার প্লাবনে তটিনীবক্ষ যখন জলরাশিতে আতটপূর্ণ হয় তখন উহা দ্বিকূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। সেইরূপ শোক মোহে যখন হৃদয় পূর্ণ হয় তখন প্রলাপ বাক্যেই বিরহের শোকভার কিয়ৎ পরিমাণে লঘুতর হয়। গোপীগীতাও সেইরূপ ব্রজবধূগণের কৃষ্ণবিরহ-জনিত স্বাগত বিরহগীতি। প্রেমিক ভক্তগণ এই রীতির অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজতীর্থ লিখিয়াছেন, যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নয়নের অন্তরালে ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে চিত্তের সন্নিহিত মনে করিয়াই দুঃখ কাহিনী জানাইতেছেন। তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন, বেদান্তে অনধিকারী মুমুক্ষুগণ হরিসঙ্কীর্ত্তনকেই যেমন উপাসনা-ক্রিয়া বলিয়া মনে করেন, কেন না, হরির সঙ্কীর্ত্তন হরির প্রসাদজনক। ব্রজবধূগণও শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য তৎপ্রসাদ জনক এই বিরহগীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন।

এই প্রাচীন টীকাকার মহোদয়ের ব্যাখ্যার ভাব আমি বুঝিতে

পারিলাম না। বেদান্তে অনধিকারী মুমুক্ষুগণের কার্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী-ব্রজবধূগণের কোন তুলনা হইতে পারে না।

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের ভূমিকাটী যদিও গোপীগণের সত্ত্ব রজঃতম গুণ বিভাগে কোন কোন ব্রজরসাশ্রিত ভক্তের হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ নূতনত্বও আছে। তিনি বলেন, প্রথম পদ্যটী রাজসী শ্রেণীর গোপবধূদিগের উক্তি। 'জয়' শব্দটী মঙ্গলার্থ বাচক। ফল সাধনে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, এই নিমিত্ত প্রথমতঃই 'জয়'শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্যথা প্রথমে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের নিয়ম নাই (অন্যথা ক্রিয়া মাদৌ ন প্রযুজ্যাৎ)। ইহারা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, তোমার জন্মে ব্রজের সকলেই কৃতার্থ হইয়াছে, আমরাও পরম কৃতার্থা যাহাতে হইতেপারি তাহাই প্রার্থনীয়। বৈকুণ্ঠ হইতেও ব্রজ উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠে যে লীলা নাই, এখানে তদপেক্ষা অধিকতর চমৎকার লীলা করিতেছে। যদিও মথুরায় তোমার জন্ম হইয়াছে, কিন্তু মথুরায়, ব্রজের ন্যায় উৎকর্ষ নাই। ব্রজই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

যদি বল যে ভগবজ্জন্ম দ্বারা কোন স্থানের সর্ব্বোৎকর্ষ হয়, তাহাতো সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ নয়; উৎকর্ষের এমন কিছু হেতু বলিতে হইবে, তজ্জন্য বলা হইতেছে—এখানে ইন্দিরা তোমার জন্মের পর হইতেই সর্ব্বদা সর্ব্বথা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার এই আশ্রয় করাও সগৌরবে নহে,—হীনভাবে। বৈকুণ্ঠে তিনি নিয়ন্তা ভার্য্যা, সেখানে তিনি সর্ব্বকর্ত্রী; কিন্তু এখানে আমরা অনেক আছি এই জন্যই তাঁহার মনে স্বাস্থ্য নাই। কখন শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে অবসর হইবে এই অপেক্ষায় এখানে সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেছেন ইত্যাদি।

এইস্থলে রাজসী শ্রেণীর গোপীরা স্বকীয় দৈন্য প্রদর্শনের অনৌচিত্য দেখাইবার জন্য ভগবান্‌কে দেখা দিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। অর্থাৎ

তুমি স্বয়ং আসিয়া একবার দেখিয়া যাও এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। বাহুল্য ভয়ে এই ব্যাখ্যার সংক্ষেপ মর্ম্ম মাত্র প্রদান করা হইল।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের ব্যাখার মর্ম্ম এই যে বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রজের মাহাত্ম্য অনেক অধিক। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবী নিজে সেব্যা হন কিন্তু ব্রজে তিনি সেবিকা রূপে অবস্থান করেন। বৈকুণ্ঠ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বটে কিন্তু ব্রজ সর্ব্বোৎকৃষ্টতম। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও ব্রজ সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ। গোপীকারা বলিতেছেন, এই সর্ব্বজন সমৃদ্ধিপূর্ণ ব্রজে সকলেই সুখে আছেন কিন্তু আমরা তোমার প্রেয়সী, আমরা যে দুঃখভোগ করিতেছি তাহা কেহ কখনও জানে না বা শুনে নাই। আমরা যে তোমায় ডাকিতেছি তাহার উদ্দেশ্য এমন নয় যে, তুমি আসিয়া আমাদের দুঃখ দূর করিবে। তুমি যখন স্বজন-নিঠুর, আমাদিগকে দুঃখ দিয়াই যখন তুমি ভালবাস; এ অবস্থায় একবার আসিয়া আমাদের দুঃখ দেখিয়া তোমার নয়ন সফল কর। তুমি আরও দেখিয়া যাও, যে আমরা তোমার আপন জন, আমরা কিরূপ ভাবে সন্তাপিত হইয়া তোমায় খুঁজিয়া মরিতেছি।

আমাদের দুঃখের বিষয় তুমি সন্দেহ করিও না। আমাদের প্রাণসমূহ তোমাতেই অর্পিত হইয়াছে, তাহাদের উপর আমাদের কোন অধিকার নাই; যদি তাহা থাকিত তবে আমাদের বিরহানলে তাহারা বিদগ্ধ হইয়া যাইত এবং আমরাও মরিয়া সুখলাভ করিতে পারিতাম। তুমি আমাদের প্রাণসমূহের নাথ, প্রাণগুলি তোমাতে থাকিয়া তাহারা সুখে আছে। সুতরাং আমাদের দেহ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা নাই। অতএব আমাদের দেহ নষ্ট হইবে না। তুমি অবশ্যই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে না; অবশ্যই আমাদের দুঃখ দেখিয়া নয়ন সফল করিতে পারিবে।

শ্রীমৎ কিশোরপ্রসাদ বিদ্বৎকৃত বিশুদ্ধ রসদীপিকা ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ত

মর্ম্ম এই যে, তোমার জন্ম সময় হইতে এই ব্রজভূমি সর্ব্বসমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে ; সকলেই সুখী তবে আমাদের এই বিপদ কেন, তাই ভাবিতেছিলাম কিন্তু এখন বুঝেছি, আমরা যে তোমারই। যে তোমার আপন হয় তাহারই বিপদ্ হয়। আরও অধিক দুঃখ এই যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ পরম দয়ালু ও আমাদের প্রাণনাথ হইয়াও আমাদের দুঃখ দেখ না। তুমি আমাদের দয়িত, সুতরাং পরদুঃখকাতর। আমরা তোমাতেই প্রাণ সমর্পণ করিয়া তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। প্রাণহীনাগণের অন্বেষণ আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। তুমি কৌতুকী ; এ কৌতুক দেখিবার জন্য তুমি এস।

যদি বল যে তোমরা যখন আমারই,—তখন আমার বিরহে কি প্রকারে বাঁচিয়া রহিয়াছ ? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তোমাতেই প্রাণ রাখিয়া, ইন্দ্রিয় সমর্পণ করিয়া জীবিত আছি। প্রাণগুলি আমাদের হইলে বিরহে বাঁচিতে পারিতাম না। তোমাতে প্রাণগুলি অর্পিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। যাহা তোমাতে ধৃত হয়, তাহা নষ্ট হয় না। চকোরীগণের চন্দ্রের ন্যায় তুমি আমাদের ইন্দ্রিয়গণের জীবন স্বরূপ হও। তুমি যদি আমাদের জীবনরক্ষা না কর তজ্জন্য তুমিই নিন্দনীয় হইবে। কবি বলেন ঃ—

নিষেব্য সরিতাং পত্যুস্তটঃ পক্ষিগণাশ্চিরং।
যৎপিবন্তি সরস্তোয়ং সৈব লজ্জা মহোদধেঃ ॥

অর্থাৎ সরিৎপতি সমুদ্রতটে চিরদিন বাস করিয়া পাখীদিগকে পিপাসায় যদি সরোবরের জল পান করিতে হয়, তাহা হইলে মহাসাগরের পক্ষে উহা মহালজ্জারই কথা। অপিচ কবির উক্তি এই যে, "বিষবৃক্ষোঽপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্" অর্থাৎ বিষবৃক্ষকেও সম্বর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ং ছেদন করা অনুচিত। সুতরাং তোমার পালিত আশালতা তোমা দ্বারা ছিন্ন

হওয়া অনুচিত। তুমিই আমাদের একমাত্র জীবন, তুমি ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নাই। কবি বলেন :—

বিরহার্ত্ত্যগ্নিভীতোঽয়ং মৃত্যুশ্যেনো বিমুঞ্চতি।
প্রাণপক্ষিণমেতদ্ধি নিশ্চেতব্যং দয়ানিধে॥

অর্থাৎ হে দয়ানিধে, তোমার বিরহ দুঃখে আমাদের প্রাণ পক্ষী প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুরূপে শ্যেন পক্ষী আমাদের বিরহদুঃখাগ্নি ভয়ে ভীত হইয়া আমাদের প্রাণপক্ষীকে ত্যাগ করিয়াছে। এই নিদারুণ সন্তাপের নিকটবর্ত্তী হওয়া মৃত্যুরূপ শ্যেনপক্ষীর পক্ষেও ভয়জনক।

শ্রীমৎ রামনারায়ণকৃত ভাববিভাবিকা ব্যখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, এই পদ্যে মঙ্গলার্থ প্রকাশের জন্য প্রথমে জয়তি পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। সাক্ষাৎ ভগবৎরূপা গোপীরাও ব্রজমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রজের মহিমা যে অদ্ভুত তাহাই ধ্বনিত হইয়াছে। এই টীকাকার 'জয়তি' পদটীর পরস্মৈপদ প্রয়োগ এবং 'শ্রয়তে' পদটা আত্মনেপদ প্রয়োগ সম্বন্ধে অর্থ বিচার করিয়াছেন, এবং 'অধিকং' পদটীরও ভিন্ন প্রকারের ব্যুৎপত্তি দ্বারা অর্থ করিয়াছেন তাহা ব্যাকরণ সাধনা-শিরোনামায় নিম্নে আলোচিত হইবে।

ইনি কিঞ্চিৎ বিশেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, গোপীগণের কথায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন যে, তোমরা বলিতেছ, তোমরা আমার কিন্তু আমি বলি আমার কে নয়; সকলই ত আমার, তোমাদের একটা বিশেষত্ব কি? ইহা তুমি বলিতে পার না, কেন না, তুমি নিজেই বলিয়াছ,—

সকৃদেব প্রপন্নো যঃ তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

ইহা তো তোমারই শ্রীমুখোক্তি। সুতরাং তুমি যে সকলের প্রতিই সমান কৃপা কর তাহাতো নয়। তুমি তোমার অনুগত জনকে রক্ষা

কর, এই এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; তবে কেন আমাদিগকে দুঃখ দিতেছ?

যদি বল, দুঃখটা কি, আমরা বলি দুঃখ একপ্রকার নয়। প্রথমতঃ তোমার বিরহ দুঃখ, দ্বিতীয়তঃ সকল দিকে ভ্রমণ দুঃখ, তৃতীয়তঃ তোমার অনুসন্ধান দুঃখ। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রহ্মাদিরাও তোমাকে দেখিবার জন্য এই ব্রজে আগমন করেন; আর আমরা এই ব্রজে বাস করি, তোমার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া, তোমাকে প্রাণ-বল্লভ বলিয়া স্বীকার করিয়া তোমার আপনা হইয়াও চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া তোমাকে পাইতেছি না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? দীপ-সমীপেও অন্ধকারের ন্যায়, আমরা তোমার নিকটে থাকিয়াও বিরহ-দুঃখ ভোগ করিতেছি। "আমরা তোমার",—এই তাবকত্বই যদি তোমার স্তুষ্টিকর হয় তবে আমরা এখন কেবল তাবকা নহি; (তোমার সম্বন্ধীয়) স্তাবকা পর্য্যন্ত হইয়াছি। সুতরাং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। 'ধৃতাসব' সম্বন্ধে ইনিও কতিপয় প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহাও ব্যাকরণ সাধনায় প্রদত্ত হইবে।

অতঃপরে শ্রীমদ্ধনপতি সূরি-কৃত ভাগবত পুরাণার্থ দীপিকার বিশেষ অর্থ প্রদর্শন করা যাইতেছে। ইহার ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, গোপীরা বলিতেছেন ইঁহার বংশীগীতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা যেমন ইঁহার নিকটে আসিয়াছি, আমাদের বিরহ-গীতিকা শুনিয়া ইনিও তেমনি আমাদের নিকট আসিতে পারেন। এই ভাবে বিভাবিত হইয়া গোপীগণ শ্রীভগবানের আগমন-আশায় গানে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপরে এই ব্যাখ্যাকার বলেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মে ভূভুর্বঃস্বাদি বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত সর্ব্বলোক হইতেই এই ব্রজ ধাম পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইন্দিরা দেবী কেন যে ব্রজে আশ্রয় করিলেন, তৎসম্বন্ধে ইনি শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্যের ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ অনুসরণ

করিয়াছেন। ইহাতে অনভিজ্ঞ পক্ষে ব্যাখ্যা, মানিনীপক্ষে ব্যাখ্যা ও নিবৃত্তি পক্ষে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। অনভিজ্ঞা পক্ষের ব্যাখ্যায় বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই, মানিনী পক্ষের ব্যাখ্যা এইরূপ :—

আমাদের জন্মদ্বারা তোমার ব্রজ অধিকতর জয়যুক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মী-দেবীও সেইজন্য এখানে আগমন করিয়াছেন। তোমার ভক্তগণও তোমাকে অনুসন্ধান করিতেছেন। তোমার স্বজনগণের দুঃখ দেখিয়া অন্ধের মত থাকা তোমার পক্ষে উচিত হয় না। তোমার প্রাপ্তির জন্য যাহারা জীবন ধারণ করিতেছেন, তুমি তাহাদিগকে দেখা না দিলে তোমার পরমোৎকর্ষাদি গুণ নষ্ট হইবে। যদি বল, আমি তোমাদের দয়িত তাহা হইলে আমার বিরহে তোমরা কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতেছ ? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তুমি কঠোর-শিরোমণি, তুমি অসংখ্য স্বসখীজনপরমতাপহেতুক্রীড়াপরায়ণ এবং স্ত্রীদুঃখজনিতসুধাম্বুধিমগ্ন, তোমাতে যাহারা প্রাণ স্থাপিত করে, তাঁহাদের প্রাণ অবশ্যই নষ্ট হইবে না। কেননা, স্বগৃহে অগ্নি দাহের সময় পরগৃহে সংরক্ষিত বস্তু যেমন দগ্ধ হয় না, তেমনি তোমাতে সমর্পিত আমাদের প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের নিজের নিকটে থাকিলে অবশ্যই নষ্ট হইত।

যদিও তোমার জন্ম দ্বারা ব্রজের অধিক উৎকর্ষ হইয়াছে, লক্ষ্মী সর্ব্বদাই এখানে বিরাজমানা, তথাপি ইহার সকলই বৃথা। যাঁহারা তোমাতে প্রাণ সমর্পিত করিয়াছে, অদ্যাপি তাঁহাদের দুঃখ দূর হইল না! সুহৃদের প্রতি যদি অনুগ্রহ না থাকে তাহা হইলে সেই সমৃদ্ধিরই বা কি প্রয়োজন ? সুতরাং ব্রজের সর্ব্ব সমৃদ্ধি বৃথা না হয়, এজন্য আমাদের প্রত্যক্ষ হও। তুমি আমাদের সুহৃদ তাই-তোমার হিতের জন্য এই কথা বলিলাম।

নিবৃত্তি পক্ষে এই শ্লোকটী,—শ্রুতিগণের উক্তি-বিশেষ। ব্রজ শব্দের অর্থ দেহেন্দ্রিয় সংঘাত। ব্রহ্মের সত্তাস্ফূর্ত্তি নিবন্ধন এই দেহ-সংঘাতে নিরন্তর

শোভা বর্ত্তমানা। মায়ার প্রভাবে এই জগতের মিথ্যা প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং হে পরমাত্মন্, আপনি বিদ্বদনুভব-বিষয় হউন। তাঁহারাই বিদ্বান্, যাঁহারা পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণাঃ। এই শ্রেণীর সাধকগণ সর্ব্বাধিষ্ঠান ভূত পরমাত্মার অন্বেষণপরায়ণ হন। তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে ব্যাখ্যাকার ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ফলতঃ ইহাও একপ্রকার ব্যাখ্যা কৌশলমাত্র কিন্তু ভজননিষ্ঠ সাধকগণ লীলামাধুর্য্যে যে আনন্দানুভব করেন, এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাহারা সেরূপ আনন্দ লাভ করেন না এবং শ্রীকৃষ্ণ লীলাকে রূপক বলিয়া মনে করেন না এবং আত্মার প্রসন্নতা ও মুক্তি লাভের পক্ষে সেরূপ ব্যাখ্যানের আবশ্যকতাও স্বীকার করেন না।

মুক্তাফল টীকাকার হেমাদ্রি এই শ্লোকের টীকায় সবিশেষ কোন নূতন ব্যাখ্যা করেন নাই কিন্তু ইনিই সর্ব্বাগ্রে গোপীগীতার শ্লোকগুলিতে কৌতূহল দৃষ্টি দ্বারা বর্ণনির্ব্বাহ-চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "অত্র আত্মবৃত্তে প্রথম পাদয়োর্দ্বিতীয়াক্ষরং যকার অক্ষয়োর্দ্দকারঃ"। এইরূপ প্রায় প্রতিশ্লোকেরই বর্ণনির্ব্বাহ চিত্র ইনি সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়াছেন এবং শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিমহোদয় প্রভৃতি তাহা উদ্ধৃত-করিয়াছেন কিন্তু ইনি যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া দেখিলে তদ্ব্যতীত আরও বর্ণ-বৈচিত্র দেখা যায়। ইঁহার প্রদর্শন অনুসারে 'জয়তি' ও 'শ্রয়তে' এই দুইটী পদের মধ্যে অন্তস্থ যকার আছে, তৃতীয় এবং চতুর্থ পদেও দয়িত এবং ত্বয়ি তে অন্তস্থয় কার দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রথম পদের প্রথমার্দ্ধের প্রথমাক্ষর 'জ', শেষার্দ্ধের প্রথমাক্ষর 'জ' দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় পদের প্রথমার্দ্ধে প্রথম অক্ষর 'শ', দ্বিতীয় পাদের শেষার্দ্ধের প্রথম অক্ষরও 'শ' রহিয়াছে।

শ্রীমৎসনাতন লিখিয়াছেন, "এষু শ্লোকেষু গীতে মাত্রাপদবর্ণাদি সাম্যাপেক্ষয়া প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষরস্যৈবাধিক্যং, তথা দলদ্বয়ে কুত্রচিদন্ত্রাপি ক্বচিৎ প্রথমাক্ষর-ষষ্ঠাক্ষরয়োশ্চ কুত্রাপি কথঞ্চিদ্বিচার্য্যং তচ্চ শ্রীমুক্তাফল গ্রন্থটীকাকারৈর্বিবৃতমেবাস্তি।

শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথও লিখিয়াছেন, "অত্র শ্লোকে প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষর স্যৈক্যং তথা প্রথমাক্ষর সপ্তমাক্ষরয়োশ্চ। এব মন্যেষ্বপি শ্লোকেষু প্রায়ঃ ক্বচিৎ ক্বচিদস্তি তচ্চ মুক্তাফল টীকাকারৈর্ব্বিবৃতম্।"

শ্রীমদ্‌ধনপতিস্থরিও লিখিয়াছেন ঃ—"এষু পদ্যেষু পাদ দ্বিতীয়াক্ষরং হলৈক্যং আলঙ্কারিকসময়সিদ্ধসাবর্ণ্যাৎ ক্বচিদৈক্যমিতি দ্রষ্টব্যম্ একাদশাক্ষরং ত্রিষ্টুপ্ সংজ্ঞকে ছন্দসি চতুঃষষ্ট্যুত্তরষড়শীতিতমোভেদঃ।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণানুচর শ্রীমৎ শিবানন্দ সেনের গুরুদেব শ্রীমৎ শ্রীনাথ পণ্ডিত কৃত শ্রীচৈতন্যমত মঞ্জুষা নাম্নী ভাগবতীয় টীকাখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এই টীকা হইতেও গোপীগীতার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাইতেছে। ইনিও মঙ্গলার্থেই 'জয়তি' পদ প্রয়োগ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার টীকার একটুকু মর্ম্ম এই যে হে কৃষ্ণ, তুমি বলিতে পার তুমি লক্ষ্মী দেবীর সহিত বিলাসকারী; সুতরাং আমাদের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ? একথা সত্য, আমরা তোমার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করিনা, কেবল আমরা তোমার দর্শন প্রার্থনা করি। বিশেষতঃ তুমি আমাদের দয়িত, তুমি দূরবর্ত্তী নও, অতি নিকটস্থ, তুমি আমাদের দৃশ্য হও। আমরা কেবল তোমার সম্বন্ধে ভাবকা নহি, তোমাতে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং আমাদিগকে দেখা দেও। এই টীকাকার মহোদয়ও ব্যাকরণের আলোচনা করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহাও গৃহীত হইবে।

আমার নিকট গোপীগীতার ১৫ খানি টীকা সম্প্রতি আছে।

প্রত্যেকটী টীকা পর্য্যালোচনা করিয়া যেখানে যে বিশিষ্টতাটুকু দৃষ্ট হইবে তাহা এই ব্যাখ্যায় সন্নিবিষ্ট করা যাইবে।

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদ-পদার্থ ব্যাখ্যা।

জয়তি—জয়যুক্ত হউক। তে—তোমার, আপনার।

অধিকং—পূর্ব্বাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা, ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি বৈকুণ্ঠ লোক হইতেও অধিক অথবা প্রতি মুহূর্ত্তেই অধিক।

(ক) অধি সর্ব্বতঃ+কং=সুখং যথস্যাৎ তথা।

(খ) কং=শিরো অধিকৃতা সর্ব্বধাম শিরো অবতংসতয়া জয়তি।

এই দুই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রথম অর্থ এই যে অধি, শব্দের অর্থ সর্ব্বত, কং শব্দের অর্থ সুখ অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা সুখরূপে ব্রজ ভূমির জয় হউক। দ্বিতীয় ব্যুৎপাদনে অধিক পদের 'ক' অর্থ শির, অর্থাৎ সর্ব্ব ধামের মুকুটমণিরূপে ব্রজধামের উৎকর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই দুইটী অর্থ টীকাকার শ্রীরামনারায়ণকৃত ভাবভাববিভাবিকা টীকা হইতে উদ্ধৃত।

জন্মনা—জন্মন্ শব্দ তৃতীয়ার এক বচন। শ্রীচৈতন্য মত মঞ্জুষা মতে "আবির্ভাবেন"। যেহেতু ভগবান্ জন্ম-রহিত; তাঁহার জন্ম হয় না। এইজন্য জন্ম শব্দের অর্থ এস্থলে প্রাদুর্ভাব। "জনি প্রাদুর্ভাবে"। শ্রীপাদজীবও প্রাদুর্ভাব অর্থই করিয়াছেন, "জন্মাদিকারণবিধুরস্য, জন্মনা স্বেচ্ছয়া অতি বিলসিতেন দিব্যেন জন্মনা প্রাদুর্ভাবেণ।

ব্রজঃ—অমর বলেন, "গোষ্ঠাধ্বনিনিবহাঃ—ব্রজাঃ।" ব্রজ শব্দে গোষ্ঠ পথ ও সমূহ বুঝায়। বিজয়ধ্বজ বলেন, "ব্রজন্তি যস্মিন্ নিবাসং গোপা ইতি গোপনিবাস-স্থানং ব্রজঃ অর্থাৎ গোপনিবাস স্থানেই ব্রজ নামে অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস স্থান বলিয়া এই স্থানটী সর্ব্বের্ব্বাৎকৃষ্ট-

তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ধনপতি সূরি মহাশয় নিবৃত্তি পক্ষে দেহেন্দ্রিয় সংঘাতকেই ব্রজ বলিয়াছেন।

শ্রয়তে—শ্রিঞ সেবতে, শ্রিঞ্ সেবায়াং। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায় এই যে, শ্রিঞ্ ধাতুর অর্থ সেবা তদনুসারে লক্ষ্মী ব্রজভূমির পরমোৎকষ্টতা হেতু ইহার সেবা করেন, শ্রয়তে পদের অর্থ সেবা ও আশ্রয় উভয়ই বুঝায়।

বৈকুণ্ঠেশ্বরী মহালক্ষ্মী সর্ব্বমাধুর্য্যসার শ্রীভগবানের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ব্রজকে আশ্রয় করিলেন। শ্রিঞ্ ধাতুটি ক্র্যাদিগণীয় উভয় পদী। এস্থলে উভয় পদের অর্থেই এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইতে পারে। পতিব্রতা, পতিগতপ্রাণা মহালক্ষ্মী স্বয়ং ভগবানের ব্রজে বিশেষ আবির্ভাব দর্শনে নিজ প্রাণবল্লভের মাধুর্য্য লীলা দর্শনার্থ ব্রজ আশ্রয় করিলেন—ইহা স্বেচ্ছা বশতঃ এবং স্বকীয় কার্য্যার্থ। সুতরাং 'শ্রয়তে' এইরূপ পদ প্রয়োগ হইতে পারে। আবার সর্ব্বলোক হিতার্থ ব্রজাশ্রয় করার জন্য সর্ব্বসম্পদৈশ্বর্য্যাদির অধিষ্ঠাত্রী বৈকুণ্ঠেশ্বরী মহালক্ষ্মীর ব্রজে আগমন ও অধিষ্ঠান হইল,—এই অর্থে পরস্মৈপদী 'শ্রয়তি' প্রয়োগও হইতে পারে। ইহা ভাববিভাবিকা টীকার অভিপ্রায়।

ইন্দিরা—ইদি ধাতুর উত্তর কিরচ্ প্রত্যয় করিয়া ইন্দীর পদ হয়। উহার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ডাপ্ প্রত্যয়ে ইন্দিরা পদ হইয়া থাকে। পরমৈশ্বর্য্যে ইদি ধাতু প্রযুক্ত হয়। এই ইদি ধাতু হইতে ইন্দ্র পদও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইন্দিরা শব্দের অর্থ লক্ষ্মী, শোভা, সম্পত্তি ইত্যাদি। অমরকোষে লক্ষ্মীর পর্য্যায়ে ইন্দিরা শব্দ ভুক্ত হইয়াছে :—

লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীহরিপ্রিয়া।
ইন্দিরা লোকমাতা মা ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমা॥
ভার্গবী লোকজননী-ক্ষীর সাগর কন্যকা॥

শ্রীমদবিজয়ধ্বজ লিখিয়াছেন, "ইন্দিমৈশ্বর্য্যম্ রাতি দদাতীতি নিত্যৈশ্বর্য্যরূপত্বাৎ ইন্দিরা শ্রীঃ সা অধুনাশ্রয়তে আশ্রয়তে"। অর্থাৎ ইন্দি=ঐশ্বর্য্য। যিনি ঐশ্বর্য্য দান করেন তিনি ইন্দিরা; যিনি ঐশ্বর্য্যরূপিণী তিনি এক্ষণে ব্রজধাম আশ্রয় করিয়াছেন।

বৈষ্ণব তোষণীতে লিখিত আছে, লক্ষ্মী ও সম্পত্তি এই উভয়ের অভেদ ভাবে এস্থলে প্রয়োগ করা হইয়াছে। লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানে সম্পদের বৃদ্ধি। বীররাঘবও মহতী সমৃদ্ধি বলিয়া ইন্দিরার অন্য অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

শশ্বৎ—নিরন্তর। পতিপ্রাণা মহালক্ষ্মী এক মুহূর্ত্তও শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় হইতে ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারেন না, তিনি নিরন্তর ব্রজে অবস্থান করেন। সুতরাং গোপীরা বলিতেছেন, হে দয়িত, তোমার জন্ম হইতে এই ব্রজধাম নিত্য নিখিল সুখসম্পৎসম্পন্ন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রজের সমৃদ্ধির ন্যূনতা হয় নাই।" এই অর্থে শশ্বৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

অত্র—ইহার অর্থ এখানে অর্থাৎ এই ব্রজধামে।

হি—ইহা একটী অব্যয় শব্দ; ইহার অর্থ বহুপ্রকার—হি, অবধারণ পাদপূরণ, বিশেষ, প্রশ্ন, হেত্বপদেশ, সম্ভ্রম, অসূয়া, শোক—এই সকল অর্থে হি শব্দের প্রয়োগ হয়।

শ্রীমৎ সনাতন প্রথমতঃ হি—অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হি যতঃ অত্র ব্রজে ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ নিশ্চয় অর্থে মধুপুরীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলেও ব্রজেরই উৎকর্ষ,—এস্থলে নিশ্চয় অর্থে হি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদবল্লভাচার্য্যও প্রথমতঃ নিশ্চয়ার্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইনিও শ্রীপাদ সনাতনের মতই বলিয়াছেন, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলেও

ব্রজই সর্ব্বসমৃদ্ধিশালিনী। ইনিও হেতু ও অবধারণার্থ হি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ নিশ্চয়ার্থে হি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিশোর প্রমাদের ব্যাখ্যাতেও নিশ্চিতার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় সকল টীকাকারই এইরূপ অর্থেই হি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

দয়িত—এই পদটী দয় ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দয় ঞি ঙ গ্রহণে। গতৌ বধে, দানে, অবনে ইতি কবি কল্পদ্রুমঃ। অবনং পালনম্। ঞি দয়িতোঽস্তি। ঙ দয়তে দীনং দয়ালুঃ তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ। অত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী। দয়, দানগতি রক্ষণ হিংসা দানেষু। দয়িত শব্দটী শ্রেষ্ঠ, পরমদয়ালু ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়তে অনুকম্পতে ইতি দয়িত। যিনি দয়ালু তুঃখাপহারী ও পরম প্রেমাস্পদ তিনিই দয়ালু। দয় ধাতু হইতে দয়া পদের উৎপত্তি কিন্তু এই ধাতুটী অতি চমৎকার। ইহা যেমন দান অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি গ্রহণার্থেও ব্যবহৃত হয়। একদিকে যেমন রক্ষণার্থে ব্যবহৃত হয়, অপর দিকে তেমনি হিংসা অর্থেও ব্যবহার হয়। সুতরাং দয়িত, শব্দের বিপরীত অর্থ করিয়াও এই পদ্যের শ্লেষ অর্থ করা যাইতে পারে, কিন্তু সুরসিক শ্রীপাদ সনাতন অথবা শ্রীমদ্বিশ্বনাথ যখন সে অর্থ করেন নাই তখন সেপক্ষে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হইলাম না। কিন্তু দয়্ ধাতুটি প্রকৃতই কল্পতরু। শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন, "তত্র দয়িতেতি অনুকম্পান্ জনয়ন্তি, দয়তে অনুকম্পতে ইতি নিরুক্ত্যা; দৈন্যাৎ দয়তে চিত্তমাদত্তে দয়িত ইতি ক্ষীরস্বামিনিরুক্ত্যনুসারেণতু কিঞ্চিৎ উপালম্ভতোঽপি।"

দৃশ্যতাং—এটী ক্রিয়া পদ। শ্রীধর অর্থ করিয়াছে, প্রত্যক্ষীভূয়তাম্, তুমি প্রত্যক্ষ হও কিম্বা "অস্মাভিঃ ভবান্ দৃশ্যতাং" আপনি আমাদের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হউন। অমরকোষে লিখিত আছে, "দৃগ্ জ্ঞানে জ্ঞাতরি

ত্রিষু" এই অর্থে 'দৃশ্যতাং' অর্থ জ্ঞায়তাং। অর্থাৎ আমাদের দুঃখ আপনি জ্ঞাত হউন। শ্রীপাদ সনাতনও লিখিয়াছেন "জ্ঞায়তাং কিম্বা সাক্ষাৎ ক্রিয়তাং।"

দিক্ষু—দিক্ শব্দ ৭মীর বহুবচন। সকলদিকে। ইহাদ্বারা ভ্রমণ ক্লেশ ও অনুসন্ধান ক্লেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীনাথ পণ্ডিত বলেন, দিক্ষু প্রতিদিশং অথবা দিশ অতি সর্জ্জন ইত্যস্য ক্বিবস্ত্যস্য রূপে দিশ আদেশাস্তেষু ইতি। অর্থাৎ দিশ ধাতুর অতিসর্জ্জন অর্থে প্রয়োগ হয়, তদুত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া আদেশার্থক দিশ শব্দের উৎপত্তি হয়; উহার ৭মীর বহুবচনে দিক্ষু পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার অর্থ,—আদেশসমূহে।

তাবকাঃ—তোমার সম্বন্ধীয়, তোমার আপনার জনসমূহ। গোপীরা বলিতেছেন, আমরা তোমারই। এই পদটী পুংলিঙ্গ কিন্তু তাবক্যঃ হওয়া উচিত। ইহার পশ্চাৎ 'জনাঃ' এই পদটা অধ্যাহার করিতে হইবে। তাবকাশব্দের অর্থ ত্বদীয়া। শ্রীমৎ শ্রীনাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "তাবকা জনা" ইতি পুংলিঙ্গতা, অন্যথা তাবক্যঃ"।

ত্বয়ি—তোমাতে। তুমি পরম প্রেমাস্পদ, পরম দয়ালু, আমাদের জীবিতেশ্বর; এতাদৃশ তোমাতেই আমরা জীবন সমর্পণ করিয়া রহিয়াছি। কঠোরশিরোমণিস্বরূপ,—অসংখ্যস্বসঙ্গিজনপরমতাপহেতুক্রীড়পরায়ণ,—স্ত্রী-দুঃখজনিতসুখাম্বুধিনিমগ্ন,—তুমিতো এইরূপ—এতাদৃশ তোমাতে আমরা প্রাণ স্থাপিত করিয়া রহিয়াছি।

ধৃতাসবঃ—এই শব্দটা ব্রজবধূগণের বিশেষণ। গোপীরা বলিতেছেন, আমরা তোমাতে প্রাণ স্থাপন করিয়াছি। এই পদটা ধরিয়া টীকাকারগণ বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পদটী পূর্ব্বপক্ষের উত্তর স্বরূপ। রসশাস্ত্রবিদ্গণ বলেন, প্রকৃত প্রেমে বিরহ অতি ভয়ানক। মনুষ্যলোকে

অকৈতব প্রেম দেখা যায় না। যদি সেরূপ প্রেম হয়, তবে তাহার বিরহ হয় না; যদি বিরহ ঘটে তবে সে বিরহে প্রেমিকযুগলের জীবন রাখা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই রীতি অনুসারে প্রশ্ন হইতে পারে যে অকৈতব প্রেমে প্রেমিকা গোপিকাগণ কৃষ্ণ-বিরহে কিরূপে জীবন ধারণ করিলেন? তাই গোপীরা উত্তর দিতেছেন, "ত্বয়ি ধৃতাসবঃ"। শ্রীধরস্বামী এস্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তোমার জন্যই এজীবন রাখিয়াছি; তোমার প্রাপ্তির আশায় কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছি—ইহা শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রায়। তিনি আরও বলেন, তোমাতে প্রাণসমূহ ন্যস্ত আছে জন্যই উহা নষ্ট হইতেছে না।

বীর রাঘবও এস্থলে স্বামীর প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্য লিখিয়াছেন, যদি বল, ব্রজস্থজনগণের ভক্তি নাই, তেমন প্রেমভক্তি থাকিলে ইঁহারা বিরহে মরিয়া যাইত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তোমার জন্যই এজীবন ধারণ করিতেছি। যদি জানিতে পারি যে তোমার সহিত দেখা হইবে না, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে আমাদের প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, গোপীদের উক্তি এই যে, হে দয়িত, আমাদের প্রাণ তোমাতে অর্পিত হইয়া রহিয়াছে। তাই উহারা বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে। আমাদের প্রাণ আমাদের বশে থাকিলে, এ বিরহে উহাদের মরণ হইত, আমাদেরও জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইত, আমরা মরিয়া সুখী হইতাম। কিন্তু উহারা উহাদের ঈশ্বরে অর্থাৎ তোমাতে বর্ত্তমান আছে। তুমি মহাসুখী এবং তুমি উহাদের নাথ; তোমার সুখেই উহাদের সুখ।

তুমি শ্রীমৎ কিশোর প্রসাদও বলেন, যাদ আমাদের প্রাণ আমাদের মধ্যে কর্ত্তৃক্কিত, তবে বিরহাগ্নিতে নষ্ট হইয়া যাইত, উহা তোমাতে আছে বলিয়াই

রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন,গোপিকাদের মনোভাব এমনও হইতে পারে যে, তোমার জন্যই জীবন রাখিয়াছি। বিরহে বিরহে আমরা মরিয়া গেলে আমাদের বিরহে তোমারও মনে দুঃখ হইতে পারে। পাছে আমাদের বিরহে তোমার দুঃখ হয়, এই ভয়ে জীবন রাখিয়াছি। হে গোপী-চকোরী-চন্দ্র, তুমি আমাদের ইন্দ্রিয়গণের জীবাতু-স্বরূপ।

শ্রীমৎরাম নারায়ণ বলেন, তোমাতে আমরা বাহ্যাভ্যন্তর ইন্দ্রিয়সমূহ স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার গুণগান ও লীলা-কথারস-পানাদিদ্বারা আমাদের জীবন তোমাগত হইয়া রহিয়াছে। অথবা তুমি আমাদের দুঃখ দিবার জন্য আমাদের প্রাণ সমূহ বিধৃত করিয়া রাখিয়াছ; অথবা তোমার দর্শনার্থই আমরা আমাদের প্রাণ রাখিয়াছি। যাবৎ দর্শন-আশা আছে, তাবৎ প্রাণ আছে; আশাভঙ্গ হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদের মরণ হইবে। অথবা আমরা তোমার প্রিয়; আমাদের মরণ হইলে পাছে বা তোমার দুঃখ হয়, তোমার এই দুঃখ প্রতিষেধের জন্যই আমরা জীবন রাখিয়াছি।

শ্রীমদ্ ধনপতি বলেন, গোপীদের মনের ভাব এই যে, তুমি আমাদের পরম প্রিয়, আমরাও তোমার প্রিয়; তোমার বিরহে আমরা মরিয়া যাই কিনা এই পরীক্ষা করার জন্যই বুঝি তুমি আমাদের অগোচর হইয়াছ। আমরা তোমার প্রাপ্তির আশায় জীবন রাখিয়াছি; আমাদের মরণ পর্যন্ত পরীক্ষা করা তোমার অনুচিত। অথবা আমরা তোমার প্রাপ্তির আশায় এ জীবন ধারণ করিরা রহিয়াছি। আমরা তোমার বিরহে বিরহে মরিয়া-গেলে তোমার পরমোৎকর্ষ নষ্ট হইবে। অর্থাৎ তুমি যে মহারসময় তোমার সেই সুযশ নষ্ট হইবে। এই জন্যই আমরা কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি। অথবা তোমার বিরহে আমাদের প্রাণ আমাদের মধ্যে থাকিলে অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু তুমি চিত্তচোর ও প্রাণচোর আমাদের দেহেন্দ্রিয় চুরি করিয়া লইয়াছ, তাই উহারা নষ্ট হয়

নাই। অথচ তুমি কঠোর শিরোমণি এবং স্ত্রীদুঃখজনিত সুধাম্বুধিমগ্ন আমরা তোমাকে আমাদের ইন্দ্রিয়প্রাণ মন ন্যস্ত রাখিয়াছি। তাই উহা নষ্ট হয় নাই। স্বগৃহ দগ্ধ হইলে যেমন গৃহস্থ সকল দ্রব্য দগ্ধ হইলে যেমন গৃহস্থ সকল দ্রব্য দগ্ধ হইয়া যায় কিন্তু অপরের বাড়ীতে রক্ষিত বস্তু বিনষ্ট হয় হয় না, তদ্রূপ তোমাতে রক্ষিত আমাদের প্রাণেন্দ্রিয়াদি এখনও বিনষ্ট হয় নাই।"

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ "ত্বয়ি ধৃতাসবঃ" বাক্যাংশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ত্বাং—তোমাকে; আপনাকে। যুষ্মদ্ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন। তুমি যে আমাদের প্রাণের প্রাণ, প্রাণবল্লভ, এতাদৃশ তোমাকেই তোমার আপনজনগণ খুঁজিতেছে।

বিচিন্বতে—বি—চি ঞ্ ধাতু আত্মনে পদে লটে নাম পুরুষের বহুবচন। এই ধাতুটী উভয়পদা; অর্থ চয়ন করা। এস্থলে ইহার অর্থ অনুসন্ধান করা; তল্লাস করা। শ্রীনাথ পণ্ডিত বলেন, ধাতুরয়ং দ্বিকর্ম্মকঃ অথাৎ এই ধাতুটা দ্বিকর্ম্মক।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, বিচিন্বতে তব দর্শনং প্রার্থয়ন্তে "ইত্যর্থঃ।" বৃক্ষমবচিনোতি ফলমিতিবৎ চ্ঞো দ্বিকর্ম্মকত্বাৎ ত্বং দৃশ্যোভব ইত্যাশয়ঃ ত্বদ্দর্শনমেব কাঙ্ক্ষিতম্"। অর্থাৎ তোমার নিজজনগণ তোমাকে তোমার দর্শনার্থ প্রার্থনা করেন। চিঞ্ ধাতুটি দ্বিকর্ম্মক।

ব্যাখ্যাকার মহোদয়গণের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণানুচরগণ শ্রীভাগবতের তাৎপর্য্যার্থ যেরূপ প্রকটন করিয়াছেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অথবা তদনুচরেতর ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় সেরূপ রসমাধুর্য্য বা পাণ্ডিত্য প্রকর্ষ পরিলক্ষিত হয় না। ইঁহাদের ব্যাখ্যাই সুরসিক প্রেমিক ভক্তগণের একান্ত আস্বাদ্য। গোপী-

গীতার প্রথম শ্লোকটির এইরূপ ব্যাখ্যায় বহুল তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। শ্রীপাদ বোপদেব তদীয় মুক্তাফল গ্রন্থে (অর্থাৎ ভাগবৎ মুক্তাফল সংগ্রহ গ্রন্থে) সমগ্র গোপীগীতাটীকে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররস-প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মুক্তাফল-টাকাকার শ্রীমদ্ হেমাদ্রি গোপীগীতা টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "উন্মত্তবৎ ইত্যুক্তং তমেব বিচিত্রপ্রলাপাদি হেতুরুন্মাদং প্রপঞ্চয়তি।

পণ্ডিত প্রবর হেমাদ্রি দশম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকের সহিত ইহার সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই ঃ—

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
প্রপচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥

ইহার পূর্ব্বের শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, "প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ প্রিয়া স্তাস্তদাত্মিকা কৃষ্ণবিরহ-বিভ্রমাচ্চ"। এই গোপীগণ,—এই অবলাগণ তদাত্মিকা হইয়া ছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা 'এই কৃষ্ণ আমি' এইরূপ ভাবে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। শৃঙ্গার রসে এইরূপ চিত্তবৃত্তির অনবস্থানতাকে বিভ্রম বলে। সাহিত্যদর্পণকার বলেন, "চিত্তবৃত্ত্য নবস্থানং শৃঙ্গরাদ্বিভ্রমো মতঃ"। ইহারা কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া বনে বনে কৃষ্ণ বিরহ গীতি গাহিতে গাহিতে আকুলভাবে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সুতরাং গোপীগীতার এই পদ্যগুলি দিব্যোন্মাদময় হৃদয়ে প্রেম-মাধুর্য্যময় উচ্ছ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নয়নের অন্তরালে থাকিলেও তাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া উন্মাদ প্রলাপ বচনে হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই গোপীগীতাগুলি একদিকে যেমন বিরহবিধুর ব্রজবালাগণের আন্তরিক

গভীর ভাবোচ্ছ্বাস, অপরদিকে তেমনই প্রেমিক ভক্তগণের প্রাণের প্রার্থনা।

এই গীতিগুলি সরস, সুমধুর এবং নরনারীগণের চিত্তপ্রসাদক। প্রথম পদ্যটীর মর্ম্ম এই যে, হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-বল্লভ এবং পরম প্রিয়। তোমার প্রাদুর্ভাবে এই ব্রজধাম তোমার চিচ্ছক্তি-বিলাস স্বরূপ বৈকুণ্ঠাদি ধাম হইতেও অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। তোমার প্রাদুর্ভাবের দিন হইতেই পরব্যোমনাথের অঙ্কলক্ষ্মী এই ব্রজধামের নিরন্তর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় এই ব্রজধাম সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিগৃহেই সর্ব্বপ্রকার আহ্লাদানন্দ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও তোমার বিরহে আমরা বিরহ-দুঃখানলে জ্বলিতেছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত দুরস্থ হইয়াও এখানে আগমন করিয়া তোমার অনুসন্ধান করিতেছেন; আর আমরা তোমার এই ব্রজভূমে থাকিয়াও তোমার চরণের দাসী হইয়াও তোমাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমার বিরহে আমাদের মরণ হইতেছে না, কেবল তোমাকে দেখিতে পাইব এই আশায় জীবন রহিয়াছে। সে আশা ভঙ্গ হইলে সদ্য সদ্য আমাদের মরণ হইবে। হে দয়িত, একবার কৃপা করিয়া দেখা দেও।

শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর প্রার্থনা ইহারই অনুরূপ :—

হে দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোক-কাতরং দয়িত, ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

হে দীনদয়ার্দ্র নাথ, হে মথুরানাথ, কখন আমি তোমায় দেখিতে পাইব। তোমাকে না দেখিয়া হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেছে, আমার চিত্তবিভ্রম ঘটিতেছে, এখন আমি কি করি? শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া এইরূপ বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করেন।

এস্থলে বাক্য অতি অল্প কিন্তু এই বাক্যের অন্তরালে ভাবের বিশাল বিপুল তরঙ্গসঙ্কুল মহামহাসাগর। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গলের এই ভাবার্থের একটী পদ্যও এই যে,—

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম!
হাহাকদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

(২)

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদর শ্রীমুষা দৃষা;
সুরতনাথ! তেঽশুল্ক দাসিকা
বরদ! নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ? ২।

অন্বয়ঃ। (অত্র স্বতন্ত্রাণাং বহ্বীনাং বক্তৃত্বাদপরা আহুঃ তত্র বিচিন্বন্তু নাম মম কিমিতি চেত্তত্রাহুঃশরদিতি। কিম্বা নন্বু কিমহং যুষ্মভ্যঃ দুঃখং দিৎসামি যদেবং সূচয়থঃ ইতি তত্র ত্বমস্মান খলু হংস্যেব ইত্যাহুঃ শরদিতি) (হে) সুরতনাথ, (সম্ভোগপতে, কিম্বা সুরতযাচক,) বরদ! (হে অভীষ্টপ্রদ!) শরদুদাশয়ে (শরৎকালীনে সরসি) সাধুজাতসৎসরসিজোদর শ্রীমুষা (সাধুজাতং সম্যগ্ জাতং যৎ সৎসরসিজং সুবিকসিতং পদ্মং তস্য উদরে গর্ভে যা শ্রীঃ তাং মুষ্ণাতি হরতীতি তথা তয়া) দৃশা (নেত্রেণ, একবচনেন একয়পি দৃশা কিমুত দ্বাভ্যাং) অশুল্কদাসিকাঃ (অশুল্কংমূল্যং বিনা দাসিকা অধমদাসীরপি অস্মান্) নিঘ্নতঃ (মারয়তঃ) তে (তব ত্বয়া ক্রিয়মাণঃ) ইহ (লোকে) কিং (অয়ং) বধঃ ন ভবতি?

কিং শাস্ত্রেনৈব বধঃ বধঃ? কিং দৃশা বধঃ বধঃ ন ভবতি? কিন্তু ভবত্যেব। অথবা শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎসরসিজোদব শ্রীমুষা দৃশা (হে তাদৃশ দৃশৈব) সুরতনাথ (সুরতযাক! ইতি ত্বয়ৈব অস্মাসু তদিচ্ছাকারিতা তত্র চ হে) বরদ! (বরদানেন দৃঢ়ীকৃতা চ) অশুল্ক দাসিকাঃ নিঘ্নতঃ তে ইহ কিং বধঃ ন (ভবতি পূর্ব্ববদর্থঃ) ॥ অথবা (হে সুরতনাথ (সুষ্ঠুরতানাং জনানাং উপতাপক!) বরদ! (হে নিজবরচ্ছেদক! বরং দ্যসি খণ্ডয়সি ইতি তথা) শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা (এব) শুল্কদাসিকাঃ (অর্থাৎ তদ্রূপেণ শুল্কেন দাসিকাঃ) নিঘ্নতঃ তে ইহ বৃন্দাবনে কিং বধঃ ন ভবতি ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত সানুবাদ অন্বয়।

হে সুরতনাথ, হে বরদ শরদুদাশয়ে (শরৎ কালীনে সরসি) সাধুজাত সম্যগ্ জাতং যৎ সরসিজঃ বিকশিতং পদ্মং তস্যোদরে গর্ভে যা শ্রীস্তাংমুষ্ণাতি হরতীতি তথা তয়া দৃশা নেত্রেন) (শরৎকালীন সরোবরে সম্যক্‌জাত সুবিকাশিত পদ্মের উদরে যে সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান থাকে, সেই সৌন্দর্য্য হরণকারী নেত্র দ্বারা)। অশুল্ক দাসিকা—শুল্কং মূল্যং বিনা দাসিকা (বিনামূল্যের দাসীগণকে) নিঘ্নতঃ—মারয়তঃ, তে তব ইহ অত্র (এস্থলে) কিং বধঃ ন ভবতি (বধকারী তোমার কি বধ করা কার্য্য নয়?)

সরল বঙ্গানুবাদ—শরৎকালে জলাশয়ে সম্যগ্‌জাত সুবিকাশিত পদ্মের মধ্যভাগের যে সৌন্দর্য্য তোমার নয়নের সৌন্দর্য্য যেন সেই সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়াছে। তুমি তাদৃশ নেত্র দ্বারা আমাদিগকে যে বধ কর তাহাকি স্ত্রীবধ নয়? হে সুরথনাথ, হে বরদ, আমরা যে তোমার অশুল্ক দাসী।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়।

শ্রীধরস্বামী বলেন, কেবল শাস্ত্রদ্বারা বধই কি বধ? তুমি যে তোমার তাদৃশ নলিন নয়নের কটাক্ষে বধ কর, সে বধ কি বধ নয়? তুমি যে কটাক্ষ পানে আমাদের প্রাণ লইয়াছ, তাহার প্রত্যর্পণের জন্য দর্শন দাও এই প্রার্থনা করাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। প্রায় সকল বাক্যের শেষেই এই দর্শন দেওয়া প্রার্থনা বুঝিতে হইবে।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি-কৃত লঘু ও বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী টীকার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, এই পদ্যের দ্বিতীয় পাদে যে 'মুষা' পদটী আছে উহা মুষ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ চুরি করা। এই পদটী শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর বিশেষণ। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নেত্রের তস্করত্ব বুঝা যায়। এই ভাবটী সুপ্রতিপন্ন করার জন্য শ্রীপাদ ব্যাখ্যাকার বলেন, শরৎকালের গম্ভীর সরসিতে সাধুজাত সৎপদ্মের অন্তঃকোষে শোভা পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন সে শোভা হরণপূর্ব্বক নিজ শোভা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নেত্র যেখানে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয় সেখানে কমলের শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না; মনে হয় যেন সেই কমল শোভা অপহরণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নেত্র-শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-নয়নের চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদ্বারা ধ্বনিত হইল। কমল গম্ভীর প্রশান্ত সুনির্ম্মল সরসিজলে বিকশিত হয়। সেই কমল স্বীয় অন্তঃকোষে নিজের শোভা সংরক্ষণ করে। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন সেই জলদুর্গের সাধুজাত কমলের সুসংরক্ষিত শোভাও অপহরণ করেন। সুতরাং এই দুঃসাহসী চোরের পক্ষে সরলা অবলা ব্রজবালার প্রাণবধতো বড় বিচিত্র নয়?

শ্রীকৃষ্ণ-নয়নের চৌর্য্য-অভিনিবেশ-শক্তি অতি বলীয়সী। সাধুজাত কমল জল দুর্গে আপনার অন্তঃকোষে অতীব সঙ্গোপনে মহালক্ষ্মীস্বরূপ

মহাশোভা সযত্নে সংরক্ষিত করে সেখানে প্রবেশ করিয়াও, তাহার শোভা হরণ করা অতি দুঃসাহসী চোরের কার্য্য। এতাদৃশ চোরের ত্রিবিব প্রকারের অভিনিবেশ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ সাধুদেব সঙ্গোপনে সংরক্ষিত সম্পত্তি-গ্রহণ-জনিত উৎকট অপরাধকে গণনায় না আনা। দ্বিতীয়তঃ অতি নিগূঢ় স্থানে অতি সঙ্গোপনে সংরক্ষিত বস্তুর জ্ঞানে অভিনিবেশ। তৃতীয়তঃ অতি দুর্ল্লঙ্ঘ্য-লঙ্ঘনের মহীয়সী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের নয়নের সম্বন্ধে প্রথম চৌর্য্যাভিনিবেশ, সাধুজাত সৎসরসিজের (পদ্মের) সম্পত্তি অপহরণ দোষ গণনা না করা। শরৎ কালের জলাশয় স্বচ্ছতাদি গুণযুক্ত এতাদৃশ সংস্থানে জাত কমল যে সাধুজাত তাহা বলাই বাহুল্য; কমল নিজেও সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য, সুকোমল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণপূর্ণ। এমন সাধুজাত সদ্‌গুণশীল জনের মহালক্ষ্মী অর্থাৎ পরম শোভা চুরি করা যে অতীব অপরাধের কার্য্য, শ্রীকৃষ্ণের নয়ন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ সরসির গভীর মহাজলের অন্তঃপ্রস্ফুটিত পদ্মোদরে লুক্কায়িত ভাবে সংস্থিত শোভা জ্ঞানগম্য করা অর্থাৎ জানা ইহাও চৌর্য্যের এক মহা অভিনিবেশ। তৃতীয়তঃ বর্ষারনন্তর কালে আতটপূর্ণ জলাশয়ের দুরবগাহ মধ্যদেশস্থিত সহস্রদল সৎপদ্মের অন্তর্গর্ভের দূরধিগম্য স্থানে সংস্থিতা কমল-কমলা বা কমলশ্রী অপহরণ করা অতীব সুদক্ষ দুঃসাহস চোরের কার্য্য।

যে নয়নচোর এরূপ কার্য্য করিতে পারে, সরলা অবলা ও অকুতোভয়ে ভ্রমণশীলা গোপিকা জীবন বধ করা সে চোরের পক্ষে অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় নহে। সেই নয়ন যে আমাদের মত অবলা অখলা সরলা ব্রজবালা দিগের চিত্ত চুরি করিবে ইহা বড় বিচিত্র নহে। হে গোপীচিত্ত চোর-চক্রবর্ত্তি, তোমার সেই নয়ন আমাদের চিত্তকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তোমার চরণে আমাদিগকে দাসীরূপে নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

সে কি সোজা দাসী ? এদাসীদের কোন বেতন নাই, তোমার নয়ন আমদিগকে বিনামূল্যে দাসী করিয়াছে অথচ তজ্জন্য আমাদের মনে কোন ঈর্ষ্যা নাই, তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এখন আমাদিগকে বিরহে নিমজ্জিত করিয়া বধ করিতেছ ; এ বধ কি বধ নয় ? তুমি গোপনে গোপনে আমাদের প্রাণসংহার করিতেছ লোকেরা তাহা জানিতে পারিতেছে না, তাই বলিয়াই কি তুমি মনে কর তোমার এতাদৃশ বধ স্ত্রীবধ বলিয়া গণ্য হইবে না ?"

এই শ্লোকে দুইটি সম্বোধন পদ আছে সুরতনাথ এবং বরদ। সেই দুই সম্বোধন দ্বারা বধের অনৌচিত্য সূচিত হইয়াছে। সুরতনাথ পদে সুরত পদের অর্থ, যাহারা সুষ্ঠুভাবে রত অর্থাৎ ভক্ত। এই ভক্তগণের নাথ এই ভক্তগণের নাথ এই অর্থে সুরতনাথ। এই শব্দের অর্থ ভক্তাভীষ্টপ্রদ এবং অন্য সম্বোধনটি বরদ। এই দুই সম্বোধনে জানা যায় যে তুমি আমাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি করিয়াছ এবং বর দান করিয়া তাহা দৃঢ় করিয়াছ। সুতরাং ইহাতে আমাদের কোন ধৃষ্টতা নাই। অথবা অন্য অর্থ হইতে পারে যথা "দৃশা সুরতনাথ" তুমি দৃষ্টি দ্বারাই সম্ভোগ সুখ প্রদান কর অথচ কার্য্যতঃ সেরূপ আচরণ কর না, তজ্জন্য যে পাপ হয় তাহা বধতুল্য। অন্যরকম অর্থও হইতে পারে যথা "তাদৃশ্য দৃশৈব তদ্রূপেণ শুল্কেন দাসিকাঃ" অর্থাৎ দৃশ শব্দের অর্থ রূপ ; সেই রূপই শুল্ক। তুমি আমাদিগকে তোমার সৌন্দর্য্য শুল্কে ক্রয় করিয়াছ অর্থাৎ আমরা তোমার রূপ দেখিয়াই তোমার দাসী হইয়াছি। অথবা আমরা তোমার বিনা বেতনে অধম দাসী।

প্রণয়কোপে বা বিরহ দুঃখেও উক্ত দুই সম্বোধনের অর্থ করা যাইতে পারে ! তথাহি :—সুষ্ঠুরতানাং জননাং নাথ=উপতাপক। "নাথ উপতাপৈশ্বর্য্যাশীষুচ" অর্থাৎ নাথ ধাতু উপতাপ, ঐশ্বর্য্য ও আশীর্ব্বাদ অর্থে ব্যবহৃত

হয়। ধাতুবৃত্তিকার লিখিয়াছেন, যাচ্ঞা, উপতাপ, ঐশ্বর্য্য ও আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি অর্থে নাথ্ ধাতুর প্রয়োগ হয়। তরঙ্গিণীতে উপঘাত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। নাথ্ ধাতুর সবিশেষ অর্থ-প্রয়োগ কোষ-ব্যাকরণ-সাধন-প্রকরণে দ্রষ্টব্য। সুতরাং নাথ শব্দের বহুল অর্থ হইতে পারে। এখানে উপতাপক অর্থ ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, যাহারা তোমার সুষ্ঠুভাবে নিরত ; তুমি তাহাদের উপতাপক। বরদ শব্দের অর্থ নিজ বরচ্ছেদক অথবা বর শব্দের অর্থ-লজ্জাধারণাদি। সুতরাং তুমি লজ্জা ধারণাদি বৃত্তিচ্ছেদক। বরদ পদে যে 'দ' পদটী আছে উহা যেমন দানার্থক দা ধাতু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, তেমনি অবখণ্ডনার্থক দো ধাতু হইতেও উৎপন্ন হয়, "দো অবখণ্ডনে"। সুতরাং হে কৃষ্ণ, তুমি নিজ দোষ পরিহারার্থ আমাদিগকে দেখা দেও।

এই পদ্যে শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎ ইত্যাদি উক্তি দ্বারা পদ্মের জন্ম-কালও স্থানের সাদ্গুণ্য দর্শিত হইয়াছে। সাধুজাত ও সৎপদ দ্বারা উহার জন্ম, জাতি ও ব্যক্তির গুণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গোপীরা বলিতিছেন, শ্রীকৃষ্ণ, তোমার চক্ষুর অগম্য স্থান নাই এবং কুলাকুল, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার নয়ন কোনও বিচার করে না। আমরা নির্ব্বিকার চিত্তে নিজদের গৃহে বাল্য ক্রীড়ায় দিন যাপন করিতেছিলাম, তোমার নয়ন আমাদিগকে গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করাইল, কুলধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিল, ঘর হইতে বাহির করিয়া বনে আনিল; এখন আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ। তোমার এক নয়নেরই এরূপ শক্তি, দুইটী এক হইয়া কার্য্য করিলে সে যে কি হইত তাহা বলাই যায় না। যাহা হউক এখন দর্শন দিয়া স্ত্রীবধরূপ অপরাধ হইতে বিমুক্ত হও।

শ্রীমৎ জীবগোস্বামীর অভিপ্রায় এই যে—ব্রজের এই উৎকর্ষে বিশেষতঃ

ইন্দিরা দেবীর সর্ব্বদা অবস্থানে স্ত্রীগণকে বধ করা অত্যন্ত অযোগ্য। হে কৃষ্ণ, তুমি যদি বল, কই আমি ত তোমাদিগকে হত্যা করি নাই? হত্যা করিতে হইলে অস্ত্রের আবশ্যক, আমারতো কোন অস্ত্র নাই? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, অশস্ত্র বধ কি বধ নয়? তুমি নয়ন দ্বারা আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া বিনা মূল্যে দাসী করিয়া তুমি এখন আমাদিগকে বিরহ-যন্ত্রণা দিয়া বধ করিতেছ। যে কোন স্থলে যে কোন জীব-বধ পাপের কার্য্য। যে কোন পুণ্যস্থলে জীব-হত্যা মহাপাপ। কিন্তু তুমি ইন্দিরা-সেবিত শ্রীবৃন্দার ভজনস্থলী প্রেমের মহাতীর্থে নারীবধ করিতেছ, সেও নারীনিকর সরলা সর্ব্বদোষবর্জ্জিতা, তাহার উপরে তোমাতে অত্যন্ত বিশ্বস্তা, তোমার বিনামূল্যের দাসী। তাহাদিগকে বাঁশীর রবে বনে আনিয়া ব্যাধ-বংশী-গীতাকৃষ্ট হরিণবালাগণের ন্যায় বৃন্দাবন-বনমধ্যে বধ করিতেছ। তুমি কি পাপেরও ভয় রাখ না?

ইহার উপরে তুমি সুরতনাথ ও বরদ। বরদাতার কর্তৃক বধ,—ইহা অপেক্ষা মহাপাপ আর কি হইতে পারে? এই পাপ সকল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে তুমি আমাদিগকে একটীবার দেখা দেও।” ইহাই শ্রীমৎজীব গোস্বামীর ব্যাখ্যার অভিপ্রায়।

শ্রীরামানুজীয় শ্রীমৎসুদর্শন সূরিকৃত শুকপক্ষীয় টীকায় কেবল দুইটী মাত্র ছত্র দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কেবল 'অশুল্কদাসিকা' পদদ্বয়ের অর্থই উল্লেখ-যোগ্য, তিনি লিখিয়াছেন, অশুল্কদাসিকা পদের অর্থ 'ত্বৎগুণক্রীতাদাসিকা' অর্থাৎ তোমার গুণমাত্র মূল্যে আমরা তোমার ক্রীতদাসী হইয়াছি।

শ্রীমদ্ বীর রাঘব বলেন, এই গোপীগীতার প্রত্যেকটা শ্লোক ভিন্ন ভিন্ন ব্রজবালার উক্তি, সুতরাং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের স্বতন্ত্র উচ্ছ্বাস। পূর্ব্ব শ্লোকে গোপীয়া বলিয়াছেন, আমরা তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন, তোমরা খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, বেশ খোঁজ

তাহাতে আমার কি? আমি তোমাদিগকে দেখা দিব কেন? তদুত্তরে গোপীগণের মধ্যে কেহ বলিতেছেন, তুমি বরদ, আত্মপর্য্যন্ত অভীষ্ট দানকর এরূপ স্থলে তোমার এই বিনামূল্যের অধম দাসীদিগকে নয়ন কটাক্ষে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া এখন ত্যাগ করা কি বধ করা নয়? কেবল অস্ত্র দ্বারাই কি বধ হয়? সুতরাং দর্শন দিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা কর। তুমি দৃষ্টি দ্বারা আমাদের প্রাণ অপহরণ করিয়াছ, এখন দৃষ্টি দ্বারাই আবার আমাদের প্রাণ রক্ষা কর। লোকে বলে "বিষস্য বিষমৌষধম্"।

শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজ "সরসিজোদরশ্রী" পদের অর্থ যেরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন, অন্য কোন ব্যাখ্যায় সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তিনি লিখিয়াছেন, "সরসিজং পদ্মং তস্য উদরং অরুণায়মানমন্তর্দ্দলং তস্য শ্রিয়মিত্যাদি"।

পদ্মের উদরের শোভা যে কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা ভিন্ন সহজে বুঝা যায় না। এই ব্যাখ্যাকার বলেন, অরুণায়মান অন্তর্দ্দলই,—পদ্মোদর পদের অর্থ, অর্থাৎ পদ্মের উপরের দলের তাদৃশ অরুণতা বা আকার-সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় না। অরুণায়মান অন্তর্দ্দলই নয়ন শোভার উপমাস্থল।

ইহাতে পদ্মোদর পদের অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই অরুণায়মান অন্তর্দ্দলপদ্ম পদদ্বারা অর্থ-সৌন্দর্য্য অতি সহজেই বোধগম্য হয়। অতঃপরে ইনি 'শুল্ক দাসিকা' এইরূপ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দৃশা শুল্কদাসিকাঃ ক্রীতদাসাঃ" অর্থাৎ দৃষ্টি দ্বারা ক্রীতদাসী। দাসী ক্রয়ের মূল্য শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কটাক্ষ, অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি প্রেম-কটাক্ষ মূল্যে আমাদিগকে ক্রয় করিয়াছ। 'বধ' শব্দের অর্থ অর্দ্ধ রাত্রিতে ত্যাগ। এই টীকাকার বলেন কেবল খড়্গাদির দ্বারা বধই কি বধ? কিন্তু হে নিকুঞ্জ বনবীর, তুমি অর্দ্ধ রাত্রিতে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যে বধ করিয়াছ, তাহা খড়্গাদি দ্বারা বধ অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক।

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য তদীয় সুবোধিনী টীকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার

সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, যে সাধনা দ্বারা পরের প্রাণ নষ্ট হয়, সেই সাধনা-সম্পাদককেই ঘাতক বলা যায়। ঘাতকমাত্রেই দোষভাগী। এস্থলে ভগবানের দৃষ্টির অভাবই গোপীগণের জীবন-ঘাতক। আয়ুর্মনাংসি চ দৃশা সহওজ আচ্ছৎ"। অর্থাৎ দৃষ্টি দ্বারা আয়ু, মন, ওজ সকলই তিনি গ্রহণ করিলেন। এই বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, ভগবানের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গোপীদিগের দেহ-মন-প্রাণ সকলই গোপীগণ হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। তাঁহার অদর্শনই উহাদের বধস্বরূপ ; তাই তাঁহারা বলিতেছেন, তোমার রূপ আনন্দময়। সেই রূপ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া আমাদের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার কর। অধিকন্তু আমরা তোমার বধযোগ্যা নহি।

আমরা তোমার দাসিকা—কুৎসিতা দাসী। স্ত্রী বধ করা মহাপাপ। আমরা তোমার ক্রীতদাসী ; আমাদিগকে বধ করিয়া তোমার কি পুরুষার্থ লাভ হইবে ? তোমাকে লোকে বিবিধ সম্বোধনে আহ্বান করিয়া থাকে। ধর্ম্ম মার্গে ধর্ম্মপালক, ব্রহ্মণ্যদেব, যজ্ঞেশ্বর ইত্যাদি বলিয়া লোকে তোমাকে সম্বোধন করে ; অর্থ বিষয়ে—হে লক্ষ্মীপতে, হে সর্ব্ব সিদ্ধিদ ইত্যাদি তোমার সম্বোধন পদ ; মোক্ষে—হে যোগেশ্বর, হে মুকুন্দ, হে জ্ঞাননিধে ইত্যাদি বলিয়া ডাকিয়া থাকে ! ধর্ম্মার্থ মোক্ষ প্রভৃতিতে সাধকগণ এই সকল সম্বোধনসূচক পদে তোমায় আহ্বান করে। আমাদের নিকট তুমি সুরত নাথ। জগতে যত সুরত (সম্ভোগ) আছে, তুমি সেই সর্ব্বপ্রকার সুরতের নাথ (অধীশ্বর) তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে জগতে কোনও সম্ভোগ প্রবর্ত্তিত হয় না। বিধাতা দ্বারা বা কাম দ্বারা আমরা সম্ভোগ প্রবৃত্তি জন্য তোমার শুল্করূপা দাসিকারূপে প্রদত্ত হইয়াছি। (শুল্ক অর্থ পথ নির্ব্বাহক দ্রব্য ; শুল্ক না পাইলে পথের কর্ত্তারা যেমন পথ ছাড়িয়া দেয় না, আমরাও সেইরূপ সুরত-প্রবৃত্তির জন্য শুল্করূপে

প্রদত্তা হইয়াছি। শুল্ক নিরুদ্ধ হইলে ইহলোকে রসপ্রবৃত্তি হইবে না। আমাদের দ্বারা তোমা হইতে জগতে রস বিস্তারিত হউক ইহাই বিধাতার ব্যবস্থা।)

আমরা রসসাধনে শুল্কস্বরূপ দাসী হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। কোথায় তুমি আমাদের সংযোগে সেই কার্য্য সাধন করিবে, তাহা না করিয়া তুমি আমাদিগকে নিহত করিতেছ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কামশাস্ত্র ব্যর্থ হইতেছে। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ-এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের তৃতীয় পুরুষার্থ তোমার এই ব্যবহারে একবারেই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।" এইরূপ ব্যাখ্যান অপ্রাকৃত রস সম্বন্ধে প্রযুজ্য কিনা তাহা ভক্ত পাঠকগণের বিচার্য্য।

এখানে ইনি আর একটি অর্থ করিয়াছেন তাহা এই যে, "অদৃশা অদর্শনেন" তুমি দর্শন না দিয়া আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহা কি বধ নয়? আমরা তোমার নিকট সুরতার্থ আগত হইয়াছি, তুমি তৎপরিবর্ত্তে আমাদের বধ সাধন করিতেছ। সুতরাং সুরতের অপ্রকটনে তোমার নাথত্ব পর্য্যন্ত তিরোহিত হইবে! যোগী ব্যক্তি যোগ-বলে অশ্ব-নির্ম্মাণে সমর্থ হইলেও তাহাকে লোকে অশ্বপতি বলে না, সেইরূপ তোমাকেও সুরতনাথ বলা যায় না। অধিকন্তু তোমার অদর্শনে লক্ষ্মী পর্য্যন্ত এখানে থাকিবেন না। তুমি বরদ; সকলেরই বর বিধান করিতেছ, কেবল আমাদিগকেই বধ করিতেছ। ইহাও এক আশ্চর্য্যের বিষয়। যিনি বরদাতা তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া বর দান করেন কিন্তু তোমাকে লোকে বর দাতা বলে কিন্তু তুমি তোমার এই ধর্ম্মদাসীদিগকেও দর্শন না দিয়া বধ করিতেছ। ইহাও মহান্ আশ্চর্য্য। হে বরদ, আমাদিগকে দর্শন দাও, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহোদয়ের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন,

আমি তোমাদিগকে কি দুঃখ দিতেছি? তদুত্তরে গোপীরা বলিছেন, তুমি আর দুঃখ দিবে কি, তুমি আমাদিগকে বধ করিতেছ। তুমি দৃষ্টি দ্বারা সম্ভোগ কামনা কর অথচ দৃষ্টি দ্বারাই অভীষ্ট সুখ প্রদান কর, অথচ সেই দৃষ্টি দ্বারাই প্রেমানলপুঞ্জপ্রক্ষেপ করিয়া তোমার এই অশুল্ক দাসী-দিগকে বধ করিতেছ। কেবল শস্ত্র দ্বারা বধই কি বধ? দৃষ্টি দ্বারা বধ কি বধ নয়? সেই হেতু তুমি বাস্তবিকই বরদ, অর্থাৎ ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টতাই খণ্ডন করিতেছ (এখানে বরদ পদের 'দ' পদটী দানার্থ দা ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে। খণ্ডনার্থ দিবাদিগণীয় দো ধাতু হইতে উৎপন্ন "দো অবখণ্ডনে"। যদি আমাদিগেতে তোমার কোন স্বত্ব থাকে তাহা হইলে তুমি তোমার আপন ধন সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার,—রাখিতে পার, নষ্টও করিতে পার কিন্তু আমরা তো তোমার শুল্কক্রীতা দাসী নহি; বিবাহসূত্রেও তুমি আমাদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর নাই, আমরা মুগ্ধতা বশতঃ স্বয়ং তোমার দাসী হইয়াছি তুমি মোহনোন্মাদনমহাচোর-চক্রবর্ত্তী। কেন একথা বলিতেছি, বর্ষা অন্তে শরৎকালের সরোবর স্বভাবতঃই গম্ভীর স্বচ্ছজল পূর্ণ; তাহাতে সুসময়ে সুস্থান প্রাপ্ত হইয়া যে সুবিকশিত সৎপদ্ম বিরাজিত হয়, তাহাতে গোপনে সংরক্ষিত অন্তর্দ্দলস্থ শোভাকেও তোমার ঐ নয়ন চুরি করিয়া স্বকীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সম্বর্দ্ধন করিয়াছে। (ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-নয়নের সৌন্দর্য্য-সৌরভ্য-শৈত্যসৌকুমার্য্য প্রভৃতি অসাধারণ গুণ প্রদর্শিত হইয়াছে।)

তোমার যে নয়ন তাদৃশজলদুর্গমস্থানস্থ তাদৃশ সজ্জনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অতি সঙ্গোপনে সংরক্ষিত সম্পত্তি চুরি করিতে পারে তাহার অসাধ্য কি আছে? তোমার সেই নয়নতস্কর কোনও প্রকারে মোহনোন্মাদন-ধূলি প্রক্ষেপের দ্বারা আমাদিগকে উন্মাদিত করিয়াছে আর আমাদের স্বয়ং দত্ত লজ্জাকুল শীল ও প্রাণ লইয়া আমাদিগকে পথের

ভিখারিণী করিয়া এখন আমাদিগকে বধ করিতেছ, সহস্র স্ত্রী ধপাতকে পাতকী হইতেছ। যদি পাপের ভয় থাকে, তবে আমাদিগকে দেখা দিয়া এই স্ত্রী-বধ জনিত মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হও।

শ্রীমৎরাম নারায়ণ লিখিয়াছেন. "শরৎসরোজান্তর্গর্ভদল-শ্রীপরাভব-কারিণ্যা সানুরাগারুণায়তত্তাপোশমনাহ্লাদকদৃশাঅশুল্কদাসিকা"। এস্থলে শ্রীমৎরাম নারায়ণ পদ্মের গর্ভদলস্থ অরুণিমার ভাবটী সম্ভবতঃ বিজয়ধ্বজের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন! কিন্তু ইনি কবিজন-স্বভাবসুলভশব্দবৈভব-বিন্যাসেও ভাবোদ্দীপন কৌশলে ভাবুকচিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। অনুরাগিজনের নয়নে স্বভাবতঃই অরুণিমা অভিব্যক্ত হয়। একে ত শরৎকালের স্বচ্ছপ্রসন্ন সলিলপূর্ণ সরোবর স্বভাবতঃই সুন্দর। তাহার উপরে সাধুজাত সুবিকশিত স্বভাব-সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময় কমলের গর্ভদলের অরুণায়মান সমুজ্জ্বলবর্ণ;—তাহা দেখিয়া চিত্তে স্বভাবতঃই শীতলতা ও আহ্লাদের ভাব উপস্থিত হয়; প্রণয়ানুরাগময় শ্রীকৃষ্ণের নেত্রসৌন্দর্য্য উহা হইতেও অধিকতর চিত্তাকর্ষক; গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের শরৎ সরসিজ-শোভাপহারী নয়ন-কটাক্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণে বিনা মূল্যে স্বভাবের টানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহারা জীবদ্দশাতেই মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। তখন কৃষ্ণবিরহে প্রেমোন্মাদের প্রলাপে কৃষ্ণের অসাক্ষাতেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন হে সুরথ নাথ, হে বরদ, তুমি আমাদিগকে নিহত করিতেছ, কেবল অস্ত্র দ্বারাই বধ হয় না। তোমার বধ-সাধন ব্যাপার অতি বিচিত্র ও বিপরীত।

তুমি তাপাপহারক, আহ্লাদক ও সানুরাগ দৃষ্টি দ্বারাআমাদের যে বধাচরণ করিয়াছ তাহা অতি নিষ্ঠুর এবং বিচিত্র। যে নয়ন কটাক্ষে তুমি আমাদিগকে আনন্দ প্রদান কর, আজ সেই নয়ন দ্বারা আমাদের প্রাণ

অপহরণ করিয়া এখন দূরে থাকিয়া স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে বধ করিতেছ। হে সুরথনাথ, তোমার রতি অতি সুশোভন সর্ব্বসখ্যপ্রদা ও অভ্যুদয় অপসর্গ কামধেনু-স্বরূপা। উহা কামসুখপ্রদ হইলেও ভববন্ধন-অননুবন্ধিনী, অর্থাৎ ভববন্ধন হইতে বিমুক্তি দায়িনী।

হে কৃষ্ণ, তোমার নয়নের চৌর্য্য-চাতুর্য্যের কথা আর কি বলিব? বহু পত্রপুটোদরে বর্ত্তমানা পদ্মশ্রী তোমার ঐ সফরী-চপল নেত্র দ্বারা হরণ করিয়াই যেন নয়ন-শ্রী সম্বর্দ্ধন করিয়াছে; সেই নয়ন দ্বারা আমাদের সুরত যাচক হইয়া তদ্দ্বারা আমাদের অভিলাষ বৃদ্ধি করিয়া তাহাদ্বারাই আমাদের সুরত আশীঃপ্রদ বরদ হইয়া পদ্মরাগ-জলজ-নীলমণি-প্রভারূপ নেত্রকটাক্ষ শুল্ক দিয়া আমাদিগকে তোমার ঐ শ্রীপদে দাসী করিয়া আবার সেই নয়ন শরেই বধ করিতেছ; ইহা কি বধ নয়? এ বধ কি বিশ্বাস ঘাতকের মত বধ নয়? ভাল, যদি আমাদিগকে বধ করাই তোমার অভিপ্রেত হয় তবে বিরহ দ্বারা বধ না করিয়া কুসুমশরপ্রধান পদ্মশ্রীহরণকারী মনোরম রামামারণপরায়ণ-মার-শরাকার সদৃশ তোমার নয়নশরে আমাদিগকে বধ করিতে পারনা কি? যদি সেরূপ ভাবে বধ কর, তবে সে বধ আমাদেরও সুসম্মত ও অনুমোদিত।

অন্য প্রকারেও ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা এই যে, আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী, বিরহের দ্বারা আমাদিগকে বধ করিয়া তোমার কি অনির্ব্বচনীয় বধ কার্য্য সম্ভাবিত হইবে?

জারপতিগণ, ভামিনীগণের অপহার করে কিন্তু সংহার করে না। যাহারা অতিক্রুদ্ধ, তাহারা সংহারের চিন্তা করে বটে, কিন্তু সে চিন্তাও অপ্রাপ্তগণ সম্বন্ধে কিন্তু যাহারা বিনামূল্যে দাসী হয় তাহাদিগকে কেহই সংহার করে না। তোমার অমন যে নয়ন-কটাক্ষ, তাহাও নিগূঢ় পদ্মশ্রী হরণ করিয়াছে কিন্তু বধ করে নাই। তুমি সেই নিগূঢ় পদ্মশ্রী হরণকারী

নয়ন-কটাক্ষ দ্বারা স্বতঃআগত নির্জ্জনবিরহশীল আমাদের ন্যায় অশুল্ক দাসিকাদিগকে হরণ করিতে পার; তোমার নয়ন-কটাক্ষের পক্ষে তাহা দুষ্কর নহে এবং তাহা উচিতও বটে কিন্তু বিরহের দ্বারা বধ করা তোমার পক্ষে কি অত্যন্ত অনুচিত নয়?

শ্রীমৎ ধনপতিসূরি-কৃত ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্তার্থ এই যে, অহো, গুড় দিয়াই যেস্থলে মৃত্যু সাধিত হয়, সেখানে বিষ দেওয়ার কি প্রয়োজন? তোমার ঈষৎ আরক্তকটাক্ষেই আমাদের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট। এইজন্য আবার তিরোধানের কি প্রয়োজন।" ইনি গোপীদিগের এই ভাব মনে করিয়া কমলের অরুণিমাসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের নেত্রের অরুণিমাকে রোষাক্তচক্ষু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং গোপীদের মুখে বলিতেছেন যদি আমাদের বধ করাই তোমার ইচ্ছা ছিল, তোমার বিনামূল্যের দাসীদিগের রোষ-কষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই তো তোমার বধের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিত। আমাদিগকে বিরহে নিহত করার কি প্রয়োজন ছিল। তুমি হইতেছ আমাদের সুরত নাথ, সম্ভোগদাতা, তোমার রোষ দৃষ্টিতেই সহজে আমাদের মৃত্যু হয়। যদি বল, রোষ ও তিরোধান উভয়ই যখন মৃত্যুর কারণ হয় তখন উভয়ের ফলই সমান। তবে কেন রোষ-দৃষ্টির প্রার্থনা কর?

তুমি বরদ, তুমি প্রার্থিগণকে বর প্রদান কর, তুমি কেবল আমাদের দর্প-নাশের জন্যইতো আমাদের দণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছ। প্রাণে বধ করিলে আর কি দণ্ড হইবে। রোষকষায়িত নেত্রে দৃষ্টি করিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। আমরা জানি তুমি আমাদের করুণানিধি ইষ্টদেবতা। আমাদের প্রাণবিয়োগ করা তোমার পক্ষে উচিত কার্য্য নয়, সে প্রবৃত্তিও তোমার থাকিতে পারে না। আমাদের দর্পনাশের পক্ষে তোমার রোষদৃষ্টিই যথেষ্ট। তুমি বৃথা তিরোহিত হইয়াছ।"—এই এক প্রকার ভাব।

অন্য ভাবেও অর্থ করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন, আমিত তোমাদের বধে ব্যাপৃত হই নাই? স্বতঃই তোমাদের প্রাণ যাইতেছে; ইহাতে আমার কি অপরাধ। ইহার উত্তরে গোপীরা বলিতেছেন, তুমি মারিতে উদ্যত হও নাই সত্য কিন্তু তোমার নয়ন-কটাক্ষই আমাদের বধের কারণ। সে বধ কি আর বধ নয়? আমরা সুরতার্থ তোমার নিকটে আগত হইয়াছি, সে কৃপা পাওয়া দূরের কথা। অপর পক্ষে তোমার বিরহে আমাদের মরণই উপস্থিত হইল। যাহাদের ভাগ্য মন্দ তাহাদের এমন দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে, নচেৎ বরদের নিকট মরণফল প্রাপ্তি—মহা অঘটন ব্যাপার।

আমাদের যাহা হইবার হউক কিন্তু তুমি সকলের বরপ্রদ হইয়া আমাদিগকে বধ করিতেছ, তোমার চরিত্রের পক্ষে এ বড় বিচিত্র।

অনভিজ্ঞা পক্ষে আর এক প্রকার ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন, তোমরা আমায় খুঁজিতেছ, খুঁজিয়া বেড়াও কিন্তু আমিতো দেখা দিব না। এ কথার উত্তরে গোপিকারা বলিতেছেন, তুমি নয়ন কটাক্ষে আমাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আমাদের বধ করিয়াছ। নানা প্রকারে বধ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। অভিসার কর্ম্মাদি দ্বারাও লোকের অজ্ঞাত বধ কার্য্য হইয়া থাকে। তুমি নয়ন-কটাক্ষে আমাদিগকে দাসী করিয়া এখন আমাদিগকে বধ করিতেছ। তুমি আমাদিগকে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া দাসী কর নাই, আমরা বিবাহিতাও নই; তোমার নয়ন-কটাক্ষে আমরা মোহিত হইয়া তোমার দাসী হইয়াছি। আর তুমি আমাদের প্রাণ লইয়া পালাইয়াছ। হে বরদ, দেখা দিয়া আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দাও।

মানিনীপক্ষে ব্যাখ্যা—অহো, তুমি আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ। তোমা হইতে বহু স্ত্রীবধজনিত ভয়ের কারণ আছে। তোমার নয়ন চৌর্য্যকর্ম্মপরায়ণ। চোর যেমন সাধুদিগের সুরক্ষিত দুর্গ হইতে

সম্পত্তি হরণ করে, তোমার চক্ষুও সাধুজাত পদ্মের অন্তর্গত সহস্র প্রকার গর্ভস্থায়িনী, তোমার ভয়ে সঙ্গোপনে রক্ষিতা মহালক্ষ্মীকে হরণ করিয়াছে। যদি এইরূপ সুরক্ষিতা লক্ষ্মী অপহৃতা হইল, আমাদের হরণ সম্বন্ধে আর বিচিত্রতা কি আছে? আমরা অবলা, সরলা, সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াই তুমি যে আমাদের মন-প্রাণাদি হরণ করিবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে?

হে সুষ্ঠুরত-জন উপতাপক, হে নিজবরচ্ছেদক, আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসা, পরমপ্রেমবতী সখী, মিত্রদ্রোহাদি দোষ পরিহারের জন্য একবার এখানে আগমন কর।

নিবৃত্তিপক্ষে—কেবল তোমার দর্শনেই জনগণের সংসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। শরৎকালীন জলবৎ অন্তঃকরণে তোমার দর্শনে বিষয়াকার অজ্ঞানরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তি জ্ঞানিগণ নাশ করিয়া থাকেন। জন্মমরণ লক্ষণস্বরূপ সংসার প্রবেশরূপ অজ্ঞান তোমার দর্শনে নষ্ট হয়। তাই শ্রুতি বলেন:—"আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদি অজ্ঞান এবং তাহার কার্য্যের জ্ঞান নিবৃত্তর্থ বলা হইতেছে "অসাধুজাত অনির্ব্বচনীয় উৎপত্তিশীল সরসিজ সদ্ব্রহ্ম লক্ষণ-রূপ সরসিতে প্রতীয়মান কমল স্থানীয় বস্তুই অজ্ঞান এবং তন্নিহিত পার্থিব বিষয়ই,—তদুদরশ্রী; তোমার দর্শনের দ্বারা বিনষ্ট হয়।

এইরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনাপ্রসূত অথচ কোনও রসজনক নহে। শুকদেবকৃত সিদ্ধান্ত প্রদীপের ব্যাখ্যা অতি সরল, সহজ এবং সংক্ষিপ্ত। তিনি বলেন, গোপীগীতার প্রত্যেকটী শ্লোকই এক একটী যূথের এক এক গোপীর উক্তি। পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত পরশ্লোকে বিশেষ কোন সঙ্গতির অপেক্ষা নাই। এই ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যাবাহুল্য করেন নাই।

শ্রীমৎ শ্রীনাথপণ্ডিত পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত সঙ্গতি দেখাইবার জন্য লিখিয়াছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি দেখাদাও নচেৎ স্ত্রীবধের পাতকে পাতকী হইবে। এই বলিয়া গোপীগণ বলিতেছেন, শরৎকালের গভীর জলাশয় মধ্যস্থ সাধুজাত সুপদ্মের অন্তর্গর্ভে সুসংরক্ষিত শোভা যে নয়ন সহজেই হরণ করিতে পারে, তোমার সেই নয়ন যে আমাদিগকে বধ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? তোমার নয়ন কটাক্ষে আমাদের জীবনের যে দুরবস্থা হইবে তাহা কি বধ হইবে না? কিন্তু তুমি সুরতনাথ ও বরদ, তুমি সহজেই আমাদিগকে দর্শন দিয়া আবার বাঁচাইতে পার। কেন না, লৌকিক কথায় ব্যক্ত আছে—"বিষস্য বিষমৌষধম্" অর্থাৎ তোমার যে নয়ন-কটাক্ষে তুমি আমাদের চিত্ত মন-প্রাণ অপহরণ করিয়াছ, আবার সেই নয়নে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা পুনর্ব্বার জীবন পাইব।" একটা প্রাচীন কবিতা আছে উহা এই যে,—

"দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে, কমলায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।"

এই ব্যাখ্যাকার এই পদ্যের ব্যাখ্যায় এই কথাটা প্রদান করিয়া একটুকু নূতনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই ব্যাখ্যায় আর নূতন কিছুই নাই। হেমাদ্রি মুক্তাফল-টীকায় সাবিশেষ কিছুই বলেন নাই। তাহার টীকা অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ইহাতে একটী প্রয়োজনীয় কথা আছে, তাহা এই যে, 'বধ ইতি বধজন্যং পাপং, তৎসাধনত্বাৎ তৎশব্দঃ, আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ" অর্থাৎ ঘৃত নিজে আয়ু নহে কিন্তু ঘৃত আয়ুবর্দ্ধনের কারণ; সেইরূপ বধ-জন্য যে পাপ জন্মে, সেই বধ-জনিত পাপার্থেই এইস্থলে বধ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

এই পদ্যের চারি পদেই দ্বিতীয় অক্ষর 'র' কার আছে। ইনি টীকায় তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদপদার্থ ব্যাখ্যা।

শরদুদাশয়ে—বিজয়ধ্বজ লিখিয়াছেন, "অলুক্ সমাস ন্যায়েন শরদুদাশয় ইত্যেকং পদং শরদুদাশয়ে শরৎকাল সম্বন্ধীয় সরোবরে"। অলুক সমাস সম্বন্ধে পাণিনির অধিকার সূত্র এই যে, "অলুগুত্তরে পদে"। এস্থলে অলুক্ সমাসের অর্থ এই যে, শরৎকাল সম্বন্ধি জলাশয়ে। শরৎকালে সরোবরও দীঘিকাদি জলে পরিপূর্ণ থাকে। সেই জল স্বচ্ছ ও সুপ্রসন্ন। গভীর, স্বচ্ছ, সুপ্রসন্ন জলরাশিরদ্বারা পরিপূর্ণ সরোবরে পদ্ম অতি সুন্দর রূপে জন্মিয়া থাকে সমল বা পঙ্কিল জলে সুপদ্ম হয় না।

সাধুজাত—কোনও প্রতিবন্ধক ব্যতিরেকে স্বাধীন ভাবে স্বকীয় ভাবে স্বকীয় তেজে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই সাধুজাত।

সৎসরসিজ—সুলক্ষণ শোভান্বিত সাধুজাত পদ্ম। সরসিজ, পদ্মেরই রূঢ় অর্থ। সরোবরে যাহাই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহাকেই সরসিজ বলা যাইতে পারে কিন্তু রূঢ়ি অর্থে কেবল পদ্মকেই সরসিজ বলা হয়। এস্থলে যৌগিক অর্থের প্রাধান্য নাই। পদ্মের আরও কতকগুলি নাম অভিধানে আছে। অমর কোষে পদ্মের নিম্ন লিখিত পর্য্যায় দৃষ্ট হয়ঃ—

বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্।
সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্॥
পঙ্কেরুহং তামরসং সারসং সরসীরুহম্।
বিসপ্রসূনরাজীব-পুষ্করাম্ভোরুহাণি চ॥
পুণ্ডরীকং সিতাম্ভোজমথ রক্তসরোরুহে।
রক্তোৎপলং কোকনদং॥

পদ্মবাচক—পদ্ম, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্র পত্র, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিসপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর,

অম্ভোরুহ। শ্বেতপদ্মবাচক, সিতাম্ভোজ; রক্তপদ্মবাচক—রক্তসরোরুহ, রক্তোৎপল, কোকনদ।

উদর—গর্ভ; পদ্মের অন্তর্দ্দল।

শ্রী—শোভা: পদ্মের অন্তর্দ্দলস্থ অরুণায়মান শোভা।

মুষা—মুষ্ ধাতু হইতে মুট্ শব্দের উৎপত্তি হয়। মুষ্ স্তেয়ে, অর্থাৎ চুরি করা। এইটী আত্মনেপদী ধাতু। পদটী দৃক্‌শব্দজাত 'দৃশা' পদের বিশেষণ।

দৃশা—দৃক্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে দৃশা পদের উৎপত্তি হয়। ইহার অর্থ দৃষ্টি দ্বারা। পদ্মের অন্তর্দ্দলস্থ সুচিক্কণ সুকোমল অরুণায়মান শোভা অপহরণকারী নেত্র দ্বারা তুমি তোমার অশুল্কদাসীদের প্রাণ বধ করিতেছ। তোমার এই দৃষ্টি দ্বারা বধ কি আর বধ নয়?

সুরতনাথ—সম্ভোগ নাথ; সুরত শব্দের অর্থ, সুষ্ঠুরত জনকে সুরত বলা হয় অথবা সুরতি=সুষ্ঠু আসক্তি আছে যাহাতে সেই জনই সুরত। সুরত জনের নাথ, সুরত নাথ ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। নাথ শব্দের অনেক অর্থ। নাথৃ ধাতু হইতে নাথ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে; নাথৃ ধাতুর অনেক অর্থ। ধাতু পাঠের বৃত্তিকার লিখিয়াছেন, "যাচঞোপতাপৈশ্বর্য্যাশীঃষু" অর্থাৎ যাচ্ঞা, উপতাপ ও ঐশ্বর্য্য অর্থে নাথৃ ধাতুর প্রয়োগ হয়। ধাতুপাঠতরঙ্গিণীতে উপঘাত অর্থেও নাথৃ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। দুর্গমতে নাথৃ ধাতুর যাচঞা অর্থটী পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ধাতুটী আত্মনেপদ। চন্দ্রগোমী মতে যাচঞা অর্থ অনুনয়। কিন্তু স্থানে স্থানে ইহার পরস্মৈপদেও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যেমন—"নাথতি বলীরিপুং"; ইহার অর্থ উপতাপয়তি। "নাথতি ধনী লোকানাং"; ইহার অর্থ প্রভবতি। কিন্তু আশীর্ব্বাদে বা আসংশনে ইহা আত্মনেপদেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এইরূপে ব্যাকরণসম্মত নাথ্‌ ধাতুর বহু অর্থ লইয়া টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুরথনাথ শব্দের অর্থ সুরথের কর্ত্তা, সুরতজনের উপতাপক, সুরত কামনাকারী ইত্যাদি। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী "সুরত-নাথের' অর্থ সম্ভোগপতি এবং সুরতষাচক এই উভয় অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত সুরত জনের উপতাপক অর্থেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পদটা সম্বোধন ব্যবহৃত হইয়াছে। বিজয়ধ্বজকৃত অর্থ—নিধুবনবীর। বিশ্বনাথ অর্থ করিয়াছেন, "সুরতং নাথাস যাচসে" অর্থাৎ তুমি সুরত-যাচক। শ্রীমৎ রামনারায়ণ সুরতনাথ পদের মধ্যে একটী ছেদ দিয়া প্রথমতঃ সুরত অর্থ করিয়াছেন, সুষ্ঠু সর্ব্বসৌখ্যপ্রদ অভ্যুদয় অপবর্গ কামধেনু রতি অর্থাৎ প্রীতি আছে যাহার তিনিই সুরত। অথবা "সুষ্ঠু কামসুখ প্রদত্বেপি ভব বন্ধন-অনমুবন্ধিনী রতিঃ"; এতাদৃশা মিথুন-বিহার আছে যাহার তিনিই সুরত এই দুই প্রকারে সুরত অর্থ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আর একপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, নাথ শব্দের অর্থ স্বামিন্‌, ঈশ্বর, সমর্থ, আশাঃপ্রদ; আবার অন্যরূপ অর্থও করিয়াছেন, সুরতবিহারী; নাথ, ঈশ্বর, সমর্থ, যাচিতাশাঃপ্রদ ইত্যাদি অর্থও করিয়াছেন এতদ্ব্যতীত সুরতানাং সুষ্ঠু অনুরাগবতামপি নাথঃ অর্থাৎ উপতাপকঃ" এইরূপ অর্থও করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ধনপতি সুরি উপতাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে 'সুরতনাথ' পদটী লইয়া ব্যাখ্যাকারগণ অনেক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, 'শ্রীমুষা দৃশা' পদের সহিত সুরতনাথ পদের সংযোগেও ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। হেমচন্দ্র নাথ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন অধিপ, ঈশ, নেতা, পরিবৃঢ়, কর্ত্তা, পতি, ইন্দ্র, স্বামী, আর্য্য, প্রভু, ভর্ত্তা, ঈশ্বর, বিভু, ইন্দ্র ও নায়ক এইরূপ নাথ শব্দের বহু অর্থ আছে। দৃশা পদের সাহত সুরতনাথ পদ যোগ করিয়া শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী

অর্থ করিয়াছেন, তুমি দৃষ্টি দ্বারাই সম্ভোগ সুখ প্রদান কর ; আবার অন্য অর্থ করিয়াছেন, "দৃশা ইব সুরতযাচক" তুমি দৃষ্টি দ্বারাই আমাদের নিকট সুরত যাচ্ঞা করিতেছ, অর্থাৎ তোমার নয়নভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিতেছি, তুমি আমাদের নিকট সুরত যাচ্ঞা করিতেছ।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথও শ্রীপাদ সনাতনের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ; এই-রূপে দৃশা পদটীও "দৃশাবশীকুর্ব্বত", "দৃশা নিঘ্নতা", "দৃশা সুরতনাথ", "দৃশা বরদ" ইত্যাদি রূপে পদ-সমন্বয়ের বহুল অর্থ করা যাইতে পারে।

অশুল্ক—ঘট্টাদিদেয়ম্, মাসুল ইতি ভাষা ইত্যমরঃ। ঘট্টঃ পন্থাঃ তত্র আদিনা দ্রব্যক্রয়বিক্রয় স্থানাদৌ চ যদ্দেরং দীয়তে স শুল্কো অগাত্ ইতি ঘটী ইতি রাজগী ইতি চ খ্যাতঃ। শলতি প্রতিবন্ধোহনেনেতি শুল্কঃ। শল জ গতৌ তালব্যাদিঃ নাম্নীতি কঃ নিপাতনাদ্ উত্বম্। ঘট্ট চালে ঘট্ট্যতেহত্র ইতি ঘঞি ঘট্টঃ। ঘট্টোবর্ত্মেতি মাধবী। ঘট্টো রাজ গ্রাহ্যগ্রহণ স্থানাদিরিত মুকুটঃ। ঘট্টো ঘাট ইতি খ্যাতে ইতি খ্যাতে ইতি রমানাথঃ। এতদ্ব্যতীত একটী শুল্ক ধাতুও আছে, তাহার অর্থ অভিস্পর্শন। উহা চুরাদিগণীয়। অশুল্ক দাসিকা' এই শব্দের পূর্ব্বে অল্পার্থক বা অভাবার্থক 'অ' উপসর্গের যোগে অশুল্ক পদ সাধিত হয়। অর্থাৎ অপণ্য, মূল্যহীন, বেতনহীন।

দাসিকা—'দাসী' শব্দের উত্তর ঈষদর্থে বা তুচ্ছার্থে কন্ প্রত্যয় করিয়া দাসিকা পদটী উৎপন্ন হইয়াছে। দাস ধাতু ঘঞ দানে, ঋ আদদাসৎ, ঞ দাসতি দাসতে। দাস শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে দাসী করুণা ব্যঞ্জনার্থ কন্ প্রত্যয়ে দাসিকা। গোপীরা বলিতেছেন হে কৃষ্ণ, আমরা তোমার করুণার পাত্রী দাসী। ক্ষুদ্র ও তুচ্ছার্থে কন্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। সে অর্থে এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে যে, আমরা তোমার অতি তুচ্ছ অধমা দাসী। নিজেদের মুগ্ধতাবশতঃ তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি ; এমন

দাসীদিগকে যদি তুমি নয়ন-কটাক্ষে বধ কর, তজ্জন্য কি তোমার বধজনিত অপরাধ হইবে না? সুতরাং দর্শন দিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর, তুমিও নারীবধরূপ পাপ হইতে আত্মরক্ষা কর।

বরদ—বর শব্দের অর্থ জামাতা, দেবতাদের নিকট অভীপ্সিত বস্তু ও শ্রেষ্ঠ। বর+দা (দানার্থ দা ধাতু) অভীষ্টপ্রদায়ক। ইহার আর একটী অর্থ আছে, বর – দো; দো ধাতুর অর্থ অবখণ্ডন। ইহার অর্থ—অভীষ্ট চ্ছেদক অথবা লজ্জাধর্ম্মবৃত্তিচ্ছেদক।

নিঘ্নতঃ—নি – হন্ ধাতু শতৃ ষষ্ঠীর একবচন। হননকারীর; বিশ্বাস ঘাতকের।

নেহ কিংবধঃ—ইহাতে কি বধ হয় না? এখানে বধ শব্দের অর্থ-বধজনিত পাপ। সাধন সাধ্যোপচারে অথবা কার্য্যকারণোপচারে "আয়ু ঘৃতম্" এইরূপ ভাবে বধজনিত পাপার্থে এস্থলে বধ শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

---

(৩)

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্
বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্-
ঋষভ! তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥৩॥

সংক্ষিপ্ত সানুবাদ অন্বয়ঃ—হে ঋষভ—শ্রেষ্ঠ; বিষজলাৎ যো অপ্যয়ঃ নাশস্তস্মাৎ (বিষজলজনিত মৃত্যু হইতে) ব্যালরাক্ষসাৎ (অঘাসুরের আক্রমণ হইতে) বর্ষাৎ মারুতাৎ বৈদ্যুতানলাৎ বৃষাৎ ময়াত্মজাৎ বিশ্বতো

ভয়াৎ (বর্ষা, ঝড়, বজ্র, বৃষভাসুর, বোমাসুর এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে) তে (তোমা দ্বারা) বয়ং (আমরা সকলে) রক্ষিতা মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ রক্ষা পাইয়াছি। এখন এই বিরহ অগ্নি হইতেও আমাদিগকে রক্ষা কর) ইহাই ভাবার্থ।

সরল বঙ্গানুবাদ :—হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, তুমি বিষজল হইতে, অঘাসুর হইতে, বর্ষা বায়ু ও অশনিপাত হইতে বৎসাসুর ও ব্যোমাসুর হইতে এবং আরও নানা প্রকার ভয় হইতে বারম্বার আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, আরও কত প্রকার ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছ, আমরা কি তাহার সংখ্যা করিয়া বলিতে পারি ? সর্ব্ববিধ বিপদ্ হইতে আমাদিগকে পুনঃপুনঃ রক্ষা করিয়া এখন স্ববিরহ দ্বারা বধ করিতেছ। তুমি যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, তখন এই বিরহ অগ্নি হইতেও আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়।

শ্রীধর স্বামী বলেন, তুমি বহুপ্রকার মৃত্যু ভয় হইতে আমাদিগকে কৃপা করিয়া রক্ষা করিয়া সম্প্রতি দৃষ্টিরূপ পঞ্চশর দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতেছ ? হে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তুমি কালিয়া সর্পদ্বারা যমুনার বিষজল হইতে এবং নানাবিধ দৈব ও দৈত্যজনিত উৎপাত হইতে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ত্রিতাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া এখন বিরহতাপে নিহত করিবে, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ইহা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। সুতরাং আমাদিগকে দেখা দিয়া রক্ষা কর।

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামি-কৃত বৈষ্ণবতোষণীর ভাবার্থ এই যে, কালিয় কর্ত্তৃক শ্রীযমুনার জল যখন বিষাক্ত হইয়াছিল, সেই কালিয়কে যমুনা হ্রদ

হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া তুমি গো-গোপগণের রক্ষা করিয়াছিলে। সেই রক্ষায় আমরাও রক্ষিত হইয়াছিলাম,—ইহা ব্রজবালাদের প্রেমোদ্রেক জনিত উক্তি। বৃষময়াত্মজ হইতে যে রক্ষার কথা বলা হইয়াছে,—ইহা ভাবিঘটনা। শ্রীরাসলীলার পরে বৃষাত্মজ ও বৎসাসুর এবং ময়াত্মজ ব্যোমাসুরের বধ হয়। গোপীগণের সাহজসার্ব্বজ্ঞ্য গুণ থাকায় ভাবি ঘটনা ভূতস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ বিরহ-আর্ত্তিতে প্রেমোচ্ছলন হয়; এই অবস্থায় স্বতঃই শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের পরিস্ফূর্ত্তি হওয়া স্বাভাবিক। এই অবস্থায় ভাবিঘটনাও ভূতকালোচিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গোপীগণ এই সকল ঘটনা সুনিশ্চিতরূপেই জানিতেন। তাঁহারা বলিতেছেন, গণনা করিয়া আর কত বলিব? বহুদুঃখ হইতেই তুমি আমাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছ।

পূতনা-শকট-তৃণাবর্ত্ত-যমলার্জ্জুপতন বকবৎসাসুর ও দাবানল প্রভৃতি হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ; এই সকল তোমার পক্ষে উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। কেননা, তুমি ঋষভ,—কারুণ্যাদি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ব্রজবাসিগণ যে বহুল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অধুনাও যে প্রাপ্ত হইতেছেন তাহা প্রকাশের জন্য 'মুহুঃ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য-রহিত্ব-জনিত পরমকৃপালুত্বই সূচিত হইয়াছে। অর্থাৎ যখনই ব্রজে কোন উপদ্রব উৎপাত ঘটিয়াছে তখনই মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া এবং কিছু মাত্র উপেক্ষা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে সকলকে রক্ষা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত 'মুহুঃ' শব্দ-প্রয়োগ হইয়াছে।

কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, কৃষ্ণবিরহে গোপীগণ প্রেম-বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বপ্নমনোরথাদিতে পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকৃত,

ভয়-নিবারণজনিত উপকারসমূহের সাক্ষাৎ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত লীলাক্রমে বিরহবিবশতা-বশতঃ লীলাবর্ণনে ক্রমভঙ্গ ঘটিয়াছে। পূতনা শকট-তৃণাবর্ত্ত বধ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ লীলার শ্রীভাগবতীয় ক্রম; কিন্তু এস্থলে বিষজলের কথাই প্রথম বলা হইয়াছে। এইরূপ লীলা-ক্রমভঙ্গের ইহাও একটা কারণ হইতে পারে যে, ভয়-প্রাধান্যই ক্রমবিন্যাসের প্রাধান্যে গণ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ কালিয়কর্ত্তৃক শ্রীযমুনার জল এমন বিষাক্ত হইয়াছিল যে, তদুপরস্থ পক্ষীগুলি পর্য্যন্ত আকাশ হইতে বিষবায়ুস্পর্শে মৃত হইয়া পড়িত। জলশীকর-বায়ু-স্পর্শে তটস্থ উদ্ভিদ্‌গুলি পর্য্যন্ত মরিয়া যাইত। এমন ভীষণতম উৎপাত হইতে যখন তিনি রক্ষা করিয়াছেন, তখন ব্যাল রাক্ষসাদির আর কথা কি? অথবা জাতীয়ত্ব-নির্দ্দেশেও এইরূপ ক্রম স্থাপিত হইতে পারে। ব্যাল—কালিয় অজগরাদি, রাক্ষসপূতনা-বক-অঘাদি, শঙ্খচূড়ও বটে,—কেন না, যক্ষও রাক্ষস একই জাতীয়। কুবোপাখ্যানাস্তে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাদের জাতীয়ত্বে একত্ব এবং দ্বন্দ্বৈক্য স্পষ্টতঃই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অতঃপরে বর্ষমারুত ও বিদ্যুতের কথা। দুর্ম্মদ ইন্দ্র প্রেরিত সম্বর্ত্তক-কৃত ভীষণ বৃষ্টির উৎপাত হইয়াছিল। সেই সময়ে ভীষণ ঝড়েও বৃন্দাবন উৎ-পীড়িত হইয়াছিল। তৃণাবর্ত্তও এই জাতীয় দৈব উৎপাত। সেই সময়ে বিদ্যুত দ্বারা অশনি পতন হইয়াছিল, দুইবার দুই স্থানে অনলের উৎপাত ঘটে। ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি কর্ত্তৃক দৈব উৎপাত ঘটিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শকট দৈত্য প্রভৃতি দ্বারাও ব্রজে উৎপাত ঘটে। হে কৃষ্ণ তুমি সেই সকল বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ।

ব্রজবালাগণ 'বয়ং' পদ দ্বারা ব্রজভূমির সকলেরই রক্ষার কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ তুমি আমাদের সকলকেই রক্ষা করিয়াছ। জন সাধারণেই তোমা দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে; আমরা তো ত্বদেকপ্রাণা, তোমা

ছাড়া আর কিছুই জানিনা ও বুঝি না। এখন তোমার অদর্শনেই আমরা প্রাণে মরিতেছি। এখন আমাদিগকে দর্শন দিয়া রক্ষা কর। তোমার তো অজ্ঞাত কিছু নাই; বিষবৃক্ষকেও সম্বর্দ্ধিত করিয়া স্বীয় হস্তে তাহাকে ছেদন করিতে নাই, ইহাতো তুমি জান? এত বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া এখন কেন বিরহ-অনলে দগ্ধ করিতেছ?

শ্রীমদ্‌বীর রাঘবের ব্যাখ্যার প্রারম্ভটুকু এই যে, তুমি কৃপা করিয়া বহু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ, এখন নয়ন-কটাক্ষে আমাদিগকে বধ করা উচিত নয়। বৃষ অর্থাৎ অরিষ্টাসুর এবং ময়াত্মজ ব্যোমাসুর, ইহাদের উৎপাত হইতেও রক্ষা করিয়াছ ইত্যাদি। শ্রীমদ্‌বিজয়ধ্বজের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই:—পূর্ব্বে যেমন আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, এখনও এই বিরহ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

শ্রীমজ্জীব গোস্বামিকৃত বৃহৎক্রমসন্দর্ভব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, যদি এই প্রকার আমাদিগকে বধ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ কেন? কালিয়কলিল যমুনা হ্রদের বিষজলে বিষবাষ্পে বিষজল-কণাস্পর্শে ব্রজের উদ্ভিদ্ ও নিখিল জীবসমূহকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছ; তদ্ব্যতীত দেবদানবীয় কত বিপদ হইতেও আমাদিগকে মুহুর্মুহুঃ রক্ষা করিয়াছ। তুমি সমস্ত ব্রজের রক্ষা সাধন করিয়া সমগ্র ব্রজের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছ। আমাদিগেরও তো সেইরূপ উৎকর্ষ সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য কিন্তু তাহা না করিয়া আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহাই আমাদের দুঃখ।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, হে কৃষ্ণ, তুমি বহুবিধ বিপদ হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছ, আমরা পুনঃ পুনঃ বহু বিপদ হইতে তোমার দ্বারা রক্ষা পাইয়াছি সেই বিশ্বাসে তোমাকে বিশ্বাস করিয়া পঞ্চশর জ্বালা উপশমাশায় আমরা তোমার শরণাগত হইয়া তোমার নিকট

আসিয়াছি। সে জ্বালা দূর করা দূরের কথা—তুমি তাহা হইতেও কোটিগুণ অধিক বিরহানল-জ্বালায় আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছ। তুমি কি বিশ্বাসঘাতকতা-পাপকেও ভয় কর না? ইহাই এই পদ্যের ভাবার্থ। অরিষ্ট ও ব্যোমাসুরের বধ প্রসঙ্গ ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলেও গর্গ ও ভাগুরি প্রভৃতি রচিত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-পত্রীশ্রবণে গোপীদিগের তদ্বিষয়ে পরিজ্ঞানের সম্ভাবনায় ভবিষ্যত্বে ভূতকালত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ একটী প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বিজয়ধ্বজের টীকায় অঘাসুর বধ ধৃত হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন, উহা প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু শ্রীভাগবতের এই গোপীগীতাতেই যখন উহা সূচিত হইয়াছে, তখন প্রক্ষিপ্ততা-প্রসঙ্গ স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে।

শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, হে কৃষ্ণ, তুমি মুহুর্মুহুঃ আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ, সেই জন্য আমাদের আশা উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন সেই সম্বর্দ্ধিত আশা ছিন্ন করা তোমার পক্ষে উচিত নহে। হে ঋষভ, (প্রাণ বল্লভ) তুমিই আমাদের চিত্ত সর্ব্ববিষয় হইতে অনাসক্ত করিয়া তোমাতে আসক্ত করিয়াছ। এখন তোমা ছাড়া আর আমাদের গতি কি?

শ্রীরাম নারায়ণ-কৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, হে কৃষ্ণ, স্বরক্ষিত জনের হনন করা ব্যাধের কার্য্য,—গোপালের কার্য্য নহে। তুমি আমাদিগকে বহুবার বহু বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছ। তুমি যখন ব্রজরক্ষার জন্য কালিয়-বিষ-ব্যাপ্ত যমুনা-জলে কালিয়দমনের নিমিত্ত প্রবেশ কর তখন তোমার অদর্শনে আমরা তোমার বিরহ সহস্রকল্পের বিরহজ্ঞানে যমুনাজলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তুমি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া জল হইতে বহির্গত হইয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়া-

ছিলা। এখন তোমার বিরহে সুধাকরব্যাপ্ত এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিষজল-পরিপূরিত সিন্ধুর ন্যায় আমাদিগের নিকট যাতনাজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তুমি আমাদিগকে সে যাতনা হইতে রক্ষা কর। কালিয়কুল সর্পদিগকে রমণক দ্বীপে প্রেরণ করিয়া তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, অধুনা তোমার রমণকদ্বীপে বিহারপুলিনে তোমারই ব্রজবালাগণ তোমারই বিরহ-বিষ বিষম-পঞ্চফণ-নখমণিধর-ব্যালম্বি-ভুজব্যালযুগল গুপ্তা-বস্থায় বর্ত্তমানা। তুমি এখন আমাদিগকে এইবিরহ-বিষ হইতে রক্ষা কর।

শ্রীমৎ রাম নারায়ণের ব্যাখ্যায় তাঁহার স্বকৃত শব্দালঙ্কারপূর্ণ কবিত্বচ্ছটা কাব্যামোদি পণ্ডিতগণের আস্বাদ্য। উপরে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র নমুনা প্রদর্শন করা গেল। ইঁহার অনুপ্রাসময় শব্দচ্ছটা সুদীর্ঘ সমাসে আবদ্ধ হইয়া বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্য অথবা কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ-কাব্য-কুশলতাকেও অধঃকৃত করিয়াছে। উহার উপসংহারে লিখিত হইয়াছে, রক্ষিতাগণকে স্ববিরহে স্বয়ং নিহত করা অনুচিত। সুতরাং হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, একবার দেখা দাও।

যদি, বল, "তোমাদের গর্ব্বদোষেই আমি তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছি।" তুমি একথাও বলিতে পার না। কেন না, আশ্রিতগণের দোষ-গুণ বিচার উচিত নয়। নীতিবিদ্‌গণ বলেন,—

দোষাকরোঽপি কুটিলোঽপি কলঙ্কিতোঽপি
মিত্রাবসানসময়ে বিহিতোদয়োঽপি।
চন্দ্রস্তথাপি গিরিশঃ শিরসা বিভর্ত্তি
নৈবাশ্রিতেষু গুণদোষ-বিচারণা স্যাৎ॥

চন্দ্র বহু দোষের আকর হউন অথবা কলঙ্কিতই হইন,অথবা মিত্রাবসান সময়েই (সূর্য্যাস্তে) ইনি অভ্যুদিত হউন, তথাপি গিরিশ সততই ইঁহাকে শিরে ধারণ করেন ; কেন না, আশ্রিতের দোষ গুণ বিচার করিতে নাই!

মুক্তাফলটীকাকার শ্রীমৎ হেমাদ্রি তদীয় অতিসংক্ষিপ্ত টীকার প্রারম্ভে যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাব এই যে—"তুমি সর্ব্বদাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা. এখন সহসা আমাদের ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়"। তিনি দেখাইয়াছেন এই পদ্যের পাদত্রয়ে প্রথম অক্ষর,—ব কার, দ্বিতীয় অক্ষর ষ কার, চতুর্থ পদেও ষ কার আছে।

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদপদার্থ ব্যাখ্যা

বিষজলাপ্যয়াৎ—বিষময়জলাৎ যো অপ্যয়ঃ তস্মাৎ অর্থাৎ বিষময় জল হইতে উদ্ভুত মৃত্যু হইতে তুমি রক্ষা করিয়াছ।

বিষজল,—এই পদটী মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন। তৎপরে পঞ্চমী তৎপুরুষে বিষজলাপ্যয়ঃ পদ রচিত হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে কালিয়সর্প দ্বারা কলুষিত কালিন্দী জলের বিষে তৎতীরবর্ত্তী এবং তদূর্দ্ধস্থিত প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু হইতেছিল। তুমি তাহা হইতে সকলকে রক্ষা করিয়াছ। শ্রীমদ্ বিজয়ধ্বজ এখানে একটী স্বতন্ত্র পাঠ দিয়াছেন—"বিষজলাৎ"। ইহার অর্থ করিয়াছেন বিষজল পানেন আশয়োঃ দীর্ঘনিদ্রা মরণং তস্মাৎ অর্থাৎ বিষজল পান নিবন্ধন যে আশয় (দীর্ঘনিদ্রা, মরণং) উপস্থিত হয় তাহা হইতে তুমি রক্ষা করিয়াছ।

ব্যালরাক্ষসৎ—কালিয় ও অজগরাদি। শ্রীধর স্বামী ও বীররাঘব প্রভৃতি ব্যালরাক্ষস পদের একত্র অর্থ করিয়াছেন,—অঘাসুর। টীকাকারগণের অনেকেই ব্যালরাক্ষস পদটীকে কর্ম্মধারয় সমাসে নিবদ্ধ করিয়া (ব্যালঃ এব রাক্ষসঃ) ইহার অর্থ করিয়াছেন অঘাসুর। কিন্তু শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন যদ্বা ব্যালাঃ কালিয়াজগরাদয়ঃ, রাক্ষসাঃ পূতনাবকাঘাদ্যাঃ শঙ্খচূড়শ্চ যক্ষরাক্ষসয়োরভেদাৎ, স চ ধ্রুবোপাখ্যানান্তে ব্যক্ত এব। অর্থাৎ ব্যালঃ—কালিয় অজগরাদি, রাক্ষসঃ—পূতনা-বক-অঘাদি এবং

শঙ্খচূড়। যক্ষ ও রাক্ষস এই দুই পদের একই অর্থ, শ্রীভাগবতে ধ্রুব উপখ্যান উপ-সংহারে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্ষ-মারুতাৎ—ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গজনিত ইন্দ্রের ক্রোধে ব্রজে যে ভীষণ বৃষ্টি-মিশ্রিত ঝড় হইয়াছিল তাহা হইতে তুমি রক্ষা করিয়াছ। কিম্বা দুর্ম্মদ ইন্দ্রপ্রেরিত সম্বর্ত্তককৃত বর্ষণ হইতে এবং তৃণাবর্ত্তাদি কৃত ঘূর্ণাবায়ু হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। এস্থলেও একজাতীয়ত্ব নিবন্ধন দ্বন্দ্ব সমাসে 'বর্ষমারুতাৎ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বৈদ্যুতানলাৎ—বিদ্যুতাগ্নি হইতে ব্রজ রক্ষা করিয়াছ। অন্যরূপ অর্থ এই যে বর্ষণ সময়ে যে বজ্রপতন হয় তাহা হইতে এবং অনল হইতে রক্ষা করিয়াছ।" শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগকে দুইবার দাবদাহ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এখানেও এক জাতীয়ত্ব নিবন্ধন দ্বন্দ্ব সমাসে এই পদ রচনা হইতে পারে।

বৃষময়াত্মজাৎ—বৃষাসুর (বৎসাসুর) ও ময়াত্মজ (ব্যোমাসুর) হইতে তুমি রক্ষা করিয়াছ। বৃষাসুর প্রথমতঃ বৎসের আকারেই আসিয়াছিল, পরে বৃহৎ আকার ধারণ করে। এইটি সমাহারে নিষ্পন্ন পদ ; অথবা ইহাও হইতে পারে—বৃষাত্মজ বৎসাসুর ও ময়াত্মজ ব্যোমাসুর হইতে তুমি রক্ষা করিয়াছ।

বিশ্বতোভয়াৎ—সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে তুমি রক্ষা করিয়াছ। প্রাগুক্ত সর্ব্ববিধ ভয় হইতে আমরা তোমা দ্বারা রক্ষা পাইয়াছি।

ঋষভ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; ঋষী ধাতু হইতে ঋষভ পদের উৎপত্তি। ঋষি-বৃষিভ্যাং কিদিত্যভাচ্ প্রত্যয়ে ঋষভ বৃষভ ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হয়। ঋষভ পদের বহুল অর্থ আছে যথা :—

ঋষভো নাষ্টবর্গীয়ৌষধভেদে স্বরান্তরে।
গীতে শ্রেষ্ঠে চ বৃষভে কর্ণরন্ধ্রে ইন্দ্রিত্তেদকে॥

কুম্ভীরপুচ্ছে স্ত্রিয়াস্ত পুরুষাকৃতি যোষিতি।
তথাশূক শিরালায়াং বিধবায়াঞ্চ কথ্যতে॥

তে বয়ং রক্ষিতাঃমুহুঃ—তোমাদ্বারা আমরা পুনঃপুনঃ রক্ষিত হইয়াছি। এই পদ্যে যে বৃষাসুরেরও ব্যোমাসুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা করার কথা বলা হইয়াছে তাহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই দুইটী ভাবিঘটনা। গোপবালারা পূর্ব্ব ঘটিত রাসলীলার এই দুই ঘটনার উল্লেখ কি প্রকারে করিলেন। শ্রীপাদ সনাতন ইহার সমাধান করিয়া লিখিয়াছেন :— গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি সুতরাং সহজসর্ব্বজ্ঞতা-গুণ তাঁহাদের অবশ্যই আছে। বিশেষতঃ বিরহ আৰ্ত্তিতে প্রেমবিশেষের উচ্ছলনেও ভাবিঘটনার স্ফুৰ্ত্তি হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং ভাবিঘটনাতেও অতীত কালীয় নির্দ্দেশ দোষজনক হয় নাই।

(৪)

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্ত সানুবাদঅন্বয়।—হে সখে ভবান্ (আপনি) নিশ্চিতং গোপিকানন্দনঃ (যশোদানন্দন) ন ভবতি (নহেন কিন্তু) অখিল দেহিনাং (সকল জীবের) অন্তরাত্মদৃক্ (অন্তর্দ্রষ্টা)। ইহাতে সংশয় এই যে অন্তর্দ্রষ্টাকে তো দেখা যায় না। তজ্জন্য বলা হইতেছে—বিখনসা (ব্রহ্মা দ্বারা)বিশ্বগুপ্তয়ে (বিশ্ব পালনের জন্য) অর্থিতঃ (প্রার্থিত হইয়া) সাত্বতাং (যাদবগণের) কুলে উদেয়িবান্ (উদিত হইয়াছেন)

সরল বঙ্গানুবাদ—হে সখে আপনি নিশ্চতই যশোদানন্দন নহেন। আপনি অখিল দেহীর অন্তর্দ্রষ্টা। বিশ্বপালনের জন্ত ব্রহ্মার প্রার্থনায় যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়

শ্রীধরস্বামী বলেন—হে সখে আপনি যখন বিশ্বপালনের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই অবস্থায় ভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন অত্যন্ত অনুচিত। হে সখে আপনি নিশ্চতই যশোদানন্দন নহেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধি-সাক্ষী। যদি ইহাতে এই বিতর্ক হয়, বুদ্ধি-সাক্ষীতো দৃশ্যবস্তু নহেন; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালনের জন্ত এই প্রপঞ্চে আপনি মূর্ত্তিমান হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন সুতরাং সকলেরই দৃশ্য হইয়াছেন।

শ্রীমৎ সনাতন গোপী-উক্তিতে বলেন—সখে এই যে তোমার প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্য বিচিত্র ক্রীড়াকারি বর্ত্তমানরূপ, কেবল এইরূপ লইয়া তুমি কেবল বাহিরে বাহিরে ক্রীড়া কর না; তুমি অখিল জীবের অন্তরেও বিদ্যমান। সুতরাং আমাদের এই হৃত্তাপ বৃত্তান্ত তুমি অবশ্যই জান। আমাদের বহু-বর্ণনার কি প্রয়োজন? যদি বল, জানি বটে তোমাদের এই উক্তি সত্য; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি আমি অবসর সময়ে সম্পন্ন করিয়া থাকি। তোমার এই উক্তি আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কেননা তুমি ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভক্তকুলে ভক্তরক্ষার্থ অবতীর্ণ হইয়াছে। ভক্তপালনে তোমার অবসর-অনবসরের বিচার করা চলে না। অনবসরেও ভক্তগণ তোমার প্রতিপাল্য। আমরা তোমার প্রিয়া। আমাদের প্রতি তোমার অবসর-অপেক্ষা অতীব অনুচিত। যদি বল তোমরাতো আমার ভক্তা নও—তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা ভক্তা না হইলেও প্রতিপাল্যাতো

নিশ্চিতই। বিশ্বপালনের জন্যইতো তোমার অবতরণের নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রার্থনা এবং সেই প্রার্থনাতেই তো তোমার অবতরণ। ব্রহ্মা তোমার ভক্ত। তাঁহার প্রার্থনা পরিপূরণ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে আমরা অবশ্যই তোমার প্রতিপাল্যা। এতদ্ব্যতীত তোমার প্রতি আমাদের বিশেষভাব আছে। তুমি আমাদের সখা। সুতরাং আমরা তোমার সবিশেষ প্রতিপাল্যা।

আরও কথা এই যে তুমি অন্তরাত্মদ্রষ্টা হইলেও তুমি কি গোপিকা নন্দন নও? অবশ্যই তুমি গোপিকানন্দন। কেননা ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি সাত্বতকুলে জন্মিয়া গোপীগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছ। সুতরাং আমরাও তোমার নিকটে আনন্দপ্রাপ্তির যোগ্যা।

অথবা অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে,—গোপীরা অত্যন্ত দুঃখে জ্ঞানপক্ষ আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন—নিশ্চয়ই তুমি কারুণ্যাদি গুণরূপলীলা ঐশ্বর্য্যাদি নিজমাধুয্য প্রকটনপরায়ণ গোপিকানন্দন শ্রীকৃষ্ণ নহ কিন্তু নির্ব্বিকার পরমাত্মা, এতদিন পরে তাহা জানিতে পারিলাম। নচেৎ কি তুমি আমাদের এত দুঃখ দেখিয়া স্থির থাকিতে সমর্থ হইতা? আরও কথা এই যে তুমি অবিশ্বগুপ্তির (আকার প্রশ্লেষণ দ্বারা) জন্য অর্থাৎ বিশ্বসংহারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি যে অবতীর্ণ হইয়াছ ইহা সত্য কিন্তু গোপকুলে নয়, যাদবকুলে। গোপকুলে জন্মিলে স্বজাতির দুঃখ-মোচনে অবশ্যই তোমার আগ্রহ হইত।

অন্য আরও একরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে হে সখে (এইরূপ সম্বোধন সোল্লুণ্ঠ ভাবাত্মক,—স্তুতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাদকে অথবা তাদৃশ ব্যাঙ্গোক্তিকে সোল্লুণ্ঠ বলা হয়।) এইরূপ অর্থ করার জন্য সকল পদের পূর্ব্বেই নঞ নির্দ্দেশ করিত হইবে—যেমন সখে—অসখে ইত্যাদি। হে সখে অর্থাৎ হে অসখে—তুমি সর্ব্বভাবেই আমাদের প্রতিকূলাচারী। তুমি যশোদানন্দন

নও। তাহা হইলে তোমার ভক্তবশ্যাদি গুণ থাকিত, আমাদিগকে উপেক্ষা করিতা না। অথবা গোপিকা-নন্দন হইলে সকল গোপীর আনন্দই বর্দ্ধন করিতা, কিন্তু তুমি তাহা নহ। তোমাকে অখিল বিশ্বের অন্তর্দ্রষ্টাও বলা যায় না, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই আমাদের দুঃখ বুঝিতা। ব্রহ্মা তোমাকে বিশ্বপালনের জন্যও প্রার্থনা করিয়া অবতীর্ণ করান নাই তাহা হইলে তুমি অবশ্যই আমাদিগকে রক্ষা করিতা, সাত্বতকুলেও জাত নও, তাহইলে তোমাতে নিরুপাধি কৃপালুতা দৃষ্ট হইত।

আরও একপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে—তুমি সেই সুপ্রসিদ্ধ অখিলান্তরদ্রষ্টা। ব্রহ্মা তোমায় ভক্তকুলে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ তুমি আকাশে উদিত হইয়া আকাশের অসঙ্গত্ব ও উদাসীনত্বাদি গুণ প্রাপ্ত হইয়াছ ; তুমি গোপিকানন্দন নও।

"সখে" পদটীকে সঃ ও খে (আকাশে) এইরূপ অর্থে পদচ্ছেদ করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

আরও একপ্রকার ব্যাখ্যা এই যে বিখনস্ শব্দের অর্থ পিতামহ। তোমার পিতামহ ব্রজবাসিগণের রক্ষার জন্য তোমার অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তুমি গোপকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ সম্প্রতি তাহাদের রক্ষা করা তো দূরের কথা—তাহাদের হৃদয়ের দুঃখ পর্য্যন্ত তুমি জান না। আমাদের হৃদয় অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছ। ইহা তোমার জ্ঞানগোচর হইলে অবশ্যই এই দুঃখ বিনাশ হইত।" নন্দের পিতা তাঁহার বংশে সর্ব্বোত্তম সন্তান হউক—এই উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। ইহাই বৃহৎ তোষণীর ব্যাখ্যার ভাবার্থ।

লঘুতোষণীতে বলা হইয়াছে—গোপীরা জানিতেন যে শ্রীকৃষ্ণ অখিলদেহীর অন্তর্দ্রষ্টা হইয়াও গোপকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে যে

বলা হইয়াছে তুমি গোপিকানন্দন নহ, ইহা কেবল নিজকুলের দৈন্য-প্রদর্শনার্থ।

যদিও গোপিকারা মাধুর্য্য-ভাবময়ী, তাহা হইলেও মুনিজন-মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়া যাচকভাবে নিজাভীষ্ট সাধনের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমৎ সুদর্শন সূরি বলেন—আপনি কেবল গোপিকানন্দন নহেন অখিল দেহীদের অন্তরাত্মা সুতরাং দ্রষ্টাও বটেন অর্থাৎ সত্তাহেতু জ্ঞান-প্রদও বটেন। আপনি অন্তঃপ্রবিষ্ট শুভাশুভ সাক্ষী। শ্রীমদ্‌বীররাঘব বলেন—তুমি জীবের ন্যায় কর্ম্মবশীভূত দেহধারী নও। ব্রহ্মার প্রার্থনায় স্বেচ্ছায় শ্রীবিগ্রহধারী।

শ্রীমদ্‌বিজয়ধ্বজ বলেন—গোপিকাগণ স্বতত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিতেছেন:—আপনি গোপিকাগণের আনন্দবৰ্দ্ধন করেন। গোস্বামী আরও বলেন যিনি সাত্বত কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই গোপিকানন্দন নহেন। (খলু শব্দের নিষেধার্থও আছে।)

শ্রীপাদশ্রীজীব বলেন:—কেহ বলেন, তুমি গোপীসুত, কেহ বলেন তুমি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামী, অপর কেহ বলেন তুমি বিশ্বরক্ষার্থ অবতীর্ণ। এই ত্রিবিধ মত সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমাদের প্রতি তোমার ব্যবহার এই তিন প্রসিদ্ধমত হইতেই ভিন্ন,—ইহা তোমার কি লীলা? হে কৃষ্ণ তুমি গোপিকানন্দন নও, তাহা হইলে স্বজাতীয়াগণের প্রতি তোমার কৃপা থাকিত। তুমি অখিল বিশ্বের অন্তরাত্মাদর্শীও নও, তাহা হইলে আমাদের অন্তরের দুঃখ অবশ্যই তোমার জ্ঞানগোচর হইত। ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বরক্ষার জন্যও তুমি সাত্বতকুলে অবতীর্ণ হও নাই, তাহা হইলে আমাদের রক্ষা করাও তোমার কার্য্যের অন্তর্গত হইত। আমরাও তো বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। তোমার লীলা-কার্য্য অতি অদ্ভুত।

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য বলেন—তুমি জ্ঞানীদিগকে যেমন মোক্ষ দান কর, সেইরূপ আমাদিগকেও আমাদের প্রার্থিত মোক্ষদান কর,—এই মনে করিয়া গোপিকাগণ বলিতেছেন—তোমাকে সকলেই যশোদানন্দন বলিয়া মনে করে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহা যুক্তিযুক্ত নয়, তাহা হইলে স্বজাতীয়গণের প্রতি তোমার কৃপা হইত ; তুমি কেবল বৈকুণ্ঠাধিপতি পুরুষোত্তমও নহ, লোকে তোমায় অখিলপ্রাণীর অন্তর্দ্রষ্টাও বলে, কিন্তু তুমি ইহার কিছুই নও,—পুরুষোত্তম ও অন্তর্দ্রষ্টা হইলে আমাদের হৃদয়ের তাপও বুঝিতে পারিতা।

অনেক বলেন, তুমি বিশ্বরক্ষার্থ ব্রহ্মাদ্বারা প্রার্থিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ, ইচ্ছাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হও নাই। ব্রহ্মা বেদার্থ-বিচারক। তাঁহার প্রার্থনাতেই তুমি অবতীর্ণ। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈখানস মত ভগবদ্ভজন-প্রতিপাদক। সেই প্রণালীর পূজা ভগবান্ গ্রহণ করেন। সকলের পূজা গ্রহণ করাই তোমার উচিত। বিশ্বরক্ষাও তোমার কার্য্য। অপিচ তুমি যখন নিখিল প্রাণীর অন্তর্দ্রষ্টা এবং সর্ব্বজীবের আত্মা, এ অবস্থায় সর্ব্বজীবের প্রতি সখ্যই তোমার অবতীর্ণতার মুখ্য প্রয়োজন। আমরা তোমার নিকটে আত্মনিবেদন করিতেছি আর বিশেষ বক্তব্য কি আছে? তুমি যাহা ভাল মনে কর তাহাই করিও।

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন—ওগো সততঅসমীক্ষভাষিণী গোপালীগণ, থাক্ থাক্ আমি সর্ব্বানন্দকন্দ-নন্দনন্দন। তোমরা কি না আমাকে যা-ইচ্ছা-তাই বলিতেছ—তোমরা ঠিক্ করিয়াছ যে আমি মহাপাতকী, আমি স্ত্রীবধ পাতকী, বিশ্বাসঘাতী। তোমাদের এই বাক্যে আমি এখান হইতে অন্যত্র কোন নির্জ্জনে যাইয়া থাকিব যেন জন্মের মধ্যে তোমরা একটিবারও আমার দর্শন না পাও।"

শ্রীকৃষ্ণের এই ভীষণ বাক্য শ্রবণে গোপবালাগণ নিরতিশয় অনুতপ্তা হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করার জন্য স্তব করিতেছেন—তুমি নিশ্চয়ই গোপিকা নন্দন নও, কিন্তু নিখিল বিশ্বের জীবগণের অন্তরাত্মা অন্তঃকরণ-প্রেরক দ্রষ্টা এবং অন্তর্যামী! ভাগুরি গার্গী ও পৌর্ণমাসী প্রভৃতির মুখে এই-রূপ শুনিয়াছি। তুমি যখন আমাদের অন্তরাত্মার প্রেরক তখন তুমি আমাদের দ্বারা যা-কিছু বলাও, আমরা তাহাই বলি। আমরা গোপবালা, কিবা জানি আর কিবা বুঝি—আমাদের কথায় ক্রোধ করিও না, প্রসন্ন হও। শুনেছি ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বরক্ষার জন্য তুমি যশোদাগর্ভে উদিত হইয়াছ। তুমি বলিতে পার, ভাল যদি এই কথাই জান, তবে এত রুক্ষ কথা বল কেন? তাহার কারণ শুন,—তুমি আমাদের সখা—আমাদিগকে তুমি সৌখ্যরসসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছ।

বিশ্বরক্ষার জন্যই তোমার আবির্ভাব—আমরাও বিশ্বেরই অন্তর্ভূতা—দোষ করিলেও আমরা তোমার রক্ষণীয়া। সুতরাং কৃপা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। অপিচ নিজের প্রেয়সীগণের দুঃখ দেখিতে পশুপক্ষী মনুষ্য রাজা বা দেবতা কেহই সমর্থ নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুমি আমাদের দুঃখ দেখিয়া সুখ পাও। ইহাতে আমাদের মনে সংশয়ের উদয় হয়। শ্রীমতী যশোদা দয়ার সাগর—পরদুঃখ কাতরা; তাঁহার গর্ভে তোমার বোধ হয় জন্ম হয় নাই; তাহা হইলে এত নিষ্ঠুর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার গর্ভে তোমার জন্ম হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না।

তুমি বলিতে পার, যদি তাই মনে কর, তবে আমি কে? আমাদের মনে এই বিতর্কোদয় হয় যে তুমি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামী। তিনি সর্ব্বপ্রাণীর দুঃখ দেখিয়াও অন্তঃসুখে বিরাজ করেন। তুমি হয়তো জীবের সেইরূপ অন্তর্য্যামী। হে উদাসীন শিরোমণে—তোমার আবির্ভাবের যে কারণ কি

তাহাও তো জানি না। শুনিতে পাই ব্রহ্মা স্বসৃষ্টি বিস্তার বাসনায় বিশ্বপালনের জন্য তোমার প্রার্থনা করেন। লোকেরা তোমায় ভক্তি করিয়া মুক্তি পায়। যাহাতে কেহ তোমাকে না জানিতে পারে, এই জন্য তুমি গুপ্তভাব থাক, যেন তোমায় ভক্তি করিয়া কেহ জীবপ্রবাহ-রক্ষণের বাধা না ঘটায়। যাহারা তোমায় ঈশ্বর বলিয়া জানিবে না, জরাসন্ধাদির ন্যায় তাহারা অসুরত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহার ফলে ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি হইবে। এইরূপে ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ফল সিদ্ধির জন্য পরদারসেবা পরদ্রব্য চৌর্য্য মাৎসর্য্য হিংসাদম্ভাদি নিজপ্রতিকূলধর্ম্ম আত্মগোপনের জন্য তুমি নিজেই অঙ্গীকার করিয়া এবং দুস্ত্যজ স্বস্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া সাত্বত্কুলে উদিত হইয়াছ। আমাদের সাহায্য ভিন্ন তো পরদারগ্রহণধর্ম্ম স্বীকার সম্ভবপর হয় না—তাই তুমি আমাদের সখা।" শ্রীমদ্ বিশ্বনাথের এই এই ব্যাখ্যা জয়যুক্ত হউন! অদ্ভুত ব্যাখ্যান-রসিকতা-চাতুর্য্য।

শ্রীমদ্বলদেবের কোনও নূতনত্ব নাই। বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ ও শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া এই পদ্যের ব্যাখ্যা ইহার নামে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীমৎরাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের শ্রীমৎকিশোর প্রাসাদও শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার অতি সামান্য কথা অবলম্বনে এই পদ্যের ব্যাখ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তবে "সখে" পদের অর্থে একটুকু নূতনত্ব আছে। "খ" শব্দের অর্থ শূন্য বা ছিদ্র। ইহার অর্থ এই যে তুমি সছিদ্র অর্থাৎ দোষযুক্ত এবং প্রেমশূন্য।

শ্রীমদ্রামনারায়ণের ব্যাখ্যায় বেদান্তের দিকে একটুকু বেশী লক্ষ্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রথম কথা এই যে তুমি গোপিকানন্দন নহ। গোপিকা পদের অর্থ স্বরূপানন্দাবরিকা মায়া। তুমি মায়াবিলাস-বিবর্দ্ধক নও কিন্তু অখিল দেহীর অন্তরাত্মা ও দৃক্। অন্তঃকরণাগত আভাসের সাক্ষিভাস্যত্বে

তুমি প্রমাতা। সেইজন্য তোমাতে যেমন বহিরাত্মত্ব আছে ; তেমনি তুমি সাক্ষিস্বরূপ হওয়ায় তোমাতে অন্তরাত্মত্বও আছে। অন্তরাত্মত্বের হেতু এই যে তুমি দৃগ্ অর্থাৎ দ্রষ্টা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তু দৃশ্যং দৃষ্টং মানসং দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ, সাক্ষীদৃগেব ন তু দৃশ্যতে। শ্রীভগবদ্গীতাতেও স্বয়ং ভগবান্ বলেন :—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু রিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃপবতস্তু সঃ॥

শ্রুতিও বলেন :—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

সুতরাং তুমি যখন আমাদের অন্তরাত্মা তখন বিচ্ছেদ-বিধান উচিত নহে। তুমি দৃক্ সুতরাং স্বপ্রকাশ,—তোমার পক্ষে আভাণ অনুচিত।

অথবা তুমি অন্তঃকরণ সমূহের দৃক্ অর্থাৎ প্রকাশক। আমাদের দুঃখ জানিয়াও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। তুমি যদি বল যখন যখন তোমরা আমাকে এইরূপ বলিয়াই নির্দ্ধারিত কর, তবে কি প্রকারে আমায় গোপিকা-নন্দন বলিয়া বল। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে জগৎ পালনের জন্য ব্রহ্মা দ্বারা প্রার্থিত হইয়া যাদববংশে তুমি উদিত হইয়াছ, কিন্তু উৎপন্ন [illegible] ইহাই আমরা [illegible]নিয়াছি। তুমি যখন বিশ্বরক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, [illegible]ও [illegible]বিশ্বেরই অন্তর্ভুত—এবং তুমি আমাদের সখা, এ অ[illegible]কে বিরহ-দুঃখে রাখা তোমার কর্ত্তব্য নয়। অথবা এরূপ অ[illegible]তে পারে যে তুমি কেবল গোপিকা-নন্দন নহ অখিল বিশ্বের অন্তরাত্মা ও দ্রষ্টা।

এই ব্যাখ্যাকার শ্রীপাদ সনাতনের ন্যায় এক একটী 'ন'কার সকল

পদের পূর্ব্বে যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ কিছু স্বতনত্ব নাই। ইনি আবার "বিখনস্" শব্দের খননশীল অর্থ করিয়া লিখিয়াছেন, ব্রহ্মা স্বয়ং বিশ্ব প্রলয়-করণে অসমর্থ হইয়া সেই কার্য্য-সাধনের জন্য তোমাকে প্রার্থনা করেন। তুমি যাদব কুলে উদিত হইয়া আজ তোমার শ্রীচরণাশ্রিত অনুরাগিণী ব্রজবালাদিগকে স্ববিরহে নিগত করিতেছ। শাস্ত্র বলেন শ্রীভগবানের পদাশ্রিত জনগনের নিকট হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করে ঃ—

ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি"

আমরা যখন তোমার পদাশ্রিত,তখন মৃত্যু আমাদিপকে নিহত করিতে পারিবে না ইহা নিশ্চয় ; কিন্তু সৃষ্টিসংহারার্থ তুমি যখন ব্রহ্মা দ্বারা প্রার্থিত হইয়া যদুকুলে উদিত হইয়াছ, তখন আমাদিগকে নিহত করাই তোমার কার্য্য। তুমি বিলক্ষণরূপেই জান যে তো[illegible] বিরহেই আমাদের মরণ হইবে।

ইনি এই পদ্যের ব্যাখ্যায় স্বকীয়াবাদের পোষকতায় লিখিয়াছেন,আমরা তোমার বিবাহিতা পত্নী পতিম্মন্যমান জনগণের অন্তরাত্মাও তুমি ; সুতরাং আমাদিগকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত নয়।

শ্রীমদ্ ধনপতি সূরিকৃত ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে তুমি যশোদা নন্দন নও কিন্তু সর্ব্বপ্রাণীর যে অন্তরাত্মা তুমি তাহার সা[illegible] ; তুমি অন্তর্য্যামী ; ব্রহ্মার প্রার্থনায় যাদব কুলে উ[illegible] হইয়াছ [illegible] তোমরা জানিয়া শুনিয়াও আমাকে স্ত্রীবধ-পাতকী প্র[illegible] কটূক্তি কর ? আমি এখানে থাকিব না আর কখন তোমরা [illegible] দেখিতে পাইবে না।" তুমি একথা বলিতে পার না কেননা তুমি আমাদের সখা আমাদের ঐ উক্তি করুণোদ্দীপকা কিন্তু ঐ বাক্য কোন দোষাবহ নহে, বিশেষত

এই বিশ্বরক্ষণের জন্যই তোমার প্রাদুর্ভাব,—তাহার উপরে আমরা আবার তোমার সখী, আমাদিগকে উপেক্ষা করা কোনমতেই তোমার কর্ত্তব্য নহে।

অনভিজ্ঞতা পক্ষে ব্যাখ্যা, তোমার সামর্থ্য অলৌকিক কালিয়মর্দ্দনাদি লোকোত্তর শক্তি দেখিয়া আমাদের সংশয় হইয়াছে তুমি অল্পবলা যশোদানন্দন নহ কিন্তু সকল দেহীর অন্তরাত্মদ্রষ্টা; কেবল ব্রহ্মার প্রার্থনায় জগৎ-পালনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার পক্ষে জন্ম অসম্ভব। তুমি যখন সর্ব্বপালনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ তখন এই সখীদিগকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। আমরা গর্ব্ব করিয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দাও।

মানিনী পক্ষে ব্যাখ্যা:—হে নির্দয়-শিরোমণে, তুমি করুণাহীন। তুমি তোমার প্রেয়সীগণের দুঃখ দেখিয়াও দুঃখিত হইতেছ না তুমি নিশ্চয়ই মূর্ত্তিমতী করুণাস্বরূপিণী শ্রীমতী যশোদানন্দন নও; তুমি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্যামী। তুমি দুঃখিগণের দুঃখ দেখিয়াও সর্ব্বজনের অন্তঃকরণে সুখে বাস করিতেছ।"

নিবৃত্তিপক্ষে ব্যাখ্যা:—আপনি অখিল দেহীদের অন্তরাত্মদৃক্। আমরা গোপী অর্থাৎ শ্রুতি। আপনি আমাদের আনন্দজনক "যো বি জ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানমন্তর্যোয়ময়তি যো বিজ্ঞানং বেদৈষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত" ইতি শ্রুতেঃ। বিখনা অর্থাৎ বেদার্থবিচারী বিদ্বান্ দ্বারা প্রার্থিত হইয়া নিখিল বিশ্বের কার্য্যকারণসংঘাতের রক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়গণ সহ তত্ত্ববান্‌গণের মনে আপনি উদিত হন এবিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ এই যে—

"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি—

অপরেয়-মিত-স্বন্যাং প্রকৃতিঃ বিদ্ধি মেঃ পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যযেদং ধর্য্যতে জগৎ॥

ইতি-শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাম্॥

শ্রীশুকদেবের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে আপনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বেশ্বর ; অন্যান্য ব্যক্তিগণের যেমন অধিকারানুসারে ফল প্রদান করেন, সেইরূপ আমাদেরও মনোরথ পূরণ করুন। আপনি কি গোপিকানন্দন নহেন—নিশ্চিতই গোপিকানন্দন। আপনি কি ব্রহ্মা দ্বারা প্রার্থিত হইয়া যাদবকুলে অবতীর্ণ হন নাই, অবশ্যই উদিত হইয়াছেন। এইরূপ আপনি অখিলপ্রাণীর অন্তরাত্মা দ্রষ্টা বটেন। সুতরাং আমাদের মনোরথ-পূরণ আপনার পক্ষে গুরুতরভার কি ?

শ্রীমৎশ্রীনাথ পণ্ডিত বলেন—তুমি গোপিকানন্দনই বট, এই নিমিত্ত তুমি গোপ। সুতরাং আমাদের দুঃখ বুঝিতে পার না। শাস্ত্রকারগণ যে "তোমায় অখিল দেহীর অন্তরাত্মদৃক্ বা ব্রহ্মা দ্বারা প্রার্থিত হইয়া বিশ্বরক্ষণের জন্য সাত্বতকুলে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ" ইত্যাদি বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে তাহা হইলে তুমি আমাদের দুঃখ অবশ্যই জানিতে সমর্থ হইতা। পরদুঃখাভিজ্ঞতা গুণ থাকিত এবং বিশ্বান্তর্ব্বর্ত্তিনী যে আমরা আমাদেরও রক্ষা করিতা। যদি বল, হে গোপীগণ তোমরা বিপরীত কথা বলিতেছ, আমি অখিলান্তদৃক এবং বিশ্বরক্ষক। যদি তাই হও, তবে সেইরূপ কার্য্যই কর ; আমাদিগকে অভয় দাও—ইত্যাদিরূপে পদ্যের অর্থ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

হেমাদ্রি বিশেষ কিছুই বলেন নাই, কেবল এই পদ্যের চতুষ্পাদেই যে দ্বিতীয় বর্ণ "খ"কার আছে তাহাই দেখাইয়াছেন।

ব্যাকরণ সাধনাসহ পদ-পদার্থ ব্যাখ্যা।

ন—এই পদটিকে ব্যাখ্যাকারগণ নানবিধ প্রকারে অন্যান্য বাক্যের সহ যোগ করিয়া অর্থ করিয়াছেন। কখনও বা সহজভাবে, কখনও বা প্রশ্নভাবে কখনো বা বক্রোক্তিতে, কখনও বা একবাক্যে কখনও বা

প্রত্যেক বাক্যের সঙ্গে প্রযুক্ত করিয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাপাঠে তাহা দৃষ্ট হইবে।

খলু—এটি অব্যয় পদ। ইহার বহুবিধ অর্থ করা হইয়াছে। কখনও বা নিশ্চিতার্থে কথনওবা নিষেধার্থে কখনওবা বিতর্কে কখনবা প্রতিষেধে খনৃক্তেৎত্বিবং।

"নিষেধে বাগলঙ্কারে বীপ্সনে হন্ননয়ে খলু"

নিষেধে, বাগলঙ্কারে, বীপ্সায় ও অনুনয়ে—খলু শব্দের প্রয়োগ হয়। অপিচ "অলং খল্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচাংক্তেতি ত্বা যোগ আক্ষেপাধিক ঃ।

... ... খলুস্যান্নিশ্চিতোঽব্যয়ং।

নিষেধে বাক্যালঙ্কারে জিজ্ঞাসায়াঞ্চ সান্ত্বনে।

পদবাক্যাদি-পূর্ত্তৌ চানুনয়ে খলুবোধকঃ॥

ইত্যাদি বিবিধ অর্থাবলম্বনে এই পদ্যের খলু শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

গোপিকানন্দনঃ—যশোদানন্দন, গোপিকাগণের আনন্দবর্দ্ধন, গোপিকা শব্দের মায়া অর্থ করিয়া গোপিকানন্দন পদের অর্থ মায়ার বিস্তার সাধক এইরূপ অর্থ করিয়া শ্রীরামনারায়ণ লিখিয়াছেন আপনি স্বরূপানন্দবারিকা মায়ার বিস্তারক নহেন।

ভবান্—আপনি।

অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্—অখিল দেহিগণের অন্তরাত্মার দ্রষ্টা, অথবা অখিলদেহিগণের অন্তরাত্মা, অন্তর্যামী ও দৃক্ অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ। দৃক্ কর্ত্তরি ক্বিপ্ অন্তঃপ্রবিষ্ট শুভাশুভসাক্ষী।

বিখনসা—বিখনস্ ব্রহ্মা—তৃতীয়া বিভক্তির এক বচনে—বিখনসা পদ হইয়াছে। বিশেষেণ খনতি ইতি বিখনাঃ—সর্ব্বথা বেদার্থবিধায়কঃ এইরূপ ব্যুৎপাদনে 'বৈখানস' পদেরও উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীবল্লভাচার্য্য

বলেন—বৈখানসম তটি ভগবদ্ভজন-প্রতিপাদক। শ্রীরামনারায়ণ বলেন—খন্‌ধাতোঃ অস্‌ প্রত্যয় ব্যুৎপন্নেন বিশেষতঃ খননশীলেন স্বয়ং খনিতুমশক্তেন ইত্যাদিরূপে অর্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং খনন (সংহার) করিতে অসমর্থ এতাদৃশ বিখনা দ্বারা (ব্রহ্মাদ্বারা) প্রার্থিত হইয়া তুমি সৃষ্টি-সংহারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছ।

শ্রীপাদ সনাতন বিখনাঃ" পদের অপর অর্থ করিয়াছেন পিতামহ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ (নন্দের পিতা)। নন্দের পিতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—আমার বংশে যেন একটি সর্ব্বোত্তম সন্তান হয়—(ব্রজেন্দ্র-পিত্রা সর্ব্বোত্তম সন্তানার্থং বিষ্ণুরারাধিত ইতি প্রসিদ্ধঃ।)

অর্থিতঃ—প্রার্থিত।

বিশ্বগুপ্তয়ে—বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত। শ্রীরামনারায়ণ ইহার একটী বিপরীত অর্থও দিয়াছেন। তিনি বলেন বিশ্বগোপনের জন্য অর্থাৎ বিশ্ব-সংহারের জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। ধাতুগণপাঠে দিবাদিগণীয় গুপ-ধাতুর অর্থ ব্যাকুলত্ব চুরাদি গণীয়ে ভাসার্থ, ক্ষীরস্বামী বলেন ভাসাদীপ্তি, এইটি অকর্ম্মক। ভ্বাদি গণীয়ে গোপনে ও ঘৃণাকরণে ইত্যাদি বিবিধ অর্থে এই ধাতুর প্রয়োগ আছে।

সখে—এই পদটি সাধারণতঃ সখি শব্দের সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়। ইহার পূর্ব্বে নঞ প্রয়োগে অসখে অর্থেও কোন কোন ব্যাখ্যাকার অর্থ বৈচিত্রী দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন বলেন সঃ প্রসিদ্ধঃ ভবান্‌ খলু খে আকাশ এব উদেয়িবান্‌—ইত্যাকাশগুণত্বেন সঙ্গৌদাসীন্যত্বাদ্‌ ভবান্‌ গোপিকা নন্দনো ন ভবতীতি। অর্থাৎ সেই সুপ্রসিদ্ধ আপনি, আকাশে উদিত হইয়া আকাশের অসঙ্গ ও ঔদাসীন্যগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন আপনি গোপিকানন্দন নহেন।

শ্রীমৎকিশোর প্রসাদ একটা নূতন অর্থ দিয়াছেন (স-সহিত) ও খ

(আকাশ, শূন্য, ছিদ্র ইত্যাদি) অর্থাৎ ছিদ্রের সহিত বর্ত্তমান যিনি তিনি সখ সুতরাং সখে সচ্ছিদ্রে, প্রেম শূন্যে সাত্বত কুলে আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

উদেয়িবান্—উদিত হইয়াছেন। (উৎ+ই+ক্বসু)

সাত্বতাং কুলে—যদুকুলে, নিষ্ঠুরকংশকুলে বা ভক্তগোপকুলে। ইত্যাদি।

(৫)

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ।৫

সংক্ষিপ্ত সানুবাদ অন্বয়—হে বৃষ্ণিধুর্য্য, কান্ত, সংসৃতের্ভয়াৎ (সংসার ভয় হইতে) (তোমার) চরণমীয়ুষাং (চরণপ্রাপ্তগণের) বিরচিতাভয়ং (অভয়প্রদায়ক) কামদং (অভীষ্টদ) শ্রীকরগ্রহং (লক্ষ্মীকরগ্রহ) করসরোরুহং (করকমল) নঃ (আমাদের) শিরসি (মস্তকে) ধেহি (প্রদান কর।)

সরল বঙ্গানুবাদ—হে ব্রজরাজ কুলতিলক,—হে! কান্ত, সংসারের ভয়ে ভীত তোমার চরণে-শরণাগত প্রাণিগণের অভয়প্রদ অভীষ্টপ্রদ শ্রীলক্ষ্মী দেবীর করগ্রহণশীল তোমার কর-কমল আমাদের মস্তকে প্রদান কর।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়।

শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা মর্ম্ম এই যে—আমরা তোমার ভক্ত আমাদের এই প্রার্থনা-চতুষ্টয় তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রথমপ্রার্থনা এই যে তোমার শ্রীহস্ত আমাদের মাথায় দাও। যাহারা সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া

তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করে, তুমি তাহাদিগকে অভয় প্রদান কর। তোমার শ্রীহস্ত অভীষ্টপ্রদ এবং লক্ষ্মীর করগ্রাহী।

শ্রীমৎ সনাতনের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে :—এস্থলে বিরচিতাভয় পদের অর্থ মোক্ষপ্রদত্ব, কাম শব্দে অর্থীদিগের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদত্ব ও ত্রিবর্গদত্ব ও ভক্তিদত্ব বুঝায়। শ্রীকরগ্রহ পদে প্রেমদ্বারা প্রিয়জনবশ্যত্ব ও রসিকত্ব বুঝায় ; ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে।

"সরোরুহ" এই রূপক শব্দ দ্বারা সহজশীতলমধুরত্বাদি গুণ বুঝায় ; উহা স্বতঃই ফলদায়ক। সুতরাং তুমি তোমার তাদৃশ শ্রীকর আমাদের মস্তকে দান কর। তুমি তোমার ঐ শ্রীকর আমাদের মাথায় দিলে আমাদের ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ সিদ্ধ হইবে। তদ্ব্যতীত আমরা তোমার ঐ শ্রীকরের স্বভাব শীতল মধুর গুণে সর্ব্ব সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হইব।

এখানে যে মোক্ষের কথা বলা হইল, তাহার অর্থ এই যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে প্রেমসম্পৎ বৃদ্ধি হয়, এবং বিবিধ সংসার-দুঃখ-পরম্পরা নিবৃত্তি হয় ইহাই বুঝিতে হইবে। ত্রিবর্গ পদের তাৎপর্য্য এই যে উহা প্রেমসাধনের উপযোগিনী ভক্তি। অন্যান্য বিষয় ভক্তগণের উপেক্ষ্য। স্ব সিদ্ধান্ত মতে এই সকল প্রয়োজন। শ্রীগোপীদের মতে মস্তকে হস্ত ধারণই পরম ফল।

বৃষ্ণিধূর্য্য, পদের একটি অর্থ, ইন্দ্রদমনে সমর্থ। কিন্তু এস্থলে কৃপাকরণ-সামর্থ্যই দর্শিত হইয়াছে। অথবা এই অর্থও হইতে পারে যে, নিজের অশেষগুণমাধুরীপ্রকটনের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ।

এস্থলে যে সরোরুহ শব্দের রূপক দেওয়া হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে পদ্ম স্বভাবতঃই সুশীতল। ইহাতে তাপহারিত্ব দ্বারা দুঃখ নাশ ও সুখদান প্রভৃতি সর্ব্বার্থপ্রদত্ব, সহজশীতলাদি গুণ ধ্বনিত হইয়াছে। ইহা হইতে পরম ফলত্ব প্রদর্শিত হইরাছে। বিরচিতাভয়—পদের অর্থ এই যে যাহারা সংসার ভয়ে সর্ব্বদা ভীত, তাহাদের পক্ষে তোমার ঐ শ্রীকর সর্ব্বদা অভয়-

প্রদ। কিন্তু গোপীদের তো সংসার ভয় নাই, তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহই মহাভয়। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে তাহাদের যেন আর বিরহভয় না হয়। তাঁহারা বলেন তোমার শ্রীহস্ত কান্ত ও কামদ। তোমার যে শ্রীকর নানাবিধ ঐশ্বর্য্যরেখা দ্বারা পরিশোভিত, তোমার সেই শ্রীকর আমাদের মস্তকে অর্পণ কর। আমরা তোমার ঐশ্বর্য্য চাহিনা, কেবল কর স্পর্শ মাত্র কামনা করি। তোমার শ্রীকরের আরও গুণ এই যে যাহারা সংসারভয়ভীত, এবং তোমার শ্রীচরণে শরণাপন্ন তাহাদের রিপুনাশের জন্য তোমার শ্রীকর অভয় দান করে; তোমার এতাদৃশ শ্রীকর আমাদের মস্তকে প্রদান কর। আমাদের আর কোন সংসার ভয় নাই—আর কোন রিপুও নাই—কেবল তোমার বিরহই আমাদের মহারিপু ও মহাভয়। তোমার শ্রীকর আমাদিগের মাথায় দিয়া এই অভয় দান কর যেন আমাদের আর তোমার বিরহ-ভয়ে ভীত না হইতে হয়। তুমি বৃষ্ণিধূর্য্য অর্থাৎ ব্রজরাজ-কুলতিলক। রাজার কার্য্য ভয় নাশ করা। আমাদের বিরহ-ভয় নষ্ট হইলেই সর্ব্ব সম্পৎ-লাভ হইবে; অন্যান্য সম্পৎ উহার আনুষঙ্গিক। আমরা স্বভাবতঃই তোমার পাল্যা সুতরাং আমাদিগকে উপেক্ষা করিও না।

শ্রীমৎ সুদর্শন, বীররাঘব ও বিজয়ধ্বজ এই পদ্যের ব্যাখ্যায় বিশেষ কিছুই বলেন নাই। শ্রীপাদ শ্রীজীব বলেন বৃষ্ণিধুর্য্য সম্বোধনটি পূর্ব্ব পদ্যের বিশ্বগুপ্তিসূচক। বিশ্বগুপ্তিপরায়ণ তুমি বিশ্ব-রক্ষার জন্য সাত্বত কুলে অবতীর্ণ হইয়াছ, আমরাও তো বিশ্বান্তর্গত, আমাদিগকে রক্ষা করাও তোমার কার্য্য। কি প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে তাহারই প্রকার জানাইতেছি—হে কান্ত, তোমার করকমল আমাদের মস্তকে প্রদান কর, তাহা হইলেই আমাদের মৃতদেহে প্রাণ আসিবে। যাহারা সংসার-ভয়ভীত হইয়া তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করে, তোমার ঐ হস্ত তাহাদের জন্য অভয়

বিধান করেন, লক্ষ্মীও তোমার করগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীর তোমার ঐ করগ্রহণ মাত্রই প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে কিন্তু উহা কামদ—সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ।

শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে গোপীগণ বলিতেছেন—হে সখে তোমার বিরহে আমাদের হৃদয় স্ফুটিত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ বিরহসন্তাপদগ্ধ হইতেছে। তোমার ঐ কমলের ন্যায় সুশীল শ্রীকর আমাদের মাথায় দাও, তাহাতে সর্ব্বসন্তাপ-নিবৃত্তি হইবে। কমল স্বভাবতঃই শীতল, তাহার উপরে উহা সরোবর-জাত। তোমার হস্তই সরোবর ও সরসিজাত পদ্মের স্থান; উত্তোলনে উহার রসালতার নাশ হইবে না; যেখানকার বস্তু সেইখানেই থাকিবে। জলজাত পদ্ম ডাঁটা হইতে ছিড়িয়া আনিলে তাহার সরসতা কমিয়া যায় কিন্তু তোমার করকমল সম্বন্ধে সে আশঙ্কা নাই। আমাদের মস্তকে তোমার হস্ত স্থাপিত হইলে কেবল যে আমাদের তাপ দূরীভূত হইবে তাহা নহে, আমাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

যদি বল শ্রীভগবান্-পুরুষোত্তম,—যোগিগণেরও ধ্যেয়বস্তু—তাঁহার পক্ষে স্ত্রীস্পর্শ কিরূপে সম্ভবপর হইবে—এই আশঙ্কা আমাদের মনে স্থান পায় না। কেন না তুমি তো নারায়ণরূপে লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছ। তুমি তো গৃহস্থ। তুমি লক্ষ্মীদেবীর করগ্রহণ করিয়াছ আমাদের মাথায় হস্ত দেওয়ায় আর এমন কি অন্যায় হইবে? যদি বল লক্ষ্মীদেবীর সহিত তো বিধিব্যবস্থানুসারে আমার বিবাহ হইয়াছে, তিনি বিবাহিতা পত্নী; তোমরা পরস্ত্রী, তোমাদিগকে কিরূপে স্পর্শ করিব?" তোমার একথায় যুক্তি নাই কেননা ভবভয়ে ভীত হইয়া যাহারা তোমার শরণ গ্রহণ করে, তোমার ঐ শ্রীকর তাহাদের অভয় দান করে। যেমন বিবাহে একটা বিধি আছে, শরণাগত পালনেও তেমনি বিধি আছে;

বরং শরণাগত রক্ষার বিধি তাহা অপেক্ষাও মহান্ ও বলবান্। বিবাহ-বিধি সাধারণ বিধি, কিন্তু শরণাগত-রক্ষণ বিশেষ বিধি।

যদি বল পরস্ত্রী-স্পর্শ শাস্ত্রনিষিদ্ধ; তোমার এই যুক্তিও আমাদের গ্রাহ্য নহে, যেহেতু তুমি বৃষ্ণিধুর্য্য,—যদুকুল প্রবীর। বৃষ্ণি নিজে যদুবংশোদ্ভব ও বহু স্ত্রীর পতি। তুমি সেই বৃষ্ণি বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আমরা সংসারের-ভয়ে তোমার শরণাগতা। সংসার স্বভাবতঃ দুষ্ট নহে---কিন্তু অসহ্য দুঃখের হেতু। আমরা বহুদুঃখে দুঃখিতা হইয়া তোমার শরণাপন্না হইয়াছি, তুমি বহুদুঃখ হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছ। সুতরাং তুমি নির্ভয়তা দিয়াছ। বিশেষতঃ তুমি আমাদের কান্ত-বোধ-হেতু ভর্ত্তা। আমাদের ব্রত স্মরণ করিয়া বাঞ্ছা পূর্ণ কর।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিতেছেন, হে প্রিয়ভাষিণীগণ, তোমাদের প্রণয়-কোপোক্তি-পীযুষ-পানার্থ অন্তর্হিত হইয়া ছিলাম এখন সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে; তোমরা যথেষ্ট বর প্রার্থনা কর। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সম্ভাষিতপ্রসাদ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গোপবালাগণ পৃথক্ পৃথক্ অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন—হে নিজকুলকমল-প্রভাকর, আমাদের মস্তকে কর-কমল প্রদান কর। হে কামদ আমরা কামশর-প্রহার ভয়ে তোমার শরণাগতা। তুমি কামদ হইয়াও কাম-খণ্ডনকারী। তোমার যে শ্রীকর, সংসার-ভয় ভীত শরণাগত-রক্ষণে সমর্থ, সেই শ্রীকর কাম-ভয় হইতে রক্ষণে অবশ্যই সমর্থ হইবে, ইহাতে আবার সবিশেষ আয়াস কি?

যদি বল, তাহা হইলে আমি আমার শ্রীকর তোমাদের মস্তকে প্রদান না করিয়া তোমাদের বক্ষে প্রদান করিব, আমার তাদৃশী ইচ্ছাও আছে।" আমরা এখন তাহাতে সম্মত নহি, লক্ষ্মী যেমন কর যুগলে কর-ধারণ করিয়া তাঁহার বক্ষে তোমার করস্পর্শে বাধা দান করেন আমাদেরও সেইরূপ অভি-প্রায়। সুতরাং তুমি আমাদের মস্তকেই এক্ষণে তোমার শ্রীকর প্রদান কর।

শ্রীমদ্‌বলদেবের ব্যাখ্যান বিশ্বনাথেরই ভাষান্তরমাত্র, উহার কোনও নূতনত্ব নাই। শ্রীমদ্ কিশোর প্রসাদ বলেন পরকীয়াভিমানিনী ব্রজবালা-গণ কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য অবলম্বন করিয়া চারিটি পদ্যে মনোরথ প্রার্থনা করি-তেছেন ; ইঁহাদের আশা এইরূপ :—হে প্রাণনাথ, যদি আপনি আমাদের জীবনের নিয়ামক হন, তবে আমাদের প্রার্থনা সত্বরে সম্পাদন করুন, আমরা আপনাতেই জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি। যদি মনে করেন আপনি ঈশ্বর, তাহা হইলে আমরা আপনার একান্ত ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আর যদি আমাদিগকে দেখিবেন না বলিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে সে প্রতিজ্ঞা বাঞ্ছাকল্পতরুর পক্ষে সম্ভাবিত নয়। প্রতিজ্ঞা-বাক্য স্থির রাখিয়া অন্য ভাবে বাঞ্ছা পূর্ণ করাও সম্ভবপর হইতে পারে। সাবিত্রী-ধর্ম্মরাজাখ্যানে ইহার উদাহরণ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মরাজ বলেন তোমার পতির জীবন ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার কামনা আমি পূর্ণ করিব। ধর্ম্মরাজের এই বাক্যে সাবিত্রী বলেন আমি সত্যবানের ঔরসে শতপুত্র প্রার্থনা করি। ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর সে প্রার্থনা সিদ্ধ করিয়াছিলেন। আপনিও তাদৃশ ভাবে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আপনি সংসার-ভয়-ভীত শরণাগত জনগণের অভয় বিধান করেন। (শ্রুতি বলেন—অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোঽসিতি") ইহাই মোক্ষদত্ব। আপনার শ্রীকর,—কামদ—উহা ত্রিবর্গপ্রদ। ইনিও শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যাবলম্বনে বলেন নির্ব্বিঘ্ন প্রেম-সমৃদ্ধির জন্য বিবিধ দুঃখপরম্পরা-নিবৃত্তিই মোক্ষ। ভক্তিসাধনোপযোগি উপায়-নিবহ,—ত্রিবর্গ। শ্রীকরগ্রহ পদের তাৎপর্য্য প্রেমদ্বারা প্রিয়জন-বশ্যত্ব বা রসিকত্ব ; অথবা সের্ষ্যযুক্ত উক্তি বিশেষ যথা :—

লক্ষ্মীবন্তো ন জানন্তি প্রায়েণ পরবেদনাম্।
শেষে ধরাভারাক্রান্তে শেতে নারায়ণঃ সুখম্॥

লক্ষ্মীবান্ ব্যক্তিরা প্রায়শই পরবেদনা জানেন না। ধরাভারাক্রান্ত শেষ নাগের উপরে নারায়ণ সুখে শয়ন করেন।

এই অভিজ্ঞান-উক্তি দ্বারা জানা যায় যে, সেই লক্ষ্মীদেবীর সংসর্গ দোষেই আপনি আমাদের দুঃখ বুঝিতে পারেন না। অথবা ইহার বিপরীত অর্থও হইতে পারে। গোপীগণ সাকূতাভিধানে বলিতেছেন হে শ্রীকরগ্রাহিন্ আপনি অবশ্যই আমাদের দুঃখ বুঝিতে পারেন, কেন না :—

ধনবন্তো হি জানন্তি করুণাঃ পরবেদনাম্।
শ্রীদামানং বাসুদেব শ্চকার ধনদোপমম্॥

অর্থাৎ ধনবানেরা পরবেদনা ও করুণা জানেন কেননা শ্রীবাসুদেব শ্রীদাম বিপ্রকে কুবেরের ন্যায় ধনী করিয়াছিলেন।

এই পদ্যে যে সরোরুহ পদটি হস্তের রূপক রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে শীতলত্ব ও মধুরত্ব সূচিত হইয়াছে; গোপীগণ প্রেমোন্মাদে শ্রীকৃষ্ণ-গুণ বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে সাধনসিদ্ধাগণ মুনিবর্গ ও শ্রুতি হইতে সমুদ্ভূতা। ইহারা পূর্ব্বজন্ম সংস্কার বশতঃ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমোন্মাদিনী সুতরাং ইহাদের কোনও বাক্য রস-বিরুদ্ধ নহে।

শ্রীরামনারায়ণের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণিত ও স্বভাবানুরোধে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে "কান্ত" সম্বোধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুস্ত্রীবিশিষ্ট, এই ভাবপ্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে বৃষ্ণিধুর্য্য বলা হইয়াছে। যদুবংশ হইতে বৃষ্ণির উদ্ভব। বৃষ্ণি ও শশবিন্দু প্রভৃতি বহুস্ত্রীক। ব্রজবালা বলিতেছেন, তুমি সেই বৃষ্ণিবংশ-পরম্পরাগত, তোমার পক্ষে বহুস্ত্রী বিশিষ্টতা দোষাবহ নহে, বরং বংশোচিত গুণই বটে অথবা কামবর্ষি-গণের (সুরতি-লতা সেচকগণের) মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তোমার হস্ত পদ্মের ন্যায় সুগন্ধি, সুশীতল, তাপোপশমক ও আহ্লাদজনক। এতাদৃশ করকমল আমাদের মস্তকে প্রদান কর।

এই পদ্যে "শ্রীকর গ্রহ" পদটি এক বচন। যদি বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে গোপীগণের শিরে কর ধারণ করুন, ইহাই তাহাদের প্রার্থিত ; তাহাতে দোষ এই যে গোপীগণের সংখ্যা বহু। ক্রমিক কর-ধারণে কাল-বিলম্ব অবশ্যম্ভাবি। বিরহব্যাকুলদের পক্ষে সে বিলম্ব অসহ্য। তিনি একই সময়ে সকলের শিরে হস্ত প্রদান করুন, ইহাই তাহাদের অভিবাঞ্ছিত। তাহা হইলে কর শব্দের বহু বচনই প্রযোজ্য, ইহাই মনে করিয়া লইতে হইবে। এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না, কেন না শ্রুতি বলেন, "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তাহার বিভুত্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধই আছে।

অপিচ গোপী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ তুমি যদি বল বহুকামিনীগণের কাম-তাপোপশমে আমার শক্তি কোথায়, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে তুমি জগতের অসংখ্য লোকের ত্রিতাপপ্রশমনের জন্য অভয়দ কর ধারণ করিয়াছ। অপিচ তুমি কামদ। তুমি কামের তাপ-খণ্ডনে অতি অসমর্থ। তোমার করের পঞ্চাঙ্গুলির পঞ্চ শিরই শশিমৌলি মহাদেবের ন্যায় পরিশোভিত, প্রত্যেক নখই,—চন্দ্রসদৃশ। তোমার অঙ্গুলি গুলিই মহাদেবের ন্যায় স্মরহর রূপে বিরাজমান। তোমার তাদৃশ করের পক্ষে কামজ্বর-হরণ অতি দুষ্কর কার্য্য নয়।

যদি বল আমি সংসার-ভয়-ভীত পরমহংসগণের ধ্যেয় ; আমার পক্ষে কামিনী-স্পর্শ শোভনীয় নহে, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে তুমি কেবল তাহাই নহ, কামদও বট। কেবল অপবর্গপ্রদ নও, তুমি সর্ব্ব-কামপ্রদ। কামতাপ ও সংসার তাপ,—এই উভয়বিধ তাপ-হরণেই তোমার সামর্থ্য আছে। অতএব তোমার লীলা-বিহার পরমহংসগণেরও ধ্যেয়। তাই কবি বলেন :—

চৌরো যো নবনীতস্য জারো বল্লবযোষিতাম্।
ধ্যেয়ঃ সদৈব সাধুনাং চৌরজারশিরোমণিঃ॥

নবনী চুরি ঘরে ঘরে করি যেই সদা ফিরে
গোপীকার মন চুরি করে অনুক্ষণ।
চৌর জার-শিরোমণি ধূর্ত্ততায় মহাধনী
সাধুজন-ধ্যেয় সেই গোপিকারঞ্জন ॥

শ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে ॥

আমাতে যাহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কামের আর কামত্ব থাকে না, উহা প্রেমে পরিণত হয়; ধান্য কথিত ও ভর্জ্জিত হইলে আর উহার বীজত্ব থাকে না।"

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং ইতি যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি পাণ্ডব ॥

হে অর্জ্জুন যিনি তত্ত্বত আমার জন্ম কর্ম্ম লীলা প্রভৃতি দিব্য বলিয়া জানেন, দেহত্যাগের পর আর তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বকামদ-শক্ত্যাশ্রয়ত্ব বিদ্যমান, এমন কি লক্ষ্মী পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীকর গ্রহণ করেন। "সংসৃতের্ভয়াৎ চরণ মীয়ুষাং" বাক্যের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা এই যে তুমি যখন কণ্টককঙ্করপূর্ণ ব্রজপথে ঐ কমল-কোমল চরণে (সংসৃতেঃ) গমনাগমন কর, তখন মনে বড় ভয় হয়, এই জন্য আমরা তোমার চরণ প্রাপ্তির প্রার্থনা করি, আমাদের বিরহতাপ অপেক্ষাও তোমার চরণে যাতনার ভয়ে ভীত হই, সে ভয় আমাদের পক্ষে দুঃসহ। যাহাতে আমাদের সে ভয় না হয় এই জন্য অভয় দাও।

তুমি আমাদের কান্ত—তোমাতে সর্ব্বকামাদি সুখের পর্য্যবসান (কানাং কামাদিসর্ব্ব সুখানাং অন্তং পর্য্যবসানং যস্মিন্)। হে কামদ কান্ত, তুমি তোমার শ্রীকর আমাদের মস্তকে অর্পণ কর ইত্যাদি।

শ্রীমৎ বনপতি সুধির ব্যাখ্যার প্রথমাংশ শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্যের ব্যাখ্যারই অনুকরণ। ইহার মধ্যে নূতনত্ব টুকু এই যে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন তোমাদের তো পতি আছে, আমি আবার তোমাদের পতি কি রূপে? গোপিকা প্রত্যুত্তরে, বলিতেছেন শ্রীপতি বলিলে যেমন লক্ষ্মীর মায়িকরূপ সুবর্ণাদির মালিককেও বুঝায় কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্মীপতিকে বুঝায় না, সেইরূপ তুমি যে পতির কথা বলিতেছ তাহারা মায়িক পতি, প্রকৃত পতি নহে, তুমিই আমাদের মুখ্য পতি।

অনভিজ্ঞা পক্ষে—গোপীরা মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিতেছেন তোমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমার নিজকে তৎসামর্থ্যযুক্ত মনে করিয়া আমি প্রকটিত হইতেছি। শ্রীকৃষ্ণের এই অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া গোপীরা বলিতেছেন, হে কান্ত তোমার করপদ্ম আমাদের মাথায় দাও; উহা কাম-বাণ-জ্বালা-প্রশমক এবং উদ্দীপকও বটে। আরও কথা এই যে আমরা তোমার জন্য বেদাদিবিহিত সৎপথ উল্লঙ্ঘন করিয়াছি। তাহা ভক্তি-জনক হইলেও ভীতি-জনক, ভীতিজনক হইলেও তোমার শরণাগত হইয়াছি বলিয়া আমাদের তাহাতে ভয় নাই। ইন্দ্রাদিও তোমার নিকট পরাস্ত থাকেন, এ অবস্থায় নির্ভয়ে আমরা তোমার শরণাগত, সৎপথ ত্যাগ করার জন্য কোনও ভয়ের কারণ নাই।

সর্ব্বং বলবতাং পথ্যং সর্ব্বং বলবতাং শুচিঃ।
সর্ব্বং বলবতাং ধর্ম্মঃ সর্ব্বং বলবতাং স্বকম্॥

বলবান্ জনগণের পক্ষে সকলই পথ্য, সকলই শুচি সকলই ধর্ম্ম এবং তাহাদের পক্ষে সকলই নিজস্ব। সুতরাং তোমার শরণ গ্রহণ করিতে

যাইয়া আমরা যে সৎপথ লঙ্ঘন করিয়াছি, তাহাতে আমাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই। (এস্থলে সর্ব্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য গীতার এই শ্রীমুখোক্তিও প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য)।

মানিনী-পক্ষে—তুমি যখন ক্ষত্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তখন অভয় প্রদান করা সর্ব্বতোভাবেই তোমার কর্ত্তব্য। তুমি যদি তোমার শোভাকর শ্রীহস্ত আমাদের মস্তকে প্রদান না কর, তবে আমাদের মস্তক ভূমিতে গড়াইয়া পড়িবে; সুতরাং শ্রীকর মস্তকে অর্পণ কর।

নিবৃত্তি-পক্ষে—তুমি তোমার স্বস্বরূপ প্রকটন নিমিত্ত এইরূপ কর, এই আশায় প্রার্থনা করা হইতেছে। শ্রুতিগণ বলিতেছেন—তুমি জনগণের আত্মার কল্যাণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি মোক্ষপ্রদ। আমাদের মস্তকে কর দান কর।"

ইনি "করসরোরুহ" পদের একটি নূতন অর্থ করিয়াছেন তাহা এই—কং সুখং তদ্রূপো রসো ব্রহ্মানন্দাত্মকং রসং রাতি দদাতীতি করসর স্তং নিবেহি—অর্থাৎ ক—সুখ, তদ্রূপ—রস, অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দাত্মক রস—এতাদৃশ রসকে যাহা দান করেন তাহা "ক-রস-র"। কামদং অর্থ—সর্ব্ব বাসনা চ্ছেদকর; রুহং পদের অর্থ,—অরীণি বেদরূপ শব্দে প্রমাণাদ্বাহ্যানি বাহ্যমতানি হন্তি ইতি তথা তন—রুহম্ অর্থাৎ যাহা বেদ রূপ শব্দ প্রমাণবহিভূত মতকে বিনাশ করে তাহাই রুহ, অতএব সংসার ভয় হইতে তোমার বিহিত এতাদৃশ অভয় তোমার কৃপা ভিন্ন লাভ করা যায় না তাই আমরা তোমার তাদৃশ কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। এইরূপ ব্যাখ্যা শাব্দিক ও বেদান্তী পণ্ডিতগণের প্রীতিজনক হইতে পারে, কিন্তু লালারসাস্বাদী ভক্তজনের জন্য নহে।

শ্রীনিম্বার্কীয় শ্রীশুকদেবের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে হে বৃষ্ণিধূর্য্য, হে কান্ত, পুনঃপুন জন্ম-মরণাদি ভয়জনিত সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া

তোমার শ্রীপাদ-পদ্মাশ্রিত জনগণের পক্ষে অভয়প্রদ, কামদ শ্রীকর আমাদের মস্তকে প্রদান কর। হেমাদ্রি এই পদ-ব্যাখ্যায় সবিশেষ কোন কথা বলেন নাই। এই পদ্যের প্রত্যেক চরণে দ্বিতীয় অক্ষরে রকার আছে।

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদপদার্থ-ব্যাখ্যা

বিরচিতাভয়ং—বিরচিত হইয়াছে অভয় যদ্দ্বারা তাদৃশ করসরোরুহ।

বৃষ্ণি-ধূর্য্য—অভিধানে বৃষ্ণি শব্দের অনেক অর্থ আছে তন্মধ্যে যাদব অর্থই প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত ইন্দ্র, মেষ, পাষণ্ড চণ্ড ইত্যাদি অর্থও আছে। ব্যাখ্যাকারগণ এই সকল অর্থ অবলম্বনেও অর্থ করিতে পারেন। বৃষ্ণি যদুকুলের শাখাবিশেষ। দাশার্হ, সাত্বত কুকুর প্রভৃতি যদুবংশের শাখা। শ্রীভাগবতে নবম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, তালজঙ্ঘ-পুত্র মধুর এক শত পুত্র হয়, তন্মধ্যে বৃষ্ণিই শ্রেষ্ঠ। মধুর বংশ ও বৃষ্ণির বংশও যাদব সংজ্ঞায় অভিহিত, যথা :—

তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রো বৃষ্ণিঃ পুত্রো মধোঃ স্মৃতঃ
তস্যপুত্রশতং ত্বাসীদ্বৃষ্ণিঃ জ্যেষ্ঠঃ যতঃ কুলম্
মাধবো বৃষ্ণয়ো রাজন্ যাদবাশ্চেতি সংজ্ঞিতাঃ।

গোপীকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্ণিধূর্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—ধূর্য্য শব্দের অন্যান্য পর্য্যায় এই :—ধুরী, ধূর্ব্বহ, ধৌরেয়, ধুরীন্।

ধুরন্ধরো ধূরীণশ্চ ধৌরেয়ধুর্য্য ধূর্ব্বহাঃ।
যত্র কাম্যরস্যাপি লাঙ্গলস্যাপি বা ধুরম্॥
বহত্যেক ধূরীণঃ স্যাৎ তথা চৈকোধুরোঽপি চ।
স তু সর্ব্বধুরীণঃ স্যাৎ সর্ব্বাবহতি যো ধুরঃ॥

বৃষ্ণিগণের মধ্যে যিনি ধূর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাস-নিষ্পন্ন পদ। শ্রীপাদ সনাতন বৃষ্ণিধূর্য্য পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—বৃষ্ণি পদের অর্থ ইন্দ্র,

তৎদমনে যিনি সমর্থ অর্থাৎ সুরেশ্বরকেও যিনি দমিত করিতে সমর্থ। অথবা নিজাশেষমাধুর্য্যপ্রকটনার্থ যদুকুলবিশেষে অবতীর্ণ অথবা বৃষ্ণি-বিশেষব্রজরাজকুল তিলক ইত্যাদি।

চরণমীয়ুষাং—চরণং ঈয়ুষাং (ঈঙ্ গতৌ ধাতো ক্বসু ষষ্ঠীর বহুবচন) চরণ শরণাগত জনগণের।

সংসৃতে ভয়াৎ—সং সৃঙ্ ক্তিচ্ সংসৃতিঃ তস্যাঃ (ষষ্ঠী) সংসারের জন্ম-মৃত্যু জনিত যাতায়াতের ভয় হইতে।

কর-সরোরুহং—কর-পদ্ম; কররূপ সরোরুহ—অর্থাৎ কররূপ পদ্ম, পদ্ম যেমন শীতল, তাপনাশক ও আনন্দপ্রদ, তোমার করও তাদৃশ। কামদং ও শ্রীকর গ্রহং—এই দুইটি পদ ইহার বিশেষণ। শ্রীমৎ ধনপতি এই পদটি নিম্ন লিখিত রূপে বিভক্ত করিয়া অর্থ করিয়াছেন—ক-রসরঃ (কং সুখং তদ্রূপোরসঃ ব্রহ্মানন্দস্থকঃ তং রাতি দদাতি করসরং তং নিধেহি।

অরুহং—অরূণি বেদরূপশব্দপ্রমাণাৎ বাহ্যানি মতানি হন্তীতি অরুহঃ তং নিধেহি। অর্থাৎ শ্রুতিশিরে উপনিষদ্ ভাগে ব্রহ্মানন্দাত্মক সুখরস দায়ক এবং বেদবাহ্য মত-বিখ্যাতক করসর আমাদিগকে প্রদান কর।

কান্ত—কমনীয় অথবা কং সর্ব্ববিধং সুখং অন্তঃ পর্য্যবসানম্ যস্মিন্ ইতি কান্তঃ তৎসম্বোধনম্ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সুখ যাহাতে পর্য্যবসিত হয় তিনিই কান্ত। শ্রীপাদ সনাতন এই পদটীকে করসরোরুহের বিশেষণ-রূপেও ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, কান্তঞ্চ কামদঞ্চ কান্তকামদং অর্থাৎ কোমল ও সর্ব্বভীষ্টপ্রদ করপদ্ম আমাদের মস্তকে দাও।

কামদং—সর্ব্বাভীষ্ট ভীষ্টপ্রদ অথবা সর্ব্ববাসনাচ্ছেদক (দো-অবখণ্ডনে,

শিরসি—মস্তকে। মস্তকে শীতল বস্তু প্রদত্ত হইলে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়, ইহা অতি প্রসিদ্ধ; অথবা মানিনী পক্ষে ইহাও হইতে পারে যে তুমি

আমাদের বক্ষে হস্তপ্রদান করিও না, তাহা তোমার প্রিয়াদেরই প্রাপ্য। আমাদের মস্তকে তোমার হস্ত প্রদত্ত হইলেই যথেষ্ট।

ধেহি—প্রদান কর (ধারণ পোষণার্থে ধা ধাতুতে লোটের হি)।

শ্রীকরগ্রহং—লক্ষ্মীর পাণিগ্রাহি কর। (শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ করং গৃহ্নাতি ইতি শ্রীকরগ্রহঃ তং) এই পদটী করাসরোরুহ পদের বিশেষণ। শ্রীপাদ সনাতন অর্থ করিয়াছেন (শ্রীকরাঃ সম্যকৃকর-রেখাময়াঃ শঙ্খচক্রাদয়ঃ তান্ গৃহ্নাতি) অর্থাৎ শঙ্খচক্রাদি ঐশ্বর্য্যময় চিহ্নবিশিষ্ট। শ্রীপাদ সনাতন আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথাঃ—শ্রিয়ঃ সম্পদধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্বানুকুলে বশীকারাৎ করমিব গৃহ্নাতি যৎ ইত্যনেন সর্ব্বসম্পদাশ্রয়ত্বং অতো অস্মাকং বিরহভয়নাশ; তদ্রূপাভীষ্ট প্রাপ্তিঃ, তৎপ্রাপ্ত্যানুষঙ্গিক পাণিগ্রহ-ব্যাপার সর্ব্ব সম্পৎপ্রাপ্তিশ্চতেনৈব সিধ্যেৎ) অর্থাৎ সম্পৎঅধিষ্ঠাত্রী দেবীর কররূপে কৃষ্ণ দ্বারা গৃহীত হইয়াছে গোপীরা বলিতেছেন।

তুমি আমাদের মস্তকে সর্ব্বসম্পৎ-আশ্রয়স্বরূপ করকমল প্রদান কর, তাহাতে আমাদের বিরহভয় নাশ, অভিলাষিতপ্রাপ্তি, তৎপ্রাপ্তিরআনু-সঙ্গিকসর্ব্বসম্পৎপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইবে।

শ্রীপাদশ্রীজীব বলেন লক্ষ্মীদেবী কেবল তোমার কর মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। করগ্রহণ মাত্রই তাঁহার প্রয়োজন কিন্তু তুমি আমাদের কামদ অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্ট প্রদ।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ বলেন, তুমি লক্ষ্মীদেবীর বক্ষে করপ্রদান কালে তিনি দুই হস্তে তোমার হাত ধরিয়া তাহাতে বাধা প্রদান করেন, আমরাও তদ্রূপ তোমায় বাধা দিয়া মস্তকে তোমার কর ধারণের প্রার্থনা করিতেছি।

ফলতঃ মস্তকে করধারণটি আশীস্ প্রার্থনারই প্রকাশক। এখনও আশীর্ব্বাদ স্থলে মস্তকে করপ্রদান করা হয়। "বিরচিতাভয়ং পদটীও সেই অর্থেরই জ্ঞাপক। অভয় ও বরদ,—হস্তের মুদ্রাবিশেষ। যথা উমাধ্যানে—

অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্ ইত্যাদি। শ্রীমন্নারায়ণেরও অভয় বরদ হস্তের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ করসরোরুহ মস্তকে ধারণার্থ প্রার্থনায় বহির্ভাবে যাচকরীতিতে প্রার্থনার ভাবটী অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

(৬)

ব্রজজনার্ত্তিহন্, বীর যোষিতাং
নিজজন-স্ময়-ধ্বংসনস্মিত
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করী স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়। ৬।

সংক্ষিপ্ত সানুবাদান্বয়ঃ—হে ব্রজজনার্ত্তিহন্, হে বীর, নিজজনানাং (আপনজনগণের) যঃ স্ময়ঃ (যে গর্ব্ব) তস্য নাশকং (তাহার নাশক) যৎস্মিতং (যে হাসি) তদ্‌বিশিষ্ট, হে সখে, স্ম (নিশ্চিত) ভবৎকিঙ্করীঃ, (নিজদাসী দিগকে) ভজ (দুঃখ দূর করিয়া নিকটে থাক) প্রথমত চারু (সুন্দর) জলরুহাননং (কমল সদৃশ মুখ) দর্শয় (দেখাও)।

সরল বঙ্গানুবাদ—হে, অদেয় দান রূপ সর্ব্বসাধন সমর্থক, হে ব্রজজনদুঃখনাশক, তুমি মধুর মৃদুহাস্যে আপনজনগণের গর্ব্ব নাশকর, হে সখে আমাদের দুঃখ নাশ করিয়া আমাদের নিকটে থাক, প্রথমতঃ আমাদিগকে তোমার ঐ সুচারু মুখ কমল দেখাও। গোপীরা প্রথমতঃ ব্যাগ্রতা পূর্ব্বক অঙ্গীকার মাত্র প্রার্থনা করিয়া তৎপরে নিজাভীষ্ট জ্ঞাপন করিতেছেন।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়

শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে গোপীরা বলিতেছেন হে সখে কেবল মস্তকে হস্তপ্রদানেই তোমার কার্য্য-শেষ হইবে না, আমাদের কামপূরণও করিতে হইবে। তুমি বীর, কেননা যাহা অদেয়, তাহাও তুমি দিতে পার। তোমার মুখের মৃদুমধুর ঈষৎ হাস্যটুকুতেই আমাদের সকল গর্ব্ব নষ্ট হয়, তজ্জন্য অন্তর্দ্ধানের প্রয়োজন কি? তুমি পরম মধুর সুতরাং দেখা দাও।

অথবা তুমি যদি আমাদের দুঃখ নাশ না কর, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশায় তোমারও দুঃখ হইবে কিন্তু তুমি আমাদের সখা, সুতরাং আমাদের সমপ্রাণ। অথবা তুমি সখা হইয়াও যদি দেখা না দাও, তবে বিশ্বাস-ঘাতকতা পাপে পাপী হইতে হইবে। আমরা তোমার কিঙ্করী,—দাসী, দীনা শরনাগত দাসীগণের প্রতি উপেক্ষা করা অসঙ্গত।

যদি বল, তোমরা অন্য কাহাকেও আশ্রয় কর? একথা বলিও না, আমরা তোমরাই দাসী, অন্য কাহাকেও জানি না; তোমাভিন্ন আর কাহারও হইতে পারিবনা। তোমার ঐ সুচারু মুখপদ্মখানি সন্দর্শন করাও: অথবা তুমি চারু ভাবে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তোমার শ্রীমুখমণ্ডল সুকোমল কমলের ন্যায় সুশীতল। আমরা সরলা অবলা ব্রজবালা, আমরা স্বীয় চেষ্টায় তোমার শ্রীমুখ দর্শনে সমর্থ হইব না, তুমি কৃপা করিয়া নিজে আগমন কর। তোমার ঐ শ্রীমুখ কমল দর্শনে আমাদের সর্ব্বসন্তাপ দূর হইবে।

তোমাভিন্ন আমাদের জীবনের আর অন্যগতি নাই। তোমার অদর্শনে এজীবন থাকিবেনা—নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু হইবে। হে সখে একবার দর্শন দাও। তোমার দর্শন-সুখই—আমাদের হৃদয়ের একমাত্র অনুভবনীয়; আমরা আর কিছুই চাইনা; সুতরাং দর্শন দাও।

অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে, যথা তুমি বীর—বধে সমর্থ। আমরা তোমার বিরহে মৃতপ্রায়া, মরাকে আর কি মারিবে। মারণই যখন তোমার কার্য্য, তখন অপর দাসীদের প্রতি সেই বীরত্ব প্রদর্শন কর। প্রণয়-কোপ-জনিত পরমার্ত্তিতে এইরূপ উক্তি সম্ভবনীয় হইতে পারে।

শ্রীমৎসুদর্শন—"নিজজনস্বয়-ধ্বংসনস্মিত" পদের অর্থ করিয়াছেন মানিনীজন-মানভঞ্জনস্মিত। শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে গোপীরা বলিতেছেন, কৃষ্ণ তুমি যদি এরূপ কথা বল যে যদি আমি তোমাদের মাথায় হাত দিলেই তোমরা জীবন প্রাপ্ত হইবে, তবে তোমরা সকলে নয়ন নিমীলন কর, আমি তোমাদের মস্তকে হস্ত অর্পণ করিতেছি। এইরূপ কথা তুমি বলিতে পার না যেহেতু তুমি ব্রজজনের দুঃখ বিনাশক, এবং তুমি বীর অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ে সমর্থ, সুতরাং আমাদের নয়ন নিমীলনের প্রয়োজন কি? আমরা তোমার মুখের ঐ মৃদু মধুর হাসিটুকু দেখিব, তোমার ঐ হাসিমাখা মুখখানি দেখিলেই আমাদের সর্ব্ব দর্প নষ্ট হয়, বিশেষতঃ আমরা কিঙ্করী, তুমি আমাদিগকে ভজন কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভজনটা কি প্রকার, তোমাদের সেবা করা নাকি? কি প্রকারে তোমাদের সেবা করিব বল। গোপীরা বলিলেন শুনিতে চাও, তবে শুন,—ভজনটা এই যে তোমারই মুখপদ্মখানি একবার আমাদিগকে দেখাও, তোমার নিজের মুখখানি প্রদর্শনই,—ভজন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সকল ব্রজবালাকেই কি আমার মুখ দেখাইতে হইবে? গোপীরা বলিলেন সকলের কথা আমরা বলিতে চাহিনা; যাহারা তোমার কিঙ্করী তাহারাই তোমার মুখমণ্ডল দর্শনের যোগ্যা।

শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্যের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে হে সখে তুমি তোমার শ্রীমুখ দর্শন করাও। আমরা তোমার কিঙ্করী। তুমি গীতায় বলিয়াছ, যে আমায় যেরূপ ভজন করে, আমিও সেইরূপ তাহার

ভজন করি,—ইহাই তোমার প্রতিজ্ঞা। আমরা তোমার কিঙ্করী, তোমার ভজনশীলা। তুমি আমাদিগকে ভজন করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। তুমি কেবল যে আমাদের একমাত্র সেবা করিবে তাহা নহে, এ সেবার অন্যান্য হেতুও আছে। ব্রজজনের দুঃখ দূর করাই তোমার অবতারের প্রথম প্রয়োজন, ইহা সামান্য প্রয়োজন মাত্র। বিশেষ প্রয়োজন এই যে তুমি স্ত্রীগণের বীর; তুমি আমাদের চিত্তের সর্ব্বকামনাপুরণকারী, সর্ব্বদুঃখ বিনাশক; নিজ অন্তস্থিত আনন্দের দ্বারা অন্যের অসাধ্য ইচ্ছাপুরণকারী। সুতরাং তুমি আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ইহা-অতি-সত্য কিন্তু এখনও তোমাদের অভিমান আছে, সুতরাং আমি তোমাদিগকে দেখা দিতে পারিনা। গোপীগণ বলিলেন তোমার এ কথা অগ্রাহ্য; আমাদের অভিমান-নাশের জন্য তোমার এ নির্দ্দয়তা কোন ফলপ্রদ নহে। তোমার মুখের মৃদু মধুর হাসিতেই তোমার নিজ-জনগণের সকল গর্ব্ব নষ্ট হইয়া যায়। গর্ব্ব, মায়ামোহ হইতে জন্মে, তোমার মৃদু হাসিতে গর্ব্ব নষ্ট হইয়া যায়। সেই পর্য্যন্তই লোকের অভিমান থাকে, যাবৎ তোমার শ্রীমুখের মৃদু মন্দ হাসি না দেখে; সুতরাং তোমার মুখ পদ্ম দর্শন করাও। পদ্ম যেমন অমৃতস্রাবি, তোমার মুখ কমলও তাদৃশ; অমৃতপানে যেমন সমস্ত দোষ, নষ্ট হইয়া যায়, তোমার শ্রীমুখ-দর্শনেও অভিমান সেইরূপ নষ্ট হয় সুতরাং তোমার এই কিঙ্করী দিগকে তোমার শ্রীমুখখানি একবার দেখাও।"

শ্রীবিশ্বনাথের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে নারীগণের মধ্যে তুমি ব্রজবালাদের কন্দর্পশর-প্রহারজনিত দুঃখ দূর কর, দেবী প্রভৃতি অন্যের পক্ষে তোমার সে দয়া দৃষ্ট হয় না। তুমি বীর, দুর্ব্বার কন্দর্প-প্রহারে মহাজয়ী, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুমি আমাদিগকে ভালবাস, সেই জন্য আমাদের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য-গর্ব্ব উপস্থিত হয় এবং তৎজনিত বাম্যলক্ষমানেরও উদয় হয় কিন্তু তুমি তাহাতে অস্থির হও। তুমি কন্দর্প-প্রহারে মাহন

জিষ্ণু হইয়াও অবলা ব্রজবালার মানে অসহিষ্ণু অধীর ও চঞ্চল হইয়া পড়। তোমার সে সহিষ্ণুতা নাই ইহা আশ্চর্য্য; কিন্তু তুমি জানিয়া রেখো, তোমার ঐ শ্রীমুখের মৃদু মধুর হাসিটুকু গোপীদের মানগর্ব্বনাশে যথেষ্ট; তোমার মৃদু মন্দ হাসিমাখা মুখখানি দেখিলেই আমরা গলিয়া পড়ি, আমরা তোমার কিঙ্করী ও আপনজন, আমাদিগের পরিচর্য্যা করাই তোমার কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এ কি কথা? তোমরা নিজেরাই বলিতেছ তোমরা কিঙ্করী, কিঙ্করী হইয়া পরিচর্য্যার আদেশ করিতেছ,—সে কি রকম? গোপীরা বলিলেন তুমি যে আমাদের সখা, সুতরাং আমাদের পরিচর্য্যায় তোমার অপমানের কোনও কারণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ভাল—বুঝেছি; তবে আজ্ঞা কর কি করিতে হইবে। গোপীরা বলিলেন সে অতি গুরুতর,—কালাচাঁদ, তোমার ঐ মৃদুমধুর হাসিমাখা মুখকমলখানি একবার দেখাইতে হইবে, তোমার নিকট আমরা এই পরিচর্য্যা চাহিতেছি, আর কিছু নহে।

শ্রীমৎরামনারায়ণের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে ব্রজজন-আর্ত্তি হন ও বীর—এই দুটী সম্বোধন পদ লইয়া ইনি প্রথমত শাব্দিকতা সহকারে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতঃপর যথাস্থানে তাহা লিখিত হইবে। ইনি গোপীদের উক্তিতে বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি যদি আমাদের গর্ব্বপ্রশমনের জন্যই অন্তর্হিত হইয়া থাক,—তবে অতি সহজেই আমাদের গর্ব্ব-নাশের উপায় ছিল। যেখানে সুমিষ্ট গুড়েই রোগ-চিকিৎসা হয়, সেস্থলে বিষ প্রদান অনুচিত; তুমি একটুকু মৃদু মধুর হাসিমাখা মুখ দেখাইলেই গোপবালাদের মানগর্ব্ব সেই মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এমনস্থলে এ নিদারুণ বিরহ জ্বালা দিবার কি প্রয়োজন ছিল? নিজজনের প্রতি এতাদৃশ কঠোর ব্যাবহার অত্যন্ত অনুচিত, অথবা তুমি আমাদের নিজজন, তুমি

আমাদের সকলের আত্মার স্বরূপ। তুমি গোপরূপে আমাদের বিবাহের বর, বরদানে তুমি আমাদিগকে আপনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, সখী বলিয়া আহ্বান করিয়াছ, আনন্দ সুখ প্রদান করিয়াছ, সর্ব্বাবস্থাতে আমাদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছ,—এ অবস্থায় তোমার নিকট আমাদের, গর্ব্ব দর্প অহঙ্কার মান অভিমান কি থাকিতে পারে? শাস্ত্রে বলেন :—

> ন ক্রোধো নচ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভামতিঃ।
> ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥

অর্থাৎ যাঁহারা পুণ্যবান্ ও ভগবদ্ ভক্ত, তাহাদের ক্রোধ মাৎসর্য্য লোভ ও অশুভ মতি থাকিতে পারে না সুতরাং তোমার ভক্তা ব্রজবালাদের তাদৃশ অসৎগর্ব্ব হওয়াই সম্ভাবিত নহে। যদিওবা যৎকিঞ্চিৎ ঘটে, তাহা তোমার মধুর মৃদু হাসিতেই তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হয় তজ্জন্য তোমার এই বিষম বিরহ-কামানের ভীষণ অনল জ্বলিবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। যেস্থলে ভ্রূধনু-বিস্ফূর্জ্জন-পূর্ব্বক মধুর হাসিটুকু প্রকটন করিলেই গর্ব্ব-ধ্বংশ হয়, সেখানে ধনুর্ব্বাণ-বিস্ফূর্জ্জন ও বলশৌর্য্য-প্রদর্শনের কি প্রয়োজন? আরও দেখ, গর্ব্বতা মনের ধর্ম্ম, তোমার মনোহর হাসিতে যদি মনই অপহৃত হইল, তবে আর মনের ধর্ম্ম কোথায় থাকিবে? ধর্ম্মীর অভাবে ধর্ম্মের অবস্থান অসম্ভব। বিশেষতঃ তুমি আমাদের সখা, আমরাও তোমার সখী, সখা ও সখীতে পরস্পর ভজন অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা অবলা ও অসমর্থা, তুমি বীর ও সুসমর্থ সুতরাং তুমি আমাদিগকে ভজন কর। আমরা তোমার সখী হইলেও প্রিয় ভাববশতঃ তোমার আজ্ঞাবহা দাসী। তুমি ভৃত্যানুগ্রহ সম্বন্ধে সদয় স্বভাবশীল সুতরাং আমাদিগকে ভজন কর। যদি বল আমি পরোক্ষভাবেই তোমাদের ভজনা করিব, আমার ভজনের অভাবে তোমাদের অনুরাগ-বিহ্বলত্যা-হেতু জীবন নষ্ট হইতে পারে সুতরাং এখন তোমরা কি প্রকার ভজন প্রার্থনা কর? তদুত্তরে

গোপীরা বলিতেছেন, তুমি অধুনা আমাদিগকে তোমার ঐ মুখ-কমল দেখাও, কমল যেমন মঞ্জু মধুর সুরভিযুক্ত, তাপনাশক ও আহ্লাদক, তোমার মুখকমলও সর্ব্বাংশেই তদ্রূপ। যদি বল তোমাদের অঙ্গে বহুজলরুহ-মালা তোমরাও জলরুহকরচরণবিশালা,—কেনইবা তোমাদের করালা কামজ্বর-জ্বালা উপশমিত না হয় এবং আমার একমাত্র মুখকমলে তোমাদের সেই জ্বালা কিরূপেইবা প্রশমিত হইবে? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে তোমার মুখ-কমল অতীব চারু, সাধারণ জলরুহ অপেক্ষা উহার শক্তি সামর্থ্য ও প্রভাব অনেক অধিক।

শ্রীমৎ ধনপতিস্থূরির ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম যে হে ব্রজজনার্ত্তি হন্ ব্রজজনের পীড়া-নাশের জন্যই তোমার অবতার। আমরা তোমার বিরহ দুঃখে দুঃখিনী—তুমি আমাদের এই আর্ত্তি নষ্ট কর। হে যোষিদ্‌গণের বীর, তুমি আমাদের একমাত্র সর্ব্বেচ্ছাপূরক, সুতরাং আমাদের দুঃখ দূর কর। যদি বল তা সত্য বটে, কিন্তু তোমাদের সৌভাগ্য-গর্ব্ব-প্রশমনের জন্য আমি অন্তর্হিত হইয়াছি। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে আমাদের গর্ব্বপ্রশমনের জন্য তোমার হাস্য-সঙ্কোচই যথেষ্ট; তজ্জন্য অন্তর্ধান নিষ্প্রয়োজন। আমরা তোমার কিঙ্করী, তুমি আমাদের ভজন কর, যদি বল তোমরা পালন-প্রার্থনা-অধিকারবর্তী হইয়া ভজনের কথা বলিতেছ কেন? ইহাতে মনে হয় এখনও তোমাদের গর্ব্ব প্রশমিত হয় নাই।" তুমি এমন মনে করিও না আমরা তোমার কিঙ্করী, আমরা যেমন তোমার সেবা করি, তুমি যদি আমাদিগকে সেইরূপ সেবা কর তাহা হইলেই আমাদের পালন সম্ভবপর হয়, নচেৎ অন্য কি প্রকারে আমাদিগকে পালন করিবে? তুমি নিজেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে তোমায় যেরূপ ভজনা করিবে, তুমি তাহাকে সেইরূপ ভজন করিবে। তুমি যে আমাদের সখা, আমরাও তোমার সখী সুতরাং সখা-সখীর পরস্পর ভজনই বাঞ্ছনীয়; অথবা তোমার শ্রীমুখকমলখানি আমাদিগকে দেখাও, ইহাই আমাদের সদৈন্য প্রার্থনা।

অনভিজ্ঞতা পক্ষে—হে বীর, তুমি অদেয় দানে সমর্থ, তুমি সর্ব্বদা আমাদের নিকটে থাক, প্রথমতঃ মুখকমল দেখাও। তোমার বিরহে যদি আমাদের মরণ হয়, তবে তুমি যে ব্রজ-জন-বৃজিন-হন্তা, তোমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। যদি আমাদের গর্ব্বের জন্য অন্তর্ধান করিয়া থাক, তাহাও উচিত নয়, কেন না তোমার হাসি-সঙ্কোচই আমাদের গর্ব্বধ্বংসের যথেষ্ট উপায়। বিশেষতঃ আমরা তোমার কিঙ্করী। কিন্তু তুমি আমাদিগকে সখী পদে বরিত করিয়াছ; সেইরূপ ভাবেই আমাদের ভজনা কর।

মানিনী পক্ষে—তুমি ব্রজজনের দুঃখ হন্তা হইলেও ব্রজযুবতী-বধে তুমি অতি দক্ষ। আমাদের প্রতি তোমার নিষ্ঠুর আচরণ দেখিয়া আমরা মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যদি আমাদের জীবনে তোমার কোনও প্রয়োজন থাকে, তবে শীঘ্র আসিয়া দেখা দাও। তুমি আমাদের সখা হইয়াও আমাদের দুঃখ দেখিয়াও অন্তর্ধান করিয়াছ—এ অবস্থায় আমরা মরিয়া গিয়া তোমার দূরস্থ হইব ইহাই আমাদের উচিত। তুমি ধূর্ত্তশিরোমণি আমরা তো তোমার ন্যায় ধূর্ত্ততা করিয়া অন্তর্হিত হইতে পারিব না—মরণই আমাদের এ দুঃখের প্রতিকার। হে সখে, যদি আমাদের মৃত্যু তোমার অভিবাঞ্ছিত না হয়, তবে দয়া করিয়া শীঘ্র শ্রীমুখকমল দেখাও। অপকারীরও সখীজনের মুখ-দেখার ইচ্ছার নিবৃত্তি হয় না। হে সখে অভিমানিনীদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

নিবৃত্তি পক্ষে—তুমি বেদ-বেদান্তাশ্রিত জনগণের জন্মমরণ বিষয়ক দুঃখ নিহন্তা; স্ত্রীলক্ষণা শ্রুতিগণেরও তুমি রক্ষক। স্বাশ্রিতজনগণের অহঙ্কারাদি দোষ-বিনাশের জন্য তুমি তাহাদের মধ্যে তোমার মায়া-হাস্যের গতিরোধ কর। "হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া"! মায়াই জীবগণের সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল। তুমি এই হাসের গতি বন্ধ কর। শ্রুতিগণ বলিতেছেন

আমরা তোমার আশ্রিতা—তুমি আমাদের সমাশ্রয়। চতুর্দ্দশভুবন পদ্মের সত্তা স্ফুর্ত্তিপ্রদ স্বস্বরূপ প্রদর্শন কর। শ্রুতি বলেন—কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশঃ আনন্দো ন স্যাৎ” এই শ্রুতি দ্বারা জানা যায় যে পরমাত্মা সর্ব্বসত্ত্বার স্ফুর্ত্তিদায়ক।

হেমাদ্রির ব্যাখ্যা এই যে হে বীর, মহিলাগণের মধ্যে যাহারা তোমার কিঙ্করী, তোমার নিজজন বা তোমার পরিগৃহিতা, তাঁহাদের স্ময় (দর্প) এই যে আমরা তোমার প্রাণপ্রিয়া। তোমার স্মিত বা মন্দহাসি সেই দর্পনাশক। আমরা তোমার কিঙ্করী ; আমাদের ভজন কর। এই পদ্যের চারি চরণেই দ্বিতীয় বর্ণ জকার।

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদ-পদার্থ ব্যাখ্যা।

ব্রজজনার্ত্তিহন্—ব্রজজনের দুঃখ নাশক ; হন ধাতুর অর্থ হিংসা ও গতি। ব্রজজন হইতে কোনও দুঃখোৎপত্তির কারণ নাই। কোনও প্রকারে সেরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় না। আর্ত্তিদ্বারা ব্রজজনগণকে তুমি হনন কর এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। তোমার পক্ষে তাহা অসম্ভব নহে। কিন্তু সর্ব্বব্রজজনের দুঃখ নাশ করিয়া কেবল আমাদের পক্ষেই তুমি অতি নিঠুর ইহা অতি অনুচিত। তুমি বাস্তবিকই ব্রজগণের দুঃখনাশক। বীর—এই পদটিও সম্বোধনে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন ইহার অর্থ করিয়াছেন দুঃখ-বিনাশনে সমর্থ অথবা দেয়-দানে সমর্থ। কিংবা "যোষিতাং বীরঃ” স্ত্রীবধে সমর্থ। বিজয়ধ্বজের মতে বীর—শূর। শ্রীজীবের মতে 'সর্ব্বসমর্থ'। বল্লভাচার্য্য বলেন লোকে বলে বীরগণ অপেক্ষা দাতারাই অধিকতর কীর্ত্তিমান। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ণকারী ; ব্রহ্মাদিও যে বাসনারাশি পূর্ণ করিতে অসমর্থ, শ্রীকৃষ্ণ সেই কামাদির পূরক সুতরাং তিনি যোষিদগণের পক্ষে—মহাবীর। বিশ্বনাথ বলেন—দুর্ব্বারমার-

সংপ্রহারে মহাজিষোঃ। শ্রীরামনারায়ণ বলেন—বি অর্থ পক্ষী। এস্থলে পক্ষীদের শ্রেষ্ঠ গরুড়কেই 'বি' বলা যায়। বিং গরুড়ং ঈরয়তীতি বীরঃ—অর্থাৎ বীর অর্থে গরুড়ের প্রেরক নারায়ণ। তুমি নারায়ণ, আর্ত্তিহরণের জন্য অবতীর্ণ কিন্তু অপর পক্ষে তুমি আমাদিগকে দুঃখ দিতেছ। তোমার এই আচরণ কেন? তুমি যদি বল কই আমি তো দুঃখ দেই না। ইহা বলিতে পার না, উহা ছলনা। দুঃখনাশে তোমার শক্তি আছে। এইজন্য বলিতেছি তুমি গোবিন্দগণের বীর, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা তুমি সকলেরই ঈর অর্থাৎ প্রেরক। তুমি সকলের অন্তরাত্মার প্রেরক প্রাণ স্বরূপ হইয়াও স্ত্রীগণের প্রাণ মন ও আত্মার বিশেষ রূপেই ঈরঃ (বী+ঈরঃ = বীরঃ) প্রাণ স্বরূপ। তুমি আমাদের প্রাণের পক্ষে সবিশেষ প্রাণশক্তি-স্বরূপ হইয়াও যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া থাক, তবে আমাদের প্রাণ থাকাই অসম্ভব। লোকের প্রাণ-বিয়োগ হইলেই মৃত্যু হয়, আমাদের প্রাণের প্রাণ বিরহ হওয়ায় আমাদের যে কি শোচনীয় অবস্থা, তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পার।

তুমি যদি বল, যে আমি পরকীয় নায়ক, আমাতে তোমাদের অতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহার উপরে আবার এইরূপ গর্ব্ব, গর্ব্বের উপরে এইরূপ দৈন্য!—ব্রজবালাগণ তোমাদের ভাব বুঝিয়া উঠাই কঠিন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে:—তুমি বীর অর্থাৎ সবিশেষ প্রেরক (বি বিশেষণে ঈরঃ প্রেরকঃ) তুমি সামান্যতঃ সর্ব্বান্তর্যামী কিন্তু স্ত্রীগণের পক্ষে বীর (বিবিধতয়া প্রেরকঃ) অর্থাৎ বিবিধরূপে প্রেরক। তুমি সর্ব্বান্তর্যামিতা দ্বারা সর্ব্বব্যবহারে, মাধুর্য্য-মনোহরতা দ্বারা প্রীতি-আতিশয্যে, বংশীনিনাদে গৃহ হইতে বাহির করায়, বক্রোক্তি ও হাসিমাখা দৃষ্টি দ্বারা স্থূণানিখনন প্রকারে (ধীরে ধীরে মাটিতে খুটিপোতার প্রণালীতে) আমাদের কামানুরাগ সংবর্দ্ধনে ও সুদৃঢ়ীকরণে অতি আদর ও

বিহার দ্বারা আমাদের গর্ব্ববর্দ্ধনে, আবার অপর পক্ষে বিরহ দ্বারা দৈন্যে আমাদিগকে প্রবর্ত্তিত প্রণোদিত ও প্রেরিত করিয়াছ; তাই বলি, তুমি বাস্তবিকই মহাবীর—বিবিধ বিষয়ে অতি কর্ম্মঠ প্রেরক। এইরূপ আমাদিগকে বিবিধ বিষয়ে প্রেরিত করিয়া এখন বিরহে আমাদের বধে (যোষিতাং বীরত্বে) প্রবৃত্ত হইয়াছ। (বী ধাতুর হিংসা অর্থ হইতেই বধ-অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।) তোমার ন্যায় বীরের স্ত্রীবধে বীরত্ব অতীব যশোহানিকর।

শ্রীমৎরামনারায়ণের কৃত বীর, পদের ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর ও বিবিধার্থ-প্রকটনে কেবল পাণ্ডিত্যপূর্ণ নয়, অতীব ভাব-রস-ময়ও বটে। বী-ধাতুর বহু অর্থ আছে যথা—গতি, প্রজনন, ব্যাপ্তি কান্তি অশন ও খাদন ইত্যাদি। বোপদেবের কবিকল্পদ্রুমে লিখিত আছে ঈলাধদিতানেন ঈধাতুবদয়মপি কান্তি-গতি ব্যাপ্তি, ক্ষেপ প্রজনখাদনার্থক ইতি সূচিতম্।

যোষিতাং—স্ত্রীগণের; যোষিৎ শব্দে ষষ্ঠীর বহুবচন। এই শব্দটি যুষ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন যুষ্ পূষা কামসমৃদ্ধৌ ইতিধাতোঃ যোষিতাং সমৃদ্ধিকামানাং। পাণিনীয় গণ পাঠে হ্রস্ব উকারান্ত যুষ্ ধাতুটি সৌত্র ধাতু,—উহার অর্থ সেবন। গণভুক্ত দীর্ঘ উকারন্ত যূষ ধাতুটীর অর্থ হিংসা। কবিকল্পদ্রুমে যূষ রিধু বধার্থক। যোষিতাং নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী যোষিতাং কিঙ্করীনাং অর্থাৎ যোষিদ্‌গণের মধ্যে যাহারা তোমার কিঙ্করী। "যোষিতাং বীর" শ্রীপাদ সনাতন এইরূপ পদান্বয়ে অর্থ করিয়াছেন স্ত্রীবধে বীর।

নিজ-জন-স্ময়-ধ্বংসন-স্মিত—সম্বোধন পদ, যাহার স্মিতে (মন্দ হাস্যে) নিজজনের গর্ব্ব নষ্ট হয় এতাদৃশ পুরুষ। নিজস্য জনাঃ নিজজনাঃ তেষাং স্ময়ঃ—গর্ব্বস্তং ধ্বংসয়তি ইতি নন্দ্যাদে রাকৃতি গণত্বাৎ কর্ত্তরি ল্যুঃ তথাভূতং স্মিতং যস্য হে তথাভূত" (ইতি শ্রীবীররাঘবঃ) নন্দ্যাদি আকৃতি গণে নিম্নলিখিত ধাতুগুলি আছে:—নন্দি বাশি মদি দূষি-শাধি-

বন্ধি শোভি রোচিভ্যঃ পর্য্যন্তেভ্যঃ সংজ্ঞায়াম্ নন্দয়তীতি নন্দনঃ, মদযতীতি মদনঃ এইরূপ বাশন দূষণ সাধন ইত্যাদি শব্দগুলি নিষ্পন্ন হয়। পাণিনীয় সূত্রত্রইয়ে নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যল্যুণিন্যচঃ (৩—১—১৩৪) অর্থাৎ নন্দাদিগণেল্যু গ্রহাদিগণে ণিনি এবং পচ পচাদিগণে অচ প্রত্যয় হয়। স্মিত পদের অর্থ কেহ বলেন মৃদু মধুর হাস্য, কেহ বলেন হাস্যের সঙ্কোচ। স্মর অর্থ—গর্ব্ব।

ভজ—ভজন কর অনুবর্ত্তন কর, সেবা কর, পালন কর। ভজ শ্রি সেবায়াং লোটের হি।

সখে—হে প্রিয় (সখি শব্দের সম্বোধনে)।

ভবৎকিঙ্করীঃ—তোমার দাসী দিগকে কি করিতে হইবে, এইরূপ আজ্ঞার জন্য যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা করে তাহাকে কিঙ্করী বলা যায়।

স্ম—নিশ্চিত (অব্যয় পদ)। নঃ—আমাদিগকে।

জলরুহাননং—মুখ-কমল; মুখ, কমলের ন্যায় সুন্দর, সুশীতল ও তাপ নাশকাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া মুখকে পদ্মের তুল্য বলা হইয়াছে। সমাস বদ্ধ পদ।

চারু—সুন্দর, আননের বিশেষণ; অথবা প্রেমবিলাসময় বিবিধভাবে মুখপদ্ম দেখাও এইরূপ অর্থে ক্রিয়া বিশেষণ।

দর্শয়—দেখাও। চারু পদটী পূর্ব্বোক্তরূপে এই ক্রিয়ার বিশেষণ।

(৭)

প্রণত-দেহিনাং পাপ-কর্ষণং
তৃণ চরানুগং শ্রী-নিকেতনম্
ফণি ফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥৭॥

সানুবাদ অন্বয়—প্রণত দেহিনাং (প্রণত দেহিগণের) পাপকর্ষণং (পাপ নাশক), তৃণচরানুগং (তৃণচর পশ্বাদির অনুগমনকারি), শ্রীনিকেতনং (লক্ষ্মীর আলয় স্বরূপ বা শোভাস্পদ), ফণি-ফণার্পিতং (কালিয় নাগের মস্তকে অর্পিত), তে (তোমার) পদাম্বুজং (পাদপদ্ম) নঃ (আমাদের) কুচেষু (স্তন-মণ্ডলে) কৃণু (স্থাপন কর) ; হৃচ্ছয়ং (হৃদয়ের তাপ) কৃন্ধি (প্রশমন কর)।

বঙ্গানুবাদ—তোমার পাদপদ্ম, শরণাপন্ন জনগণের পাপ-নাশক, তৃণচর পশুগণের বা গোগণের অনুগমনশীল, লক্ষ্মীর বিলাস-আস্পদ, সুতরাং সৌভাগ্যবর্দ্ধক, উহা যথেষ্ট বাৰ্য্যশালী, যেহেতু কালিয় নাগের দর্প বিনাশক। তোমার এতাদৃশ শ্রীপাদপদ্ম আমাদের স্তনমণ্ডলে স্থাপন করিয়া আমাদের হৃদয়ের তাপ প্রশমন কর।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়।

শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যামর্ম্ম বঙ্গানুবাদেই প্রদত্ত হইল। শ্রীমৎ সনাতনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে এই পদ্যে গোপীদের দ্বিতীয় প্রার্থনা সূচিত হইতেছে প্রথমতঃ তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহাদের অন্তরঙ্গ বিরহ-তাপশান্তির জন্য প্রথমতঃ প্রলেপ ঔষধের ন্যায় হৃদয়ের বাহিরে তাঁহার অঙ্গ-সঙ্গের আশায় দৈন্যপূর্ব্বক শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গের গুণানুবাদ পূর্ব্বক উহার জন্য ব্রজবালারা প্রার্থনা করিতেছেন :—তোমার অসাধারণ শ্রীপাদপদ্ম আমাদের স্তনমণ্ডলে

স্থাপন কর। আমরা তোমারই, আর কাহারও নহি। যদি বল ওগো নির্ভয়াগণ তোমাদের কি পাপের ভয় নাই? আমি কিন্তু পাপের ভয় করি ; তদুত্তরে আমরা বলি, পাপের ভয় কি? তোমার শ্রীচরণ, শরণাগত জনের সর্ব্বপাপ-নাশক, উৎকট সংসার-দুঃখ-নাশক। একবারমাত্র তোমার শ্রীচরণ শরণাগত হইলেই তুমি তাহাদের পাপনাশ কর। নলকুবের কালিয় নাগ প্রভৃতি তোমার চরণ-প্রাপ্তি-মাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। তোমার শ্রীপাদ পদ্মের নিকট পাপের আশঙ্কা কি? যদিবল তোমরা গর্ব্বিতা, গর্ব্বমদে অপরাধিনী, এই শ্রীচরণ তোমাদের প্রাপ্য নয়? এইরূপ বলিও না ; আমরা যে তোমার শ্রীচরণে প্রপন্না, তোমারই শরণাগতা। তুমিইতো বলিয়াছ :—

সকৃদেব প্রপন্নো য স্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

অর্থাৎ একবারও যদি কেহ আমার শরণাগত হইয়া বলে যে হে গোবিন্দ আমি তোমার হইলাম" আমি তাহাকেই অভয় প্রদান করি, ইহাই আমার ব্রত।" আমরাও তোমার শ্রীচরণে শরণাগতা। এখনও কি আমাদের পাপ নষ্ট হইল না? যদি বল "তা বটে, কিন্তু পরম ক্রূর ও কঠোর স্থলে আমার চরণের পক্ষে সেরূপ করা অসম্ভব।" আমরা বলি, "সে কি কথা? তুমিতো কালিয়কেও কৃপা করিয়াছ, কঠিনতার কথা কি বল, তুমি পশুদের সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ কর। বনভূমি কণ্টককঙ্করময়। আমাদের বক্ষ কি তাহা হইতেও দুঃখপ্রদ? বিশেষত তুমি গো গোপাদির সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের রক্ষা কর,—ইহাতেই তো তোমার পরম কৃপালুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পুনশ্চ যদি বল, "তোমরা অজ্ঞা, অশিক্ষিতা, তোমাদের সঙ্গ-লাভে আমার আনন্দ নাই।" তোমার একথাও সুসঙ্গত নয়। যেজন বনে বনে

পশুর সঙ্গে ভ্রমণ করে, তাহার পক্ষে একথা বলা শোভা পায় না। পশুরা সম্মুখে শর্করা ত্যাগ করিয়া তৃণের মধ্যে বিচরণ করে। উহারা কি অজ্ঞ নয়? তুমি তো তাহাদিগকেও সঙ্গ দাও, আমাদিগকে না হয় পশুর মতই মনে করিয়া তাহাদের সৌভাগ্যটুকুও তো আমাদিগকে দিতে পার।"

এই বলিতে বলিতে বিরহবিধুরা ব্রজবালারা স্ফূর্ত্তিতে দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন মৃদু মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, ওগো সুন্দরীগণ, তা নয়, তা নয়—আমি তোমাদেরও শোভাময় সুকোমল স্তন-মণ্ডলে কি প্রকারে আমার এই তৃণাচরাঙ্কিত পাখানি অর্পণ করিব।" ইহাতে গোপীরা বলিতেছেন—এ তোমার কি কোমলতা জ্ঞান? তোমার পাদ-পদ্ম যে শ্রীনিকেতন,—স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর বিলাসের আস্পদ—আমরা বনবাসিনী, আভীর গোপবালা। আমাদের বক্ষের আবার কি শোভা? তুমি সে আশঙ্কা করিও না। শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিতেছেন ভাল, তাহাই না হয় বুঝিয়া লইলাম। কিন্তু আরও একটা বড় রকমের আশঙ্কা আছে। জানতো আমি বড় ভীরু, পদে পদেই আমার ভয়। তোমাদের পতিরা ইহা জানিলে তোমাদের দশা কি হইবে? আমারও ভয়ের কারণ আছে।

গোপীরা বলিতেছেন—বটে! তোমার আবার ভয়? যেজন ভীষণ কালিয়া ফণার উপরে আনন্দে নৃত্য করে, তাহার আবার কাপুরুষ গোপদের ভয়—তোমার এ কথায় আমরা বিশ্বাস করি না। তুমি বিষময় যমুনা জল হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছ তোমার ঐ শ্রীচরণ আমাদের বক্ষে দিয়া আমাদের হৃদয়ের তাপ দূর কর"।

শ্রীল বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে ব্রজবালারা নিজ সুখের জন্য প্রার্থনা করেন নাই:—

আত্মসুখ বাঞ্ছা কভু নাহি গোপীকার
কৃষ্ণসুখ-লাগি করে সঙ্গ-ব্যবহার ॥

ইঁহারা মহাপ্রেমবতী, ইঁহাদের স্বীয় দুঃখজ্ঞান নাই, সুখ-লাভেরও জ্ঞান নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সুখ দেওয়াই ইঁহাদের জীবন-ব্রত। শ্রীকৃষ্ণ সেবা-সুখই ইঁহাদের সর্ব্বকার্য্যের তাৎপর্য্য। ইঁহাদের নিখিল কায়িক বাচনিক ও মানসিক ব্যাপার—সকলই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের সৌরভ সুখোদ্দীপনার্থই ইঁহারা স্বীয়রূপ-যৌবন ও কামপীড়ার বর্ণনা ও প্রার্থনা করেন। ইঁহারা পরম বিদগ্ধা। যদিও শ্রীকৃষ্ণসুখ-প্রদানই তাঁহাদের এই প্রার্থনার তাৎপর্য্য, তথাপি তাঁহারা নিজদের উদ্দেশ্যেই যেন প্রার্থনা করিতেছেন। যেমন কোন ভোজনপ্রিয় স্বীয়মিত্রকে ক্ষুধিত দেখিয়া কোনও ব্যক্তি তাঁহার জন্য চতুর্ব্বিধ খাদ্যের ব্যবস্থা করেন অথচ তিনি যদি বলেন আমার জন্য এত কেন? তখন তদুত্তরে উদ্যোক্তা বলেন—তোমার জন্য উদ্যোগ করিব কেন, আমার নিজের জন্যই এই উদ্যোগ করা হইয়াছে। যদি বলা হয় আমার এই বিপুল আয়াস কেবল তোমার সুখের জন্য—এরূপ বলিলে প্রেম লঘু হইয়া পড়ে। চক্রবর্ত্তি মহাশয় স্বরচিত প্রেমসম্পুট গ্রন্থ হইতে ইহার উদাহরণ দিয়াছেন যথা ঃ—

প্রেমা দ্বয়োঃ রসিকয়োরপি দীপ এব
হৃদ্‌বেশ্ম ভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি।
দ্বারাদয়ং বদনতঃ বহিঃকৃতশ্চেৎ
নির্ব্বাতি শীঘ্র মথবা লঘুতামুপৈতি।

উভয় প্রেমিকের হৃদয়স্থ প্রেমটি দীপের ন্যায় হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে নিশ্চল ও সমুজ্জলরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু "আমি তোমায় বড় ভাল বাসি" এতাদৃশ কথা দ্বারা বদনরূপ দ্বার দিয়া যদি উহা বাহির হইয়া পড়ে তবে

হয়তো উহা শীঘ্রই নিভিয়া যায় নচেৎ উহা চঞ্চলভাবে ক্ষীণাকারে জ্বলিতে থাকে। *

গোপীদের প্রেমভাবপ্রকাশ, স্বসুখমূলক বা স্বার্থ তাৎপর্য্য নহে। শ্রীভগবান্ নিজেই গোপীপ্রেমের সারবত্তা অনুভব করিয়া বলিয়াছেন "আমি তোমাদের প্রেম ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ।" তাহাদের নিরুপাধি প্রেমেই শ্রীভগবান বশীভূত হইয়াছিলেন। তিনি কামের বশীভূত নহেন।

ইহার অন্যান্য উক্তিতে কোনও নূতনত্ব নাই, উহা শ্রীপাদ সনাতনের উক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

শ্রীরাম নারায়ণ বলেন—অন্যান্য পদ্ম বিরহ-কামাগ্নির প্রশমক না হইয়া উদ্দীপকের কার্য্য করে, কিন্তু তোমার পাদপদ্ম আমাদের কাম-তাপ-প্রশমক। আমরা তোমারই। তোমার শ্রীশ্রীপাদপদ্ম বক্ষে দাও। আমাদের অনুরাগাদি-ধন কেবল তোমারই উপভোগ্য। আমরা উহা কুচরূপ কাঞ্চন-কলসে অতি যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষণ করিয়াছি। তোমার নিবাসাস্পদ হৃদয়ে বিরহ-অনল চোরের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে, তুমি হৃদয় হইতে উহা উৎসারিত কর। কালিয় নাগ কালিন্দী হ্রদে অবস্থান

---

* সার ওয়ালটার র‍্যালে (Sir W. Raleigh) লিখিয়াছেন—

Silence in Love bewrays more woe
Than words, though ne'er so witty ;
A beggar that is dumb, you know,
May challange double pity.

জুলিয়াস সিজার নাটকে কবিবর Shakespere এ সম্বন্ধে একটি মূল্যবান্ বাক্য লিখিয়াছেন :—

When Love begins to sicken and decay
It useth an enforced ceremony,
There are no tricks in plain and simple truth.

করিয়া যেমন শ্রীযমুনায় জল বিষময় করিতেছিল, বিরহ দ্বারা আমাদের হৃদয়ও তেমনি বিষময় হইতেছে। কালিয়কে যেমন তুমি উদ্বাস্ত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলে, এই বিরহানলকেও সেইরূপ কর। যদি বল যে তোমাদের বিরহতপ্ত হৃদয়ে কি প্রকারে পদার্পণ করিব? আমরা বলি যিনি কালিয়ের বিষব্যাপ্ত মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে ইহাতে আর বেশী আশঙ্কা কি আছে? অন্যান্য কথা সনাতনেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

শ্রীমৎ ধনপতি সূরির ব্যাখ্যায় যৎকিঞ্চিৎ যে বিশিষ্টতা আছে, তাহা এইরূপ—হে সখে, তোমার চরণ শরণাগত জনের পাপনিবর্ত্তক। যে সকল মনুষ্য দেহাভিমান-নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞানরহিত, তাঁহাদের পাপনিবর্ত্তক স্বধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের অভাব তাহারও যদি স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তোমার পাদপদ্মের শরণ স্পর্শন ও দর্শনাদি করে, তবে তাহাতেই তাহাদের পাপ নিবর্ত্তিত হইয়া যায়। (এস্থলে ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরেঃ" ইত্যাদি শ্লোক স্মর্ত্তব্য) আমাদেরও উহাই ভরসা। আমরা অনুষ্ঠানে অসমর্থ। কেবল তোমার চরণসেবনেই পাপ হইতে মুক্ত হইব। কিন্তু নিবৃত্তি আমাদের অভিলাষিতা নয়, তুমি আমাদের স্তন মণ্ডলে চরণ দিয়া আমাদের হৃদয়ের তাপ প্রশমন কর।

যদি বল ওগো তোমরা কামময়ী প্রীতিমতী—আমর দর্শন-লাভেও তোমাদের অধিকার নাই, ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভাল কথা, তাহা হইলে তুমি আমাদের বক্ষে চরণ অর্পণ করিয়া আমাদের সেই কামকেই উৎসারিত কর। যদি বল তাহা হইবে না, তোমাদের স্তন মণ্ডলে আমার চরণ স্পর্শ হইলে তোমাদের কামের আরও বৃদ্ধি হইবে।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে॥

কামের উপভোগে কাম কখনও উপশমিত হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে উহা প্রশমিত না হইয়া প্রবলতর হয়। আমরা বলি উহা তোমার ভুল। স্তন মণ্ডলে হস্ত স্থাপন করিলেই কাম বৃদ্ধি হয়-এই জন্যই তো আমরা শ্রীচরণ স্থাপনের প্রার্থনা করিয়াছি। যদি বল তোমাদের এই উক্তির প্রমাণ কি? আমরা বলি কালিয়দমন-লীলাই ইহার প্রমাণ। কালিয়ের ফণায় শ্রীচরণ অর্পণ করিয়া তুমি উহাকে নির্ব্বিষ করিয়াছিলা। যদি বল কালিয়ের পক্ষে তাহা ঘটিয়াছিল, তোমাদের পক্ষে তো তাহা সম্ভবপর নয়। আমরা বলি আমাদের এই দেহই ফণী, কুচ তাহার ফণা, আমাদের হৃদয় শ্রীযমুনা ;—আমাদের এই হৃদয় যমুনা কাম-বিষে বিষাক্ত হইয়াছে, তোমার শ্রীচরণস্পর্শে উহা অবশ্যই বিষ-বিমুক্ত হইবে! কেবল যে উহার দোষ নষ্ট হইবে তাহা নয়, উহা সবিশেষশোভাযুক্ত হইবে, কেন না তোমার শ্রীচরণ সর্ব্ব শোভার আধার। তত্ত্বতঃ দেখিতে গেলে উহার স্পর্শ মাত্রেই ধর্ম্মজ্ঞানরূপ শ্রীলব্ধ হইয়া থাকে। যদি বল আমার অন্তর্ধানে তোমাদের হৃদয় ক্রোধানলে উদ্দীপ্ত হইয়াছে ; উহার বিষম দাহে আমার পক্ষে রসানুভব অসম্ভব।" তোমার একথায় কে বিশ্বাস করিবে? অত-বড় ভীষণ জ্বালাময় কালিয়শিরে পদার্পণে যাহার কোনও ক্লেশ হয় না ; আমাদের ক্রোধানলে তাহার কি হইতে পারে, সুতরাং এই সকল বচন-চাতুরী ত্যাগ করিয়া আমাদের প্রার্থনা পূরণ কর।

ফলত শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত জনগণের সুফলের কথা আর কি বলিব :—

একোপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো
দশাশ্বমেধাবভৃতেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণ-প্রণামী ন পুনর্ভবায়।

নিবৃত্তি পক্ষের ব্যাখ্যায় ইহাই প্রধান কথা।

হেমাদ্রি কেবলই শব্দার্থ মাত্র প্রদান করিয়াছেন যথাঃ—তৃণচরাঃ গাবঃ, নিকেতনমাশ্রয়ঃ, ফণী শেষঃ কালীয়শ্চ। এই পদ্যের প্রত্যেক চরণে দ্বিতীয় বর্ণ ণকার।

ব্যাকরণ-সাধনা-সহ পদ-পদার্থের-ব্যাখ্যা।

প্রণত দেহিনাং—প্রণত প্রাণিগণের। পাপকর্ষণম্—পাপনাশক।

তৃণচরানুগং—তৃণান্ চরতীতি তৃণচরঃ পশুঃ তান্ তৃণচরাননুগচ্ছতীতি কিম্বা তৃণচরাঃ গাবঃ তাঃ অনুসৃত্য গচ্ছতীতি যৎতৎ। ইহা দ্বারা অনেক প্রকার অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তৎ সকল পূর্ব্বকৃত ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীনিকেতনম্—লক্ষ্মী বা শোভার আবাসস্থল।

ফণিণ-ফণার্পিতম্—শেষও কালিয় সর্পের ফণায় অর্পিত। শেষ নাগের অঙ্কে নারায়ণ শয়নে ছিলেন ইহাই জানা যায় কিন্তু তাঁহার ফণায় পদার্পণ করেন নাই। হেমাদ্রিই শেষ নাগের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কালিয়নাগই এস্থলে লক্ষ্য। তাঁহার দমনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাহার ফণার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন; শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে এই খল-সংযমনলীলা অতি প্রসিদ্ধ।

তে—তোমার। পদাম্বুজং—পাদপদ্ম। পদ্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পদের রূপক ব্যবহারের হেতু, ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ অর্থে কর্ম্মধারয় সমাসে পদাম্বুজ পদ নিষ্পন্ন হয়।

কৃণু—কৃণুষ্ব (ছান্দসো লোপ) স্থাপন কর।

কুচেষু—কুচসমূহে (সকল গোপীদেরই সমান প্রার্থনা) এই অর্থে বহুবচন।

কৃন্ধি—(ছিন্ধি) ছেদন কর।

হৃচ্ছয়ম—কাম (হৃদি শেতে যঃ সঃ হৃচ্ছয়ঃ কামঃ তম্) যাহা হৃদয়ে শয়নভাবে অবস্থান করে তাহাই হৃচ্ছয়—অর্থাৎ কাম)।

(৮)

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধ-মনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী
রধর-সীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ।৮॥

সংক্ষিপ্ত সানুবাদ অন্বয়—হে পুষ্করেক্ষণ (কমললোচন) হে বীর (মহাসামর্থ্য যুক্ত দানবীর বা দয়াবীর) মধুরয়া গিরা (মধুর বাক্যদ্বারা) বল্গু বাক্যয়া (অর্থ ও ভাব প্রভৃতিতে প্রীতিকর ও মনোহর বাক্যদ্বারা) বুধ-মনোজ্ঞয়া (পণ্ডিতজন-চিত্তাকর্ষি বাক্য দ্বারা) মুহ্যতীঃ (মোহ প্রাপ্তা) ইমাঃ (এই সকল) বিধিকরীঃ (কিঙ্করী স্বরূপিণী) নঃ আমাদিগকে অধরসীধুনা (অধর মধুদ্বারা) আপ্যায়য়স্ব (আপ্যায়িত কর)—জীবন দান কর।

বঙ্গানুবাদ—হে কমললোচন, হে সর্ব্বসামর্থ, আমরা তোমার আজ্ঞাকারী দাসী। তুমি আমাদিগকে মধুর বাক্যে, ভাবার্থ পূর্ণ বাক্যে এবং পণ্ডিতজনগণের চিত্তহারি বাক্যে আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছ। আমরা তোমার সেই সকল ভালবাসা-মাখা কথায় মোহপ্রাপ্ত হইয়াছি। এই অবস্থায় আমাদিগকে ফেলিয়া তুমি অন্তর্হিত হইয়াছ। এখন অধরামৃত দ্বারা তোমার এই আজ্ঞাবহ দাসীদিগকে সঞ্জীবিত কর।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়

শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার অর্থ এই যে—ব্রজবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-সৌরভের ন্যায় তাঁহার নানা প্রকার প্রেমভাবপূর্ণ মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তদাস্বাদনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে সেই-সকল কথা তাহাদের মনে সমুদিত হইয়া তাঁহাদিগকে মোহান্বিতা করিয়া ফেলিল। কিন্তু অন্য কোনও প্রকারে ইহার প্রতীকারের উপায় না পাইয়া তাহার অঙ্গসঙ্গের পর পেয় ঔষধস্বরূপ তাঁহারই শ্রীমুখসুধাকরের রস-সুধাকর প্রার্থনা এই পদ্যে প্রকাশ করিলেন। হে সখে, তুমি আমাদিগকে অধর-সুধা পান করাইয়া সঞ্জীবিত কর নচেৎ অচিরেই আমাদের মরণ হইবে। তুমি বলিয়াছিলা, তোমাদের মত আমার প্রিয়তমা জগতে আর কেহই নাই, তোমার এই বাক্য আমাদের স্মৃতি পথে উদিত হইয়া আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিতেছে। তোমার অধরামৃতই আমাদের জীবনরক্ষাকর। বিরহে সেই অধরামৃত অভাবে আমাদের মূর্চ্ছাদশা উপস্থিত, তোমার সেই অধর-সুধাই জীবনরক্ষার উপায়। তুমি তাহা দান করিয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর। আমরা তোমার আজ্ঞাকারিণী দাসী। তোমার বাক্য অমৃতবৎ মিষ্ট, অথবা উহা পরমমাদক, তোমার বাক্য শব্দালঙ্কারে ও অর্থালঙ্কারে পণ্ডিতজনগণেরও চিত্তাকর্ষি—আমরা তো অবলা। আমরা যে তোমার সেই চিত্তাকর্ষি মনোহর বচন-সুধায় বিমুগ্ধা হইব, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ? যদি বল, আমার এই অদেয় অমৃত তোমাদিগকে দিব কেন ?" ইহা বলিতে পার না। তুমি যে দান-বীর—দয়াবীর ! তুমি যে কমললোচন—স্বভাবতঃই উদার। আরও শুন, আমরা তোমার বাক্যে মোহিতা হইয়াছি, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই করিয়াছি, ভাল মন্দ বুঝিবার জ্ঞান নাই। (অথবা আকার প্রশ্লেষে) আমরা নির্ব্বোধ, আমরা কিছু

বুঝিতে পারি না, আমরাই তোমার কথায় মজিয়াছি, যাহারা তোমার কথার রসময়ত্বাদি বুঝিতে পারে, তাহাদের আর কথা কি? অথবা জ্ঞানীরাই তোমার বাক্যে বিমুগ্ধ হয়; ভক্তগণের আর কথা কি? আমরা তোমার প্রেমে বিচার-শক্তি-হীনা হইয়াছি। এখন তুমি আমা-দিগকে মারিয়া ফেল, তাহাই আমাদের মত অবিবেকিনীগণের উচিত শাস্তি।" ইহা প্রেমার্ত্তিময়ী উক্তি। শ্রীপাদ সনাতন আরও লিখিয়াছেন, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের একটি কথা মনে করিয়া বলিতেছেন হে নাথ তুমি যে বলিয়াছিলে :—

কঠোরা ভব মৃদ্বী বা প্রাণাস্ত্বমসি রাধিকে।
অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ॥

ওগো বিনোদিনী রাই।
এই জগমাঝে ভাবিয়া দেখিনু
তোমা বিনা গতি নাই॥
মধুর ভাষিনী কঠোর-বাদিনী
যখন যেমন হও;
তুমি যে আমার পরাণ-পরাণ
হৃদয়ে সতত রও।
চাতক যেমন চন্দ্র-লেখা বিনা
আর কিছু নাহি চায়
আমার পরাণ দিবস যামিনী
কেবলি তোমাতে ধায়॥

তোমার এইরূপ চিত্তাকর্ষি মোহন মধুর বাক্যে আমরা তোমার আজ্ঞা-বহা দাসী হইয়াছি এবং তোমার বিরহে মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইয়াছি; এখন অধর-সুধাদানে আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর।

শ্রীমৎ ধনপতি সূরির ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে হে হৃদয়কমলসাক্ষিন্ তোমাকে আর কি বলিয়া বুঝাইব ? তুমি তো সকলই জান, আমরা তোমার বিরহে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া রহিয়াছি। হে পদ্মপলাশবিশাল-নয়ন,—একবার এখানে আসিয়া স্বচক্ষে আমাদের দশা প্রত্যক্ষ করিয়া যাও, দেখিয়া স্বীয় শ্রীধরামৃতে আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর।

অথবা অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা এই যে আমরা স্বভাবতই তোমার আজ্ঞা-বহা কিঙ্করী ; এখন তোমার বিরহে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি প্রথমতঃ তোমার মধুময় বাক্য দ্বারা তাহা দূর কর। যদি বল বাক্যদ্বারা কিপ্রকার মায়া দূরীভূত হইবে ? কেন হইবে না—তুমি যে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ, তোমার মুখনিঃসৃত মধুর বাক্যে অবশ্যই মোহের নিবৃত্তি হইবে। তোমার বাক্য অতি সত্যময়, লোকমাত্রেরই হিতকারক ; ইহার উপরে উহা জ্ঞানপূর্ণতানিবন্ধন বিজ্ঞজনেরও মনোজ্ঞ, সুতরাং উহাতে অবশ্যই আমাদের মোহ-নিবৃত্তি হইবে। তুমি পদ্মপলাশলোচন, তোমার দর্শনে ও তোমার অধর-সুধায় আমাদের তাপিত জীবন সুশীতল সুস্নিগ্ধ ও আপ্যায়িত হইবে। (অনভিজ্ঞা পক্ষে)—কেবল বহির্লেপার্থ ঔষধেও আমাদের তাপের শান্তি হইবে না, উহার সহিত পেয় অধর সুধারসও প্রার্থনীয়। তোমার অধর সুধারস, প্রকৃত পক্ষেই মহারসায়ন স্বরূপ উহা বাস্তবিকই মৃতসঞ্জীবন। তোমার কিঙ্করীগণ তোমার বিরহে মৃত; প্রায়। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। বিলম্বে জীবন থাকিবেনা। যদি বল, আমি যে তোমাদের জন্য এত পরিশ্রম করিব, ইহাতে আমার কি স্বার্থ, আমার লাভই বা কি ?”

গোপী উক্তি,—আমরা যে তোমার কিঙ্করী আজ্ঞাবহা দাসী। যদি বল তা হউক, কিন্তু ঔষধ তো আর অল্প নয় আমি এত ঔষধ দিতে পারিব না।" তদুত্তরে বক্তব্য,—সে কি কথা ! তুমি যে দানবীর দয়াবীর অতি উদার

তুমি সকলই দিতে সমর্থ। যদি বল, "তাবটে, কিন্তু সংসারে বিনা স্বার্থে কোনও কার্য্য হয় না, যাহাতে তোমাদের মূর্চ্ছা শান্তি হয়, তাহা আমি করিব, কিন্তু সন্দেশকে তাহার জন্য কি দিবে বল, শুনি।" গোপীরা বলিলেন, এই কথা ভাল, আমরা চিরদিনই তোমার আজ্ঞা পালন করিব, জন্মে জন্মে তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাদের অন্য কিছু দিবার নাই, ইহাতেও যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও, তবে আমরা আমাদের দেহপর্য্যন্ত তোমাকে দান করিব। ইহাতেও যদি তোমার সন্তুষ্টি না হয়, ইন্দ্রিয়প্রাণমন-বুদ্ধি-আত্মা সকলেই তোমার ঐ চরণে সমর্পণ করিব। তাতেও যদি তোমার ঋণ পরিশোধ না হয়, তবে তোমার দয়ার শরণ গ্রহণ করিব। তুমি দানবীর, দানশূর, এ সম্বন্ধে তোমার কোনও বিচার্য্য থাকিতে পারে না। তুমি মহা-সাত্ত্বিক ; যে দান প্রত্যুপকারের অপেক্ষাকরে না, তাহাই সাত্ত্বিক দান। আমরা তোমার নিকটে জীবনভিকারিণী।" মাধুর্য্যময়ী ব্যাখ্যাতেই এই পদ্যব্যাখ্যা শেষ করা হইল। মানিনী পক্ষের ও নিবৃত্তি পক্ষের ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না।

হেমাদ্রি কৃত শব্দের অর্থ এই :—"বল্গূনি বাক্যানি যস্যাঃ ; বিদগ্ধমনোহারিণ্যা। আজ্ঞাকরীঃ ; ন ভবতীভ্যো মমাঙ্গং প্রিয়তমমস্তি ইত্যেবং রূপয়া মৃষা বাচা বিমোহিতাঃ।" ইহার প্রত্যেকচরণে দ্বিতীয় অক্ষর ধকার। হেমাদ্রির টীকা অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলেই ইহার কৃত শব্দার্থাদি গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্যাকরণ সাধনাসহ পদ পদার্থ-ব্যাখ্যা

মধুরয়া গিরা—মিষ্টবাক্য দ্বারা (মধু সুধাং রাতি দদাতীবা মধুরং স্ত্রীলিঙ্গে মধুরা তয়া গিরা বাক্যেন)।

বল্গুবাক্যয়া :—শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কার যুক্ত ভাবময় বাগ্‌বিন্যাস আছে

যাহাতে এমন বাক্যদ্বারা ; অথবা আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতার্থাদি সৌষ্ঠব যুক্ত বাক্যদ্বারা (বল্গুনি মনোহরানি বাক্যানি যস্মিন্ তয়া)।

বুধ-মনোজ্ঞয়া—পণ্ডিতজনচিত্তাকর্ষি বাক্যদ্বারা।

পুষ্করেক্ষণ—হে বিশালউৎফুল্ললোচন ; (পুষ্করে হৃদয়কমলে ঈক্ষণং যস্য ইতি বা) অন্তর্দর্শিন্ অর্থও সুসঙ্গত হইতে পারে ;

বিধিকরীঃ—আজ্ঞাবহা দাসীগণকে।

ইমাঃ—ইহাদিগকে ; এই সকল আজ্ঞবহাদিগকে। বীর—সর্ব্বদানসমর্থ (সম্বোধন পদ ; ইহার বহু ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

মুহ্যতীঃ—মোহপ্রাপ্তা দাসীদিগকে (মুহ ধাতু শতৃ স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার বহুবচন, বিধিকরী পদের বিশেষণ)।

অধর-সুধয়া—অধরামৃত দ্বারা। অধরং শব্দটী ক্লীবলিঙ্গে রতিস্থান বুঝায়, পুংলিঙ্গে অধর পদের অর্থ নিম্নের ওষ্ঠ। অধরের সুধা অধর সুধা অর্থাৎ অধর রস।

আপ্যায়য়স্ব—সঞ্জীবিত৷ কর (শ্রীধর ও বীর রাঘব প্রভৃতি এই অর্থ করেন)। (সনাতনের ব্যাখ্যা, প্রীত কর ; তৃপ্তকর, ইত্যাদি) আং প্যায়ীধাতু, অত্মনেপদী ণিচ যুষ্মৎ পুরুষের একবচন লোট্ প্যায়ীঙ্ বৃদ্ধৌ।

নঃ—আমাদিগকে।

---

(৯)

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদা জনাঃ ।৯॥

সংক্ষিপ্তসানুবাদঅন্বয়—তব (তোমার) কথামৃতং (কথারূপ অমৃত) তপ্তজীবনং (ত্রিতাপজ্বালা সন্তপ্তজনগণের জীবন-স্বরূপ), কবিভিঃ (ব্রহ্মা শিব নারদও আত্মারামগণদ্বারা) ঈড়িতং (স্তুত ও প্রশংসিত) কল্মষাপহং (পাপনাশক); শ্রবণমঙ্গলং (শ্রবণ মাত্রেই মঙ্গলপ্রদ), শ্রীমৎ (সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত তোমার লীলা কথা-শ্রবণ সর্ব্বসাধনা হইতে উৎকৃষ্ট), আততং (সর্ব্বব্যাপক—পৌরাণিক, পাঠক ও গায়কগণ দ্বারা সর্ব্বত্র বিস্তৃত),—তোমার এতাদৃশ স্বতঃফলপ্রদ কথারূপ অমৃত) ভুবি (পৃথিবীর যে কোন স্থলে) যে জনাঃ (যাঁহারা) গৃণন্তি (কথারূপে দান করেন, উচ্চারণ করেন বা নিরূপণ করেন) তে (তাঁহারা) ভূরিদাঃ (সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাতা তাহাদের মত দাতা আর কেহই নহেন।)

সরলবঙ্গানুবাদ—তোমার অমৃত তুল্য কথা ত্রিতাপ-তপ্তজনগণের জীবনস্বরূপ, ব্রহ্মা শিব নারদ ও আত্মারামাদি দ্বারা স্তুত, পরিগীত ও প্রশংসিত; উহা পাপনাশক, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলজনক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট পাঠ কথকতা গীতাদি দ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। যাঁহারা জগতের যে কোন স্থানে তোমার এই কথামৃত কথারূপে দান করেন বা উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের তুল্য বহু দাতা আর কেহই নহেন।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়

শ্রীধরের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে গোপীরা বলিতেছেন, আমরা তোমার বিরহে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছি, ইহার উপরে যে সকল পুণ্যবান্ লোক তোমার কথামৃত পান করান, তাঁহাদের দ্বারাও বঞ্চিত আছি; তোমার কথামৃত সাধারণ অমৃত অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট,—যাঁহারা দেব ভোগ্য অমৃতকে তুচ্ছ করেন, এমন ব্রহ্মা শিব নারদাদিও ইহার স্তুতি করেন, মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এই অমৃত, কাম্যকর্ম্মাদির নিবর্ত্তক, পাপ-

নাশক ও নিত্যানন্দদায়ক ; সাধারণ অমৃতে এই সকল গুণের কিছুই নাই। এই অমৃত শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, ইহার প্রদেয় মঙ্গলের সহিত সে অমৃতের প্রদেয় মঙ্গলের তুলনাই চলে না। তাহাতে যে যৎকিঞ্চিৎ মঙ্গল হয়, তাহাও অনুষ্ঠানাপেক্ষ, ইহাতে কোনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল হইয়া থাকে। ইহা শ্রীমান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রাপ্য, সে অমৃত কিন্তু মাদক। যাহাতে এই প্রকার কথামৃত সকল দিকে ব্যাপ্ত হয়, তেমন ভাবে যাঁহারা এই কথামৃত দান বা প্রচার করেন, তাঁহাদের তুল্য বহুল দাতা আর এই জগতে কেহই নহেন। অথবা পূর্ব্ব জন্মে যাঁহারা বহু পুণ্যবান্ ছিলেন, তাঁহারা এই কথামৃত দান করেন ; অথবা যাহারা তোমার কথামৃত উচ্চারণ করেন, তাঁহারাই অতি ধন্য ; যাঁরারা তোমার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের ভাগ্যের আর সীমা কোথায় ? আমরাই সেই সৌভাগ্যের প্রার্থনা করি।

শ্রীপাদ সনাতন বলেন, বিষম বিরহের দিনে জীবন ধারণের একমাত্র উপায় কেবল তৎকথা শ্রবণ ; স্বীয় প্রেমময় অনুভব দ্বারা নির্ণীত প্রমাণেই জানা যায় যে, তাঁহার কথার মহিমাবর্ণন দ্বারা বিরহের দিনযামিনী-যাপনের এক মাত্র উপায়। গোপীরা বলিতেছেন, তোমার কথাই অমৃৎবৎ স্বতঃ-ফলদায়ক এবং অন্য ফল প্রদানেরও সাধক। ত্রিতাপসন্তপ্ত জীবগণের পক্ষে ইহা জীবনস্বরূপ ; মৃত্যুদশা, হইতেও ইহা রক্ষা করিতে সমর্থ। প্রাচীন ও আধুনিক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, ব্রহ্মাশিবনারদচতুঃসন প্রভৃতি আত্মারামগণ তোমার কথার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্রজবাসীরা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই অনুবাদপূর্ব্বক বলিয়া ইহারা শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করেন, নিজেরা তদ্বর্ণনে অসমর্থ, কেন না, তাঁহারা তো সেই রহস্য জানেন না। তোমার মাহাত্ম্য সকলেরই রোচক, এই মহা প্রভাবে সকলেরই পাপনাশের ইহা এক

মহাসাধক। এই সর্ব্ব রোচকতা- হেতু এই সাধনার পথে অন্য কোনরূপ অন্তরায় নাই।

সংসারের পাপ পুণ্য তো অতি লঘু বিষয়। ইহা শ্রবণ মাত্রেই মঙ্গল হয়। সেই শ্রবণের জন্যও কোন প্রয়াস পাইতে হয় না, অর্থ-বিচারেরও অপেক্ষা নাই, শরণমাত্রেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। আত্মারামগণ বলেন ইহা কেবল সন্তোদুঃখহর নয়,—সর্ব্বার্থদায়ক। সংসারের হেতুই পাপ, ইহা সেই পাপোন্মূলক, সুতরাং সর্ব্বদুঃখনাশক। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষযুক্ত; পাঠকথন ও গীতাদিরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। যাহারা তোমার এতাদৃশ কথামৃত জগতের যে কোনও স্থলে দান করেন বা উচ্চারণ করেন তাহারা সর্ব্ব প্রদাতা। এই গোকুলে বিশেষতঃ বিরহতপ্তা আমাদের পক্ষে তো একবারেই জীবনপ্রদ।

অথবা অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে, উহা এইরূপ—গোপীরা সত্রাসে বলিতেছেন, সখে যদি তুমি বল, যে হে পরম ব্যাকুলাগণ, যে পর্য্যন্ত আমি তোমাদিগকে আপ্যায়িত না করি, তাবৎ তোমরা আমার কথায় সময় যাপন কর" একথা বলিও না ; কেন না—তোমার কথাই আমাদের পক্ষে মরণস্বরূপ। তোমার কথাতেই আমাদের জীবন প্রতপ্ত হয় ; তপ্ত তৈলে জল নিক্ষিপ্ত হইলে উহা যেরূপ প্রজ্বলিত হয় আমাদেরও সেই অবস্থা ঘটে। স্তাবকগণ মিছামিছি পাপনাশক বলিয়া উহার প্রশংসা করিয়াছেন ; উহা চাটুকারের বাক্য। উহা শুনিতেই মঙ্গল, কিন্তু কাজে কিছুই অনুভূত হয় না ! উহা নিজজন যাদবাদি দ্বারা সর্ব্বত্র প্রসারিত। যাহারা উহা উচ্চারণ করেন, বা আমাদের নিকটে বলেন, তাঁহারা মহাপ্রাণঘাতক। আমরা তোমা ছাড়া ক্ষণমাত্রও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না।" ভূরি শব্দের উত্তর অবখণ্ডনার্থক দো ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন ভূরিদ অর্থ মহাপ্রাণঘাতক। ইহা ব্রজবালাগণের বিরহ-জনিত পরমার্ত্তিময়ী উক্তি।

'শ্রীমদাততং' পদের ব্যাখ্যা অন্যরূপও হইতে পারে—শ্রীমদান্ধ রাজাদের মধ্যে পৌরাণিকগণ দ্বারা বিবৃত, কিম্বা ধনী লোকেরাই তোমার কথা-নাট্যগীতাদি দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত করেন। আমরা তোমার কথা মাত্র শুনিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি না, আমরা কেবল তোমাকেই চাই।

শ্রীমৎ সুদর্শন সূরি কেবল একটি "ভূরিদাঃ" পদের ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা এই যে—তোমার কথামৃত সভাতে যাঁহারা প্রকাশ করেন তাঁহারা ধনমদান্ধ।" শ্রীবীর রাঘবের ব্যাখ্যা স্বামীর ব্যাখ্যারই অনুরূপ।

শ্রীজীব বলেন গোপীরা বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তুমি যদি, এরূপ বল, যে তোমাদের কথা মতই আমি কার্য্য করিব, তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে তোমার কথায় আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না,—তোমার কথাই অমৃত কিন্তু কার্য্য তাহার বিপরীত। তুমি মুখের কথায় মাত্র আমাদিগকে তৃপ্ত করিতে চাও, কিন্তু কার্য্যে কিছুই কর না। উহাতে আমাদের জীবন আরও প্রতপ্ত হইয়া উঠে তোমার কথায় জীবন তপ্ত হয় এই জন্য শাস্ত্রকারগণ উহার প্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু প্রেমিকগণ তোমার কথায় প্রশংসা করেন না। উহাতে পাপঘ্ন হইতে পারে, কিন্তু হৃৎতাপঘ্ন নহে। উহাতে হৃদয়ের তাপ দূর হয় না। সুতরাং শুনিতেই ভাল শুনায়, কিংবা পাপজনিত দুঃখ দূর হয় কিন্তু চিত্ত সুখদ হয় না। এই জন্য উহা ঐশ্বর্য্য মদে বিস্তৃত হয়। সুতরাং এই জগতে যাঁহারা তোমার কথা উপদেশ করেন, তাহারা ভূরি-চ্ছেদক। সুতরাং "তপ্তজীবন" 'কবিগণ স্তুত' ও 'কল্মষাপহ' প্রভৃতি কেবল অপ্রস্তুত প্রশংসা মাত্র। (প্রত্যেক পদের পূর্ব্বে একটি আকার ক্ষেপণ করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে)।

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই, গোপীরা বলিতেছেন হে কৃষ্ণ

তুমি যখন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, তোমার কথাও তেমন ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। তোমার বিরহে আমাদের জীবন চলিয়া যাইত, কিন্তু তোমার কথায় তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। তোমার কথা মোক্ষদায়িনী ও পরমানন্দদায়িনী; তোমার কথা অমৃতের ন্যায়, উহা মৃত্যু হইতে রক্ষা করে, উহা ভগবৎ-রসাত্মক। যাহা মরণ হইতে রক্ষা করে তাহাই অমৃত। তোমার কথাও সেইরূপ। জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা তাপ নষ্ট হয়, তোমার কথা দ্বারা তাহাও সংসাধিত হয়, উপরন্তু উহা পরমানন্দদায়িকা; উহা পাপ নাশিকা। যাহা অলৌকিক সাধক, তাহাই বীর্য্য নামে অভিহিত হয়। তোমার কথার দ্বারা অলৌকিক রূপে পাপ-ধ্বংস হয়, প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপ প্রশমনের উপায় শাস্ত্রে লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা ভগবৎ কথার তুল্য নহে। বিশেষতঃ তাহা বিপুল অনুষ্ঠানসাধক অথচ উহার ফল অতি অল্প ও অনিশ্চিত। প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনিতেও অমঙ্গল,—কেশমুণ্ডন, গোময়লেপন, দীর্ঘ উপবাস, অর্থ ব্যয় ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীভগবানের উদার চরিত্র শ্রবণে পদে পদেই আনন্দ এবং উহা অনায়াসসাধ্য। কথা-শ্রবণ অর্থব্যয়াত্মক নহে। অপর পক্ষে অর্থদায়ক, কেন না উহা শ্রীমৎ—কথা শ্রবণে রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ফলও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু সেই রাজ্যাদিপ্রাপ্তিও অতি নশ্বর ব্যাপার; ভগবৎকথা শ্রবণ,—আতত অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ব্যাপক। উহা সর্ব্বপ্রকারেই সকলেরই অন্তর্বাহ্য-ব্যাপ্ত। তুমি ব্রহ্মাদি দ্বারা প্রার্থিত হইয়া সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হও, আবার তিরোহিত হও, কিন্তু তোমার কথা একবার সমাগত হইলে আর লোকসমাজ হইতে তিরোহিত হয় না। যাহারা তোমার কথা দান-করেন বা প্রচার করেন, তাঁহারা বহু অর্থদায়ক।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে তোমার কথার মহিমা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? অপরের মুখে তোমার কথা শ্রবণেও মোক্ষ রূপ

অমৃত ও দেবভোগ্য অমৃত অপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ হয়। এই কথামৃত সংসারবিষাক্ত জনগণের তাপ এবং তোমার বিরহ-জনিত তাপ উভয়েরই নাশক। ধ্রুব প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ তোমার কথার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। উহা প্রারব্ধ পর্য্যন্ত পাপনাশক, স্বর্গীয় অমৃত, কামাদির উৎপাদক ও প্রবর্দ্ধক। মোক্ষামৃতও প্রারব্ধনাশক নহে। তোমার কথামৃত-শ্রবণ সুস্বাদু এবং অভীষ্টসাধকও বটে! কিন্তু মোক্ষামৃত ও স্বর্গীয়ামৃত সেরূপ নহে। ইহা প্রেম পর্য্যন্ত সম্পত্তিপ্রদ এবং বক্তৃতাও কথকাদি দ্বার সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল। অপর দুই অমৃতের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না। যাহারা এই কথামৃত দান করেন তাহাদের তুল্য দাতা আর কেহই নহেন। কথা-শ্রবণের প্রতিদানে সর্ব্বস্ব দিলেও ইহার প্রতিশোধ হয় না।

ইনি শ্রীপাদ সনাতনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কথার স্মৃতিময় ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। উহা দ্বিরুক্তি ভাবাপন্ন হইবে বলিয়া তাহার উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীরামনারায়ণের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, তোমার বিরহে আমাদের জীবন নাশ হইত, কিন্তু তোমার কথা বর্ণন ও শ্রবণাদি মৃত্যুর প্রতিবন্ধক হইয়াছে। ইহার ফল অমৃতরসাত্মক, কিন্তু তথাপি আমাদের পক্ষে তাহা পুরুষার্থপ্রদ নহে। যেমন চন্দ্র সুধাকর হইলেও প্রলয় সময়ে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-বৎ তেজ ধারণ করে, তোমার কথা, অমৃতস্বরূপ হইলেও তোমার বিরহে সেই মধুময়ী স্মৃতি আমাদের পক্ষে বৃশ্চিক দংশনবৎ ভীষণ জ্বালাপ্রদ হইয়া থাকে। তোমার কথা জনসাধারণের পক্ষে পাপনাশিনী ; আমাদের পক্ষে ইহার ফল অন্যরূপ। তোমার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের স্মৃতিময়ী কথায় আমাদের কামাগ্নি নষ্ট হয়, অথবা কাম রাগের বৃদ্ধি হয়। (হন্ ধাতু হিংসা ও গতি উভয়ার্থক) তপঃ প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য দ্বারা তৎসাধকের

ক্লেশ উৎপাদিত হয়, উহা ইন্দ্রিয়শোষক, কিন্তু তোমার কথা, শ্রবণমঙ্গল, শুনিতেও মধুর অথচ পরম পাপনাশিনী শক্তিবিশিষ্টা। "শ্রোত্রমনোভিরামাং, শ্রোত্র ঐ মনের অভিরাম। কবিগণ আরও বলেন—

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোদরম্
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃনাং
যদুত্তমশ্লোকগুণোঽনুগীয়তে

উহা অতি রমণীয়, অতীব রুচিকর প্রতি পদেই নব নবায়মান, সর্ব্বদাই মনের মহা প্রকর্ষসাধক, শোকসমুদ্র শোষক ইত্যাদি। বিষয়-সুখ খাটি সুখ নহে; উহা সুখের প্রতিবিম্ব মাত্র। পরম তত্ত্বই সুখের প্রকৃত আলয়, উহাই প্রকৃত সুখরসের অক্ষয় প্রস্রবণ। শ্রুতি বলেন "রসোবৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি"—এতস্যৈবানন্দাস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" পরম তত্ত্ব শ্রুতিসিদ্ধ পরম মঙ্গল। আমাদের কিন্তু তোমার কথা শ্রবণ মাত্রেই বর্ণস্বরমাধুর্য্যেই মঙ্গল হয়, কিন্তু হৃদয়টা তোমার নামাক্ষর শ্রবণ মাত্রেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। স্বর্গীয় অমৃত মর্ত্ত্য ধর্ম্মবিশিষ্ট, মানুষের পক্ষে অমৃত কিন্তু সে অমৃত মৃত্যু হইতে অত্যন্ত নিবৃত্তির সাধক হয় না। কেননা কল্পান্তে দেবতাগণের নাশের কথাও শুনা যায়। কিন্তু তোমার কথামৃত পানে যাহারা অমৃতত্ব লাভ করেন, তাঁহারা চির দিনই অমর হইয়া রহেন। শাস্ত্র বলেন—

মর্ত্ত্যোমৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ
তৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থং শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি।

মর্ত্ত্যগণ মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে পালাইয়া কোন স্থানে যাইয়াও নির্ভয়তা প্রাপ্ত হন না। কিন্তু যদৃচ্ছক্রমে তোমার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইলে স্বস্থতা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া পলায়ন করে।" শ্রীমৎ রামনারায়ণ ইহার আরও বহুপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমৎ ধনপতিসূরির ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে গোপীরা বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তুমি যদি বল যে আমি তোমাদের প্রেম পরীক্ষার জন্যই অন্তর্হিত হইয়াছিলাম; দেখিলাম এখন তোমরা প্রেমের উচ্চতম ভূমিতে আরোহণে সমর্থা হও নাই। যদি তাহাই হইত, তবে কি তোমরা আমার বিরহে জীবন-ধারণ করিতে সমর্থ হইতা। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা যে মরি নাই, ইহাতে আমাদের কোনও অপরাধ নাই, তোমার কথারই সেই অপরাধ! কেননা, তোমার কথা অমৃতস্বরূপ। নারদাদি তত্ত্বদর্শিগণ তোমার কথার মহিমাকীর্ত্তন করেন। ইহা স্বর্গীয় অমৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে অমৃত বিষয়ীদেরই স্তবনীয় কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী বা ভক্তগণ কখনও সে অমৃতের প্রশংসা করেন না। তোমার কথামৃত সাধারণ কল্মশের নাশক নহে তাহা অতি সহজ সাধনাতেই হয়, কিন্তু ইহা সর্ব্বপাপের মূল যে অবিদ্যা তাহারও নাশক।

অনভিজ্ঞা পক্ষে—ওহে আমরা মহাশঙ্কটেই পড়িয়াছি, মরিয়া যে সর্ব্বজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব, সে মরণও আমাদের ভাগ্যে নাই, তোমার কথারূপ অমৃত এখন আমাদের জীবন রক্ষক হইয়াছে। তোমার বিরহজ্বালায় আমাদিগকে দগ্ধ করার জন্যই কি তুমি তোমার কথারূপ অমৃত দ্বারা আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছ। অথবা যদি বল আমার কথাবলম্বনে কিঞ্চিৎকাল জীবনধারণ কর;—আমরা বলি তাহা অসম্ভব, কেননা তোমার কথাতেই মৃত্যু উদ্দীপিত হয়, উহা মৃত্যুরই সাধন; উহাতে কি আর জীবনধারণ করা চলে? যেমন তপ্ততৈলে জল দিলে

সে তপ্তৈতেল শীতল হয় না, তাহার তাপ দূর হয় না, প্রত্যুত উহা বাড়িয়া উঠে। তোমার কথামৃত সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা! উহা আমাদের প্রতপ্ত হৃদয়ে মৃত্যুর অনল জ্বালিয়া দেয়। যাহারা মিথ্যা কল্পনাকুশল, তাহারাই কবি। তাহারা উহাকে পাপনাশক বলিয়াছেন। দুঃখভোগ দ্বারা যদি পাপ নিবর্ত্তিত হয়, তবে উহা সেইরূপ পাপনাশক। উহা শ্রবণ মঙ্গলমাত্র, উহা আপাতরম্য, এবং সৌন্দর্য্য-আশ্চর্য্য-গর্ব্বদ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। আমাদের সমক্ষে যাহারা উহা প্রচার করে, তাহারা মহাঘাতুক (ইহা প্রেমার্ত্তিজনিত উক্তি)।

নিবৃত্তিপক্ষে—তোমার কথা শ্রবণে জীবের সর্ব্বসন্তাপ দূর হয়, উহা অমৃততুল্য—প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের নিবৃত্তি হয় তাহা কষ্টদায়ক, ব্যয়সাধ্য, অথচ তাহাতে পাপের বীজোন্মুলন হয় না। কিন্তু তোমার কথাসেবীদিগের কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অপেক্ষা করে না। এমন উৎকট বিঘোর প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে উহা শুনাও অমঙ্গল, কিন্তু পরমোদার হরিকথা শ্রবণমাত্রই পাপের মূল দূরীকৃত হয়, অথচ শ্রবণেই আনন্দ হয়, উহা আপাতরম্য নহে, বাস্তব শোভাযুক্ত এবং সর্ব্বত্র ব্যাপি এবং সকলেরই আদরণীয়। (এস্থলে "নিবৃত্তর্ষৈরূপগীয়মানাৎ" পদ্যটিও স্মর্ত্তব্য)। যাহারা এই কথামৃত প্রচার করেন, তাহারা মহাদাতা, সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠান ফলভাগী। অথবা জন্মান্তরে যাহারা ভুরিদ ছিলেন তাদৃশ পুণ্যবান্ জনেরাই এ জন্মে তোমার কথামৃত ভজন করেন। অথবা মুমুক্ষুগণের জন্য যাহারা কথামৃত প্রচার করেন, তাঁহারা বহুদাতা। যেহেতু অভয়দানের তুল্য দান নাই। অথবা যাঁহারা এই কথামৃত প্রচার করেন, তাঁহারা বহুদাতা ও অজনা (ভুরিদা+অজনাঃ) (বিষ্ণুস্বরূপ) অথবা অস্য বিষ্ণোর্জ্জনাঃ অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত। অথবা হে ভুরিদ তুমি লীলাবিগ্রহরূপে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষাকার শ্রীপাদ শ্রীনাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, এস্থলে অমৃত শব্দের অর্থ বিপরীত লক্ষণ দ্বারা এখানে বিষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তোমার কথা বিষ-স্বরূপ। ইহা হইতে জীবন প্রতপ্ত হয়। শাস্ত্রকারী কবিরাই ইহার প্রশংসা করিয়াছেন; প্রেমজ্ঞগণ দ্বারা ইহার প্রশংসা করা হয় নাই। ইহা পাপনাশক কেননা বিষদ্বারা বিষ নষ্ট হইতেও পারে কিন্তু ইহা বিরহ-অগ্নির প্রশমক নহে। ইহা শ্রবণসুখদ বটে, কিন্তু যদি আস্বাদন না করা যায়, তবে অন্তভবেও কোন সুখ নাই। ইহা ঐশ্বর্য্যজনিত স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা ব্যাপৃত। সাধারণ অমৃতের পক্ষে এইরূপই বটে, কিন্তু অন্য অমৃত অপেক্ষা ইহা স্বতন্ত্র। যাঁহারা এই কথা প্রচার করেন তাঁহারা বহুনাশক। (দো ধাতু হইতে উৎপন্ন দ শব্দটী অবখণ্ডন অর্থক বা নাশার্থক)। হেমাদ্রি বলেন, ভুরিদ—স্থূল দাতা। এই পদ্যের প্রত্যেক চরণেই দ্বিতীয় বকার। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক চরণের অর্দ্ধে বর্ণসাম্য দৃষ্ট হয়। প্রথম চরণের উভয়ার্দ্ধে প্রথমতঃ তকার, দ্বিতীয় চরণেরই উভয়ার্দ্ধেই প্রথমতঃ ককার, তৃতীয় চরণের উভয়ার্দ্ধেই প্রথমতঃ শকার, চতুর্থচরণের উভয়ার্দ্ধেই প্রথমতঃ ভকার দৃষ্ট হয়।

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদ-পদার্থ-ব্যাখ্যা।

তবকথামৃতং—তোমার কথারূপ অমৃত।

তপ্ত-জীবনং—সংসার তপ্ত জনগণের জীবন (জীবয়তি যৎতৎ জীবনং তপ্তগণকে জীবিত করেন।

কবিভিরীড়িতম্—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা স্তুত ও প্রশংসিত।

কল্মষাপহম্—পাপনাশক ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথা যে অশেষ পাপের বিনাশক, শাস্ত্র মাত্রেই ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। আমার সংগৃহীত শ্রীশ্রীনাম-মাধুরী গ্রন্থে পাঠক মহোদয় ইহার বহুল প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

শ্রবণ-মঙ্গলম্—শ্রবণ মাত্রেই মঙ্গল। "মধুর মধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং" "সদ্যোহস্যবরুদ্ধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ" ইত্যাদি বহুপ্রমাণ দৃষ্ট হয়।

শ্রীমৎ—বিবিধ পারমার্থিক ও ঐহিক ঐশ্বর্য্যপ্রদ।

আততং—পুরাণপাঠে কথায় ও গানে সর্ব্বত্র বিস্তারিত। (আং+তন্+ক্ত)

ভুবি—জগতের যে কোন স্থানে।

গৃণন্তি—উচ্চারণ করা মাত্রেই দিবাদি গণীয় গৃ ধাতুর অর্থ শব্দ উচ্চারণ করা। গৃণন্তি পদের অর্থ, পাঠাদি দ্বারা কথামৃত প্রকাশ ও প্রচার করা।

যে—যাঁহারা।

ভূরিদাজনাঃ—যাঁহারা ভুরি দান করেন; যাঁহারা কথামৃত দান করেন তাঁহারা ভুরিদা। অন্যান্য দানের ফল নশ্বর ও অল্প। ভগবৎকথামৃত দানের ফল অক্ষয় মুক্তিপ্রদ ভক্তিপ্রদ ও প্রেমপ্রদ। অথবা যাঁহারা ভূরিদ, তাঁহারাই তোমার কথামৃত প্রচার করেন, অথবা পূর্ব্বজন্মের বহুদান নিবন্ধন সুকৃতি ফলেই তোমার কথা-প্রচারে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে। ভূরিদাজনার স্থলে ভূরিদাঃ অজনা এইরূপেও পদচ্ছেদ করা যাইতে পারে "অজনাঃ" অর্থ বিষ্ণুভক্তগণ।

ভগবৎকথা যে শ্রবণমঙ্গল, পাপনাশক ও অক্ষয় অমৃতস্বরূপ এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুল প্রমাণ আছে। আমার কৃত শ্রীনাম মাধুরী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় শত শত প্রমাণের উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তদীয় বৈচিত্র্যময়ী ব্যাখ্যার দ্বারা গোপীগীতার প্রত্যেক পদ্যের উত্তাল-তরঙ্গময় অনন্ত অফুরন্ত রসসিন্ধুর সৃষ্টি করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকার-গণ তদবলম্বনে প্রত্যেক পদ্যেরই নানাবিধ বিপরীত ভাব প্রদর্শন করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীমৎ রামনারায়ণ ও শ্রীমৎ ধনপতিস্থূরির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে উহাদের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইল।

(১০)

প্রহসিতং প্রিয় প্রেম-বীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যান-মঙ্গলম্।
রহসি সম্বিদো যা হৃদি স্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০ ॥

সানুবাদ সংক্ষিপ্ত অন্বয়—(হে প্রিয়) (হে লোভন) হে কুহক (হে কাপট্যপটো) তে (তোমার) যৎ প্রেম-বীক্ষিতং (যে প্রেমযুক্ত চাহনি) তথা প্রহসিতং (প্রেমযুক্ত হাসি) তথা ধ্যানমঙ্গলং তাদৃশং যৎ বিহরণঞ্চ (তাদৃশ ধ্যানমঙ্গল, সখীগণ সহ ক্রীড়াবিলাস) যাঃ হৃদিস্পৃশঃ রহসি সম্বিদঃ (তোমার সেই যে হৃদয় স্পর্শিনী বেণু আদির নির্জ্জন নম্রউক্তি সমূহ) আমাদের (মন) মনকে (ক্ষোভয়ন্তি) ব্যাকুল করিতেছে। (হি) নিশ্চয়রূপে। এস্থলে ধ্যানমঙ্গল পদটি, প্রহসিত, প্রেমবীক্ষিত ও বিহরণ এই তিন পদেরই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সরল বঙ্গানুবাদ—হে প্রিয়! হে কাপটাপটো, তোমার সেই ধ্যানমঙ্গল প্রেমযুক্ত চাহনিতে, তোমার তাদৃশ হাস্যে তোমার তাদৃশ বিহারবিলাসে আর তোমার সেই নির্জ্জন হৃদয়স্পর্শী নম্রোক্তিসমূহে আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। (এখন তোমার আশাবদ্ধ হইয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না।)

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়

শ্রীধর বলেন শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিতেছেন আমার কথা শুনিয়াই তোমরা নিবৃত্তা হইয়া থাক, আর দর্শনের প্রয়াসে কি প্রয়োজন? এতদুত্তরে গোপিকারা বলিতেছেন তোমার বিবিধ বিলাসে আমাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ

হইয়াছে আমরা কিছুতেই শান্তি পাইতেছিনা, তোমার সেই রসময় হাস্য সেই প্রেমযুক্ত চাহনি, আর তোমার নিভৃত নিকুঞ্জ বিহরণ ও হৃদয়স্পার্শনী সঙ্কেতলালা চেষ্টা স্মরণ করিয়া আমাদের চিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে। তোমার দর্শন ভিন্ন আর আমাদের শান্তি নাই।

শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ওগো নির্ব্বুদ্ধিগণ, তোমাদিগের জীবনধারণের জন্য আমার কথাই তো যথেষ্ট। আমার কথা লইয়াই কালক্ষেপ করিলেই তো পার। তদুত্তরে গোপীগণ বলিতেছেন, আশায় আশায় আর কতকাল যাপন করিব বল; এখন আর যে পারি না। হে প্রাণের প্রাণ! একবার দেখা দাও। এখন দিবা-নিশি কেবল তোমার সেই মনমাতান হাসির কথা তোমার সেই প্রেম-মাখা চাহনির কথা, তোমার সেই ধ্যান-মঙ্গলবিহারের কথা মনে হইতেছে। যাহা প্রত্যক্ষে উপভোগের বিষয় ছিল, এখন সে সকলই ধ্যানের বিষয় হইয়াছে। তোমার কায়িক বাচিক ও মানসিক সঙ্কেত চেষ্টাগুলি মনে পড়িতেছে, আর উহারা প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে। অথবা তোমার প্রেমমাখা মধুর চাহনি মনে করিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। তুমি যে বলিয়াছিলা, "তোমরা আমার প্রিয়তমা আমি অবশ্যই তোমাদের ইষ্ট সাধন করিব" তোমার সে প্রতিজ্ঞা এখন কোথায় রহিল? তুমি এখন আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ। এখন দেখিতেছি, তোমার আগা-গোড়াই কাপট্য—কেবলই কপটতা,—বলদেখি তুমি কুহক-শিরোমণি বই আর কি? কিন্তু তোমার সেই কপটতাময় মাধুর্য্যগুলি আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া ফেলিতেছে।

অপর প্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে, তাহা এই যে হে বিচার-লুব্ধাগণ, আমি যখন দুর্ল্লভ, আমার প্রতি এত অনুরাগ প্রদর্শন তো উচিত হয় নাই; না বুঝিয়া যাহা করিয়াছ, তজ্জন্য অনুতাপে কোন ফল নাই

এখন আমার কথা শ্রবণ করিয়া তাহাতেই নিমগ্ন থাক। গোপীরা বলিতেছেন, ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও লাভ নাই, তোমার ব্যবহারেরই দোষ। তুমি কপটাচারী, কেনইবা এরূপ হাসি, কেনইবা প্রেমমাখা চাহনি এবং সহজ মৃদুমধুর হাসি অপেক্ষা ঐরূপ উদ্ভট হাসি, প্রেমবিলাস-ময় বিলাস দেখাইলে? তোমার ভাব দেখিয়া আমাদের চিত্ত ধ্যানে ধ্যানে তোমাতে আশাবদ্ধ হইয়াছে এবং চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে।

শ্রীমৎ বিজয়ধ্বজ সম্বিৎ পদের নানার্থ দিয়াছেন যথা :—

সম্বিদ্ যুদ্ধে প্রতিজ্ঞায়াং সঙ্কেতাচারনামসু।
সম্ভাষণে ক্রিয়াকারে বিজ্ঞানে তোষণে পি চ॥

নিম্নলিখিত অর্থে সম্বিৎ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—যুদ্ধে, প্রতিজ্ঞায়, সঙ্কেতাচারে, সম্ভাষণে, ক্রিয়াকারে বিজ্ঞানে ও তোষণে। বিজয়ধ্বজ বলেন সুরত ব্যাপারে ইহার সকলই সম্ভাবিত হয়। কুহক শব্দের অর্থ ধূর্ত্ত। প্রণয়-কোপে এইরূপ সম্বোধন করা হইয়াছে। হি শব্দের অর্থ হেতু। ইহা দ্বারা অধর সুধা প্রার্থিত হইয়াছে।

শ্রীজীবের ব্যখ্যার মর্ম্ম এই যে কেবল যে তোমার কথার এরূপ শক্তি তাহা নহে, তোমার সর্ব্বপ্রকার প্রেম-চেষ্টাই আমাদের চিত্তক্ষোভকরী শক্তিময়ী। তোমার প্রহাস, বিহার, তোমার বিজন সংবাদ—এই সকলই এখন আমাদের চিত্তক্ষোভের হেতু হইয়াছে। তোমার সম্মিলনে যাহা যাহা সুখের হেতু ছিল, তোমার বিরহে এখন সেই সকলই দুঃখের হেতু হইয়াছে। তোমার প্রহাস কি প্রেমের চাহনি মাখা, তোমার বিহার ধ্যানে ধ্যানেই ভাল, উহা ধ্যানে মঙ্গল, কেন না, ধ্যাতার মনঃক্ষোভ হয় না কিন্তু কার্য্যতঃ ভাল নয়, তোমার সঙ্কিতবার্ত্তা হৃদয়স্পর্শী কিন্তু তুমি প্রকৃতই কপটাচারী ধূর্ত্ত।

শ্রীরামনারায়ণ, মঙ্গল পদটী লইয়া মহাপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

পদ পদার্থ-ব্যাখ্যায় তাহা প্রদত্ত হইবে। শ্রীমৎ ধনপতি সুরির ব্যাখ্যা-মর্ম্ম এই যে—যে পর্য্যন্ত রমণ ঘটে সেই পর্য্যন্তই সাক্ষাৎসম্ভোগ সন্তোষ বিধেয়। ইতঃপরে আমার কথামাত্র দ্বারা জীবিতাগণের পক্ষে ধ্যানই পরমমঙ্গল-জনক।" শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্যের উত্তরেই যেন গোপীগণ বলিতেছেন, হে কুহক, আমরা জানি তুমি পরমাত্মা, কপটলীলায় আমাদের প্রিয় বিগ্রহ প্রকট করিয়াছ,—ইহা জানিয়াও আমাদের রমণ-ইচ্ছার নিবৃত্তি হইতেছে না, তাদৃশ দোষ বশতঃ আমাদের চিত্তও স্থির হইতেছে না। তোমার প্রহাস, প্রেমময়ী দৃষ্টি, ও বিহার এই তিনটি ধ্যানেই মঙ্গলস্বরূপ। তোমার নিভৃত নির্জ্জন রহঃকেলি-সঙ্কেত আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তক্ষোভ জন্মাইতেছে। তোমার হাস্যাদি যদিও গুণ কিন্তু এই বিরহ-দশায় এই সকলই আমাদের চিত্ত ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। এখন বল দেখি আমরা কি করিব ?"

শ্রীনাথ পণ্ডিত বলেন তুমি আমাদের কেবলই দোষ জান। নচেৎ কেন পরিত্যাগ করিতেছ ? তুমি অত্যন্ত নির্দ্দয়, আমরা সেরূপ নহি। কেবল তোমার জন্যই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি।" এই পদ্যের প্রত্যেক চরণেই দ্বিতীয় বর্ণ ইকার আছে।

ব্যাকরণ-সাধনা সহ পদ পদার্থ-ব্যাখ্যা।

প্রহসিতং—মন্দ হাসি অপেক্ষা প্রকর্ষযুক্ত হাস্য। প্র পূর্ব্বক হস্ ধাতু ভাবে ক্তঃ; "ভাবেক্লীবে সর্ব্বত্র" এই বিধানানুসারে জানা যায়, ভাবে ক্লীবলিঙ্গে সর্ব্বত্রই ক্ত প্রত্যয় হইয়া থাকে।

প্রিয়—সখে ; সম্বোধনপদ ; হে লোভন ইত্যর্থঃ।

প্রেমবীক্ষিতম্—প্রেমযুক্ত চাহনি ; প্রেম্না বীক্ষিতং প্রেমসহ চেয়ে থাকা।

বিহরণঞ্চ—বিহার ; বিপূর্ব্ব হৃধাতুর উত্তর যু প্রত্যয়। তে—তোমার।

ধ্যানমঙ্গলং—ধ্যান দ্বারা মঙ্গল। **মঙ্গল** শব্দটি শ্রীমৎ রাম নারায়ণ বিবিধরূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, যথা—ধ্যানেন মা সকামানাং লক্ষ্মীঃ, নিষ্কামানাং জিজ্ঞাসূনাং মা প্রমা, ব্রহ্মাত্মবোধ বিদুষামপি। মা শোভা যস্মাৎ তৎধ্যানং তথাতে মধুর-মুখর-স্ফীত; গীত-রবাঞ্চিতং নৃত্যদোলাদিনা বিচিত্রমনোজ্ঞভাব দর্শকং গলং কণ্ঠং তথা গায়তীতি গঃ তেনৈব গানেন লাতি অনুগৃহ্লাতীতি লঃ; সচ সচ তথাত্বং ইতি মঙ্গলম্।

রহসি—নির্জ্জনে; রহঃ কেলির উপযুক্ত স্থানে।

সংবিদঃ—সঙ্কেত বিষয়ক নর্ম্ম। এইস্থলে ব্যবহৃত সংবিৎ শব্দটীর বিবিধ অর্থ শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে।

যাঃ হৃদিস্পৃশঃ—যে সকল রহঃকেলিকলার সঙ্কেতনর্ম্ম হৃদয়স্পর্শ করে।

কুহক—কপট, ধূর্ত্ত। **নঃ**—আমাদের।

ক্ষোভয়ন্তি—বিচলিত করে। **হি** নিশ্চিত।

(১১)

চলসি যদ্ ব্রজাৎ চারয়ন্ পশূন্
নলিন-সুন্দরং নাথ তে পদম্
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি। ১১॥

সং ক্ষণ্ড সানুবাদ অন্বয়—হে নাথ, হে কান্ত যদ্ (যে সময়ে) পশূন্ (গো সমূহকে) চারয়ন্ (চারণ করার জন্য) ব্রজাৎ (ব্রজ হইতে) চলসি (গমন কর) (তখন বিবিধ পশুচারণার্থ পথত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে) শিলাতৃণাঙ্কুরৈঃ (শিলাতৃণাঙ্কুরসমূহ দ্বারা (শিলা কাঁকড়,

তৃণ ও অঙ্কুর দ্বারা অথবা শিলার মত কঠিন তৃণাঙ্কুর দ্বারা) তে (তোমার) নলিন-সুন্দর (পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও সুকোমল পদ শ্রীপাদপদ্ম) সীদতি (ব্যথা প্রাপ্ত হয়) ইতি সম্ভাব্য (ইহা মনে করিয়া) নঃ (আমাদের) মনঃ কলিলতাং ; বৈকল্যে গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয় সুতরাং তুমি বনভ্রমণ ত্যাগ করিয়া শীঘ্র এখানে এস, ইহাই ভাবার্থ।)

সরল বঙ্গানুবাদ—হে ব্রজেশ্বর, হে কান্ত, তুমি যখন গোচারণের জন্য গোচারণ-মাঠে গমন কর, তখন শিলাতৃণাঙ্কুরে তোমার কমল-কোমল চরণে না-জানি কতই ব্যথা পাও, তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের চিত্ত অতীব ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

শ্রীধরী ব্যাখ্যার ভূমিকা এই, আমাদের হৃদয় তোমার প্রেমে আর্দ্র আর তুমি কিনা, আমাদের প্রতি কেবলই কপটাচরণ কর। তোমার বনগমনের কথা ভাবিয়া আমরা ব্যাকুল হই। এই পদ্যটী সেই ব্যাকুলতা-ভাব প্রকাশক।

শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, হে নাথ তোমার বনে যাওয়ার সময় হইতে প্রত্যাগমন পর্যান্ত আমাদের মনে কেবলই ভীষণ চিন্তা উদিত হয়। তুমি পশুদের সঙ্গে সঙ্গে অপথে কুপথে কণ্টকে কঙ্করে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও। ইহাতে তোমাদের কমলকোমল পদে কত কষ্ট হয়।

অথবা পশুগণ নির্ব্বোধ, তাহারা তোমার পাদপদ্মের পক্ষে যে পথ দুর্গম, তাদৃশ পথেও ভ্রমণ করে। তুমি তাহাদের সঙ্গে কণ্টকময় পথে গমন কর। সাধারণতঃ গোচারণভূমি ঘনমৃদুতৃণময়, উহাতে ভূতলবর্ত্তি বালুকার অভাবই দৃষ্ট হয়। (হরিবংশে লিখিত আছে "অঝিল্লীকণ্টকবনম্" সেই বনে সর্ব্বত্রই কণ্টকাভাব। গোবর্দ্ধন স্বয়ং হরিদাসবর্য্য। তাঁহার ও তাঁহার অনুগত গিরিবর্গের শিলা শ্রীকৃষ্ণের পাদন্যাসের জন্য নবনীতপ্রায় কোমল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়) তুমি ব্রজেশ্বর, পশুদের সহিত এইরূপ বনে বনে ভ্রমণ ও

ক্লেশভোগ তোমার পক্ষে অযুক্ত। তোমার ঐ সুকোমল পাদপদ্ম কেবল আমাদেরই করস্পর্শযোগ্য—তুমি সর্ব্ব ব্রজজনের নাথ ও কান্ত, অকিন্তু আমাদের তুমি বাস্তবিকই নাথ ও কান্ত। অথবা তুমি প্রিয়জনের নাথ—অর্থাৎ উপতাপক,—কেবলই কষ্ট দাতা।

যদি বল, তোমরা যখন এরূপ বিবেকবুদ্ধিমতী, এ অবস্থায় আমার চিন্তা ছাড়িয়া দিলেই তো হয়। আমরা বলি, তুমি এরূপ বলিতে পার বটে, কিন্তু আমরা কি তোমার চিন্তা ছাড়িয়া থাকিতে পারি, বায়ুভিন্ন জীব বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, জল ভিন্ন মৎস্যের পক্ষেও জীবন ধারণ সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু তোমার চিন্তা-বিহনে একমুহূর্ত্তও আমরা থাকিতে পারি না। তুমি আমাদের কান্ত, প্রাণেশ্বর ও জীবিত-নাথ! বিজ্ঞগণের সুবিখ্যাত উক্তি এই যে :—

"যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ।"

জীবগণ যত সংখ্যক মনের প্রিয় আত্মীয় বন্ধু বান্ধব করিয়া লয়, তত সংখ্যক শোক-শঙ্কু তাহাদের হৃদয়কে নিখনন করে। প্রিয় সম্বন্ধ-সৃষ্টির বিষময় ফলই শোক-শঙ্কুর সৃষ্টি করা। প্রীতি সম্বন্ধ-সংস্থাপনের ইহাই দোষ। যদি বল যে এই ক্লেশজনক সম্বন্ধ সৃষ্টি কর কেন? আমরা কিছুই স্বতঃ করি নাই, তুমি যে আমাদের স্বরূপসম্বন্ধেই কান্ত। আমরা ইচ্ছা করিয়া প্রীতি-সম্বন্ধের সৃষ্টি করি নাই। তোমার বন-ভ্রমণের ক্লেশ আমাদের অসহ্য। অধিক আর কি বলিব, তোমার এই দুঃখ দেওয়া ব্যাপারটী কেবল কোন বিশেষ সময়ের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ব্যাপার নয়। কি বিরহে—কি মিলনে—কোনও সময়ে তোমা হইতে আমাদের দুঃখের বিরাম নাই। গোচারণার্থ বনগমনের আরম্ভ হইতে পুনরাগমন পর্য্যন্ত সকল সময়েই আমাদের ক্লেশ। পশুগুলির সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বিচরণ

করিতে হয়, তাহারা কণ্টক কঙ্করপূর্ণ কুপথে তোমাকে লইয়া যায়, সে ক্লেশ আমাদের অসহ্য।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে। তিনি লিখিয়াছেন গোপীরা বলিতেছেন তুমি যখন বনে যাও, তখন আমাদের সহিত আমাদের মনের কলহ ঘটিয়া থাকে। কলহটা এই প্রকার—

আমরা—ওরে ভাই মন, একটা কথা ভাবিয়া দেখ, বনগমনে কৃষ্ণের ক্লেশ হইলে তিনি প্রতিদিনই বনে বনে ভ্রমণ করিতে যাইতেন কি? খুব সম্ভবতঃ তাহার ক্লেশ হয় না, তবে কেন তুমি মিছেমিছি ক্লেশ বোধ কর?

মন—অয়ি নির্ব্বুদ্ধি গোপবালাগণ, তোমরা কি জান না, যে স্থলপদ্ম হইতেও তাঁহার পাদপদ্ম অতীব সুকোমল, বনে তৃণাঙ্কুর কতই আছে! সেই কুসুম-কোমল চরণতলে কেন পীড়া না হইবে?

আমরা—অরে মুগ্ধমন, তিনি সুকোমল বালুকা-আবৃতপথে গমন করেন।

মন—অয়ি নির্ব্বুদ্ধি গোপ বালিকাগণ, গবাদি কি পথে পথে বিচরণ করে? তাহারা যে পথ ছাড়িয়া কুপথে যায়, তাহা কি জান না?

আমরা—অরে প্রেমান্ধ, তিনি যে চক্ষুষ্মান্ তিনি কেন শিলাতৃণের উপয়র পদ দিয়া চলিবেন?

মন—ওগো প্রেমগন্ধ-রহিতা ব্রজবালাগণ, চিত্তের আবেগে বা ভ্রমবশতঃ যদি কণ্টককঙ্করাদির উপরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পতিত হয় তখন কি দশা ঘটে?

আমরা—চিত্তভ্রাতঃ, ঠিক্ বলিয়াছ! এই সকল দুঃখ ভোগ করার জন্যই তো বিধাতা আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন।

মন—এই সকল দুঃখ ভোগ করার জন্যই যদি তোমাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, ভাল, তোমরা তাহা ভোগ কর। দুঃখিনীগণ, আমি কখনই

তাহা পারিব না; আমি তোমাদের প্রাণগুলির সহিত এখনই তোমাদের দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া চলিয়া যাইতেছি।”

শ্রীরামনারায়ণের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় এই যে, হে কান্ত, হে নাথ তুমি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়তম। শ্রীবৃন্দাবন তোমার নিত্য বিহার ভূমি; এখানে কণ্টকাদি নাই। কিন্তু তুমি পশুচারণের জন্য যখন বনে ভ্রমণ কর, তখন তোমার কমল-কোমল শ্রীচরণে ঐ কণ্টককঙ্করে না-জানি কতই ব্যথা হয়, তাই ভাবিয়া আমাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়। আমাদের নিজের কঠিন স্তনকেও আমরা শিলার মত মনে করিয়া তদুপরি পুলকজনিত লোমাবলীকে তৃণাঙ্কুর মনে করিয়া তোমার যে কোমল-চরণ বক্ষে ধারণ করিতেও ভয় করি, তুমি সেই কুসুমকোমল শ্রীচরণে কি প্রকারে পশুগম্য কণ্টক-কঙ্করাচ্ছন্ন বন পথে ভ্রমণ কর, ইহা মনে করিয়া আমাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইতেছে। আবার ইহাও আমাদের মনে হয় তোমার শ্রীপাদ পদ্মের অবসাদনার কথা ভাবিয়া যেমন আমাদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, ব্রজের শিলাতৃণাঙ্কুর প্রভৃতিরও সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু তাহারাও তো আমাদের মত ব্রজবাসী ও চিন্ময়! তাহারাই বা দ্রবীভূত না হইবে কেন? তোমার ঐ শ্রীপাদস্পর্শে পাষাণ গলিয়া যায়, ইহা কে না জানে? কিন্তু তোমার বিরহে বিরহে আমরা এমনই জড়মতি হইয়া পড়িয়াছি, যে আমাদের চিত্তে এখন সে তত্ত্ব একবারেই স্থান পাইতেছে না, কেবল তোমার ক্লেশের কথাই মনে হইতেছে। কবি বলেন “অনিষ্ট শঙ্কানি বন্ধুহৃদয়ানি” বন্ধু-হৃদয়ে সর্ব্বদাই অনিষ্ট-আশঙ্কার উদয় হয়।

ইহাও আমরা জানি তুমি সর্ব্বজ্ঞ, দিনের বেলাতেই তুমি গোচারণে গমন কর, পথে অবশ্যই শিলাতৃণাদিতে তোমার কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তুমি নিজেই সৎপথ প্রদর্শক, বিশেষতঃ তুমি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ,

তোমার অঙ্গচ্ছেদ ভেদের কোনও সম্ভাবনা নাই, তথাপি বিরহে বিরহে প্রেমের নিরতিশয় বৃদ্ধিতে আমাদের সে জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ফলতঃ মধুর-রসাক্রান্ত কোমল-চিত্ত গোপীগণের পক্ষে ভগবৎতত্ত্ব-বিস্মৃতি অতীব স্বাভাবিকী।

ব্রজবালারা বলিতেছেন, আরও কথা এই যে আমরা জানি, তোমার শ্রীচরণ আমাদের প্রেমনিগড়ে আবদ্ধ, ইহা অন্যত্র চলিতে পারে না কিন্তু তথাপি তুমি বলপূর্ব্বক এই শ্রীচরণকে পশুদের অনুগত হইয়া চালিত কর; আমরা তোমার নিত্য অনুচরী, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পশুদের অনুগত হও, তোমার রস-পাণ্ডিত্যও অতি আশ্চর্য্য! আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারি না। তুমি যখন পশুদের অনুরত ও অনুগত, তখন নিশ্চয়ই আমাদের অনুরত নও। আমরা আরও শুনিয়াছি, দেবগণ পশুপ্রিয়। তুমি যখন দেবগণেরও পরম দেব, তখন তুমি অধিকতর পশু-প্রিয়। ইহাতেও এখন আমরা তোমার প্রেমের অধিক দাবী করিতে পারি। পূর্ব্বে আমরা বিদগ্ধা (বিচারশীলা) ছিলাম, এখন তোমার বিরহানলে কামানলে বিশেষরূপে বিদগ্ধা (জ্বালামালাগ্রস্তা) হইয়া সে জ্ঞান হারাইয়া এখন পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি যখন পশুপ্রিয় তখন আমাদের ন্যায় পশুদিগকে কেনই বা উপেক্ষা করিবে, কেনই বা আমাদের প্রতি উদাসীন থাকিবে?

আবার যদি বল আমি গোপজাতীয়, গোচারণ আমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহাহইলেও আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা অকর্ত্তব্য। তুমি গোপ, আমরা গোপী, তুমি কান্ত, আমরা কান্তা, তুমি আমাদের নাথ; তুমি দেখা না দিয়া আমাদিগকে এই স্বভাবগত অধীনাদিগকে কেন অনাথা করিবে?

তুমি যদি স্বসৌখ্যের জন্য বনবাসই ভাল বাস, আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ

করিয়া তোমার সঙ্গে বনবাসিনী হয়য়ার জন্য এই মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত আছি আমাদিগকে উপেক্ষা করিও না,—ওহে নাথ, ওহে কান্ত, ওহে ব্রজেশ্বর আমাদিগকে ত্যাগ করিও না তোমার চরণে আমাদের এই নিবেদন।

শ্রীমৎ ধনপতি সূরির ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে গোপীরা বলিতেছেন, হে নাথ আমরা সর্ব্বদাই কেবল তোমার চিন্তা করি, তুমি রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই শেষ নিশায় ছাড়িয়া যাও, তাহাতে তোমার কত ক্লেশ হয়, দিনের প্রারম্ভেই গোচরণার্থ ব্রজ হইতে গবাদির সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়া শিলাতৃণাঙ্কুরে এই কুসুমকোমল সুন্দর চরণে না-জানি কত ব্যথা পাও। তুমি পাতুকা ব্যবহার কর না, কণ্টক কঙ্কর ও ভূমির উত্তাপাদি হইতে শ্রীচরণ-রক্ষার জন্য পাদত্রাণ ব্যবহার কর না—কেন করনা, তাহার কারণ অন্যে না জানিলেও আমরা জানি। তুমি পরম দয়াময়, সর্ব্বজীবে তোমার সম দয়া, পশুচর্ম্মে পাতুকা নির্ম্মিত হয়, পশুর চর্ম্মে নির্ম্মিত পাতুকা ব্যবহার করিলে পশুর প্রতি অনাদর অবজ্ঞা এমন কি নিষ্ঠুরতা পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হয়, পশুর চর্ম্মে পাতুকা তোমার পক্ষে ব্যবহার্য্য নহে, মানব জাতির পক্ষেও সুসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ তোমার পালিত পশুর চর্ম্মে তোমার নিজের পাতুকা একবারেই পসন্দ কর না। তাহা যেমনই হউক অনুরূপ পাতুকা তুমি ব্যবহার করিতে পার কিন্তু তুমি পরম দয়াময়, কোনও পাতুকা তুমি ব্যবহার কর না; উদ্দেশ্য এই যে,—এই জীব-ধাত্রী ধরিত্রী এই সর্ব্বংসহাবসুন্ধরা নানা রত্ন ধারণ করিয়াও কেবল তোমারই অই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্ন-শ্রীপরিশোভিত শ্রীচরণ-কমল নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হন, সকল দুঃখ ভুলিয়া যান, সকল জ্বালা হইতে শান্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। দয়াময়; তুমি নিজে ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পশুর প্রতি সম্মানের জন্য চর্ম্ম পাতুকা ব্যবহার কর না, এবং ভূদেবীর

সেই ভাগ্য সম্বর্দ্ধনার্থ তুমি নগ্নপদে তাহার বক্ষে বিচরণ কর, ইহাতেই ভূদেবীর সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয় তোমার শ্রীচরণ স্পর্শে তিনি সকল জ্বালা ভুলিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হন। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে তোমার ঐ শ্রীচরণ বক্ষে ধারণের যোগ্যতা কিরূপে লাভ করিতে হয়, সে সাধনা আমরা জানিনা। এইজন্য সে সৌভাগ্য আমাদের হয় না, অপিচ পাছে বা আমাদের কঠিন ও পুলকাঞ্চিত স্তন স্পর্শে তোমার কুসুম কোমল নলিন সুন্দর শ্রীচরণে ব্যাথা ঘটে, এ আশঙ্কাও আমাদের হৃদয়ে খুব বেশী পরিমাণ বিদ্যমান। বসুন্ধরা স্বভাবতই ভাগ্যবতী, তোমার শ্রীচরণ চিহ্নে অলঙ্কৃত হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্যের আরও সম্বর্দ্ধন হইতেছে। পাণ্ডবদেব ভাগ্যও কম নয়, যেহেতু তুমি তাঁহাদের অনুচর—কেবল আমরাই দুর্ভাগা।"

এই ব্যাখ্যাকার অনভিজ্ঞা পক্ষের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ বিশ্বনাথের ন্যায় কলিলতা পদের কলহ অর্থ করিয়া মনের সহিত কলহ কথোপকথন প্রদান করিয়াছেন। দুই চারিটি শব্দের পরিবর্ত্তন ব্যতীত উহা বিশ্বনাথের ব্যাখ্যারই স্পষ্টতঃ নকল।

শ্রীনাথ পণ্ডিতের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, হে কৃষ্ণ তুমি পশুপালক, আমাদের দুঃখের মর্ম্ম তুমি জান না কোনও সময় তোমাদ্বারা আমাদের দুঃখের শান্তি হয় না। তুমি যখন গোচরণার্থ বনে যাও, তখন তোমার চরণে তৃণাঙ্কুরে কত ব্যথা হয়, ইহা ভাবিয়া আমাদের মনে শান্তি থাকে না। যখন প্রত্যাগমন কর, তখন আমাদের সন্তাপ হরণ না করিয়া প্রকারান্তরে প্রত্যুত আমাদের দুঃখেরই বৃদ্ধি কর। (পরবর্ত্তি পদ্যে সেই দুঃখের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে।)

হেমাদ্রি বলেন—নলিন সুন্দরং কমলবৎ কোমলং; শিলৈঃ—কনিশ খণ্ডৈঃ, কলিলতাং অধৈর্য্যম্ ইতি। প্রত্যেক চরণের দ্বিতীয় অক্ষর লকার।

ব্যাকরণ-সাধনা-সহ পদ-পদার্থ-ব্যাখ্যা

চলসি—গমন কর (চল ধাতুর উত্তর লটের সি)

যদ্—যখন (যৎ শব্দটী স্থল বিশেষ 'যদা' যখন ও 'যস্মাৎ" যেহেতু ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। তৎ শব্দটিরও এইরূপ অর্থ প্রয়োগ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়।

ব্রজাৎ—ব্রজ হইতে। গত্যার্থক ব্রজ ধাতু হইতে এই পদটী নিষ্পন্ন। ব্রজ শব্দের বিবিধ অর্থ আছে, যথা সমূহ, গোষ্ঠ ও পথ ইত্যাদি। গোস্থানই গোষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ। গোপনিবাস স্থানকেও ব্রজ বলা হয়। শ্রীমৎ ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত বহুস্থানে এই শব্দটী দৃষ্ট হয়, যথা :—দ্বিতীয় অধ্যায় :—গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলংকৃতম্ যথা তৃতীয়ে—"মহী মঙ্গলভূরিষ্ঠ পুরগ্রাম ব্রজাকরাং এইস্থলে শ্রীপাদ সনাতন তোষণী টীকায় বলেন ব্রজঃ গোপনিবাস-স্থানম্।" পুনশ্চ তৃতীয়ে "নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য" পঞ্চমে—

ততঃ আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্ব সমৃদ্ধিবান্।
হরেনিবাসাত্মগুণৈঃ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ১৮। ৫ অধ্যায়

গোপীগীতায় প্রথম পদ্যে এই শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি দৃষ্ট হয়। ইহাই ব্রজ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ। যাহাতে লোক গমনাগমন করে এইরূপ ব্রজ ধাতুর শব্দার্থাবলম্বনে পথকেও ব্রজ বলা যাইতে পারে। ইহার অর্থ এই যে হে কৃষ্ণ তুমি যখন পশুগণের চারণের জন্য পথ হইতে কণ্টক-কঙ্করপূর্ণ বিপথে যাও, তখন তোমার নলিনসুন্দর পদে তৃণাঙ্কুর শিলাদিতে ক্লেশ জন্মে। ব্রজভক্তি বিলাস গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

চারয়ন্—চারণ করার জন্য। (পরস্মৈ পদীয় চর ধাতুর ণিজন্ত নিমিত্তার্থ শতৃ প্রত্যয়ে চারয়ন্ পদ নিষ্পন্ন। চর গমনে)।

পশূন—পশুদিগকে (এস্থলে গবাদি বুঝিতে হইবে)। পশ্ বন্ধে এই অর্থে জীব মাত্রকেই পশু বলা যায়।

নলিন-সুন্দরং—কমলবৎ সুন্দর, কমলবৎ কোমল ও পদতল-ভাগ তাদৃশ আরক্তিম।

নাথ—ঈশ্বর; উপতাপক (ইতঃপূর্ব্বে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করাহইয়াছে।

শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ—কঙ্কর ও তৃণাঙ্কুর দ্বারা।

সীদতি—ব্যথা প্রাপ্ত হয়; (ষদ্ লৃ জোশ্ বিষাদে শরণে গতৌ তুদাদি গণীয় পরস্মৈপদী বিষাদ আকুলীভাবঃ)।

ইতি—সম্ভাবনায়; অর্থাৎ এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া আমাদের মন কলিলতা প্রাপ্ত হয়। ইতি—অব্যয় পদ ইহার বহু অর্থ আছে হেতু প্রকরণ, প্রকাশ, আদি, সম্পত্তি, নিদর্শন প্রকার, অনুকর্ষ, পরকৃতি ইত্যাদি।

—অব্যয়েষ্বেতি প্রকাশনে।

আদৌ চ স্যাৎ প্রকরণে সমাপ্তৌ চ নিদর্শনে॥

এবংদর্থে প্রকারে চ পবকৃত্যনুকর্ষয়োঃ।

কলিলতাং—অস্বাস্থ্য, বৈক্লব্য, বিকলতা ইত্যাদি। বিজয়ধ্বজ বলেন নারায়ণো বা ইতি সংশয় পঙ্কিলতাং প্রাপ্নোতি।" তুমি নারায়ণ কি না মন এই সংশয়-পঙ্কিলতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ এখানে নূতন এক অর্থ প্রকটন করিয়াছেন। তিনি বলেন কলি অর্থ কলহ।

কলিং কলহং লাতি গৃহ্লাতীতি কলিলং তস্যভাবঃ কলিলতাং অর্থাৎ আমাদের সহিত আমাদের মনের একটা কলহ ভাবের কারণ হইয়াছে। শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ, এই কলহটা কিরূপ তাহা ব্রজগোপীর ও মনের কথোপকথন ছলে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমৎধনপতি সূরিও প্রায় অবিকল সেই কথোপকথন প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ধনপতি সূরি শ্রীমৎ

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকার। এ বিষয়ের ঐতিহাসিক অনু-সন্ধানে কিছু জানিতে চেষ্টা করি নাই। কিন্তু যে ভাবে কথোপকথন প্রদত্ত হইল, সে ধরণটা বিশ্বনাথের পক্ষেই অধিকতর সম্ভবপর।

মনঃ—মন ; কান্ত—কান্ত (অনেকবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গচ্ছতি— প্রাপ্ত হয় (গমধাতু লটের নাম পুরুষের এক বচনে)।

(১২)

দিন-পরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈঃ
বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্
ধন-রজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুঃ
মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি। ১২ ॥

সংক্ষিপ্ত সানুবাদ অন্বয়—হে বীর দিন-পরিক্ষয়ে (দিনান্তে) নীলকুন্তলৈঃ (সুনীল কেশ-কলাপ দ্বারা) আবৃতং (সমাচ্ছন্ন) ধন-রজস্বলং (গোধন-ক্ষুরোত্থিত ধূলিদ্বারা সমাবৃত) বনরুহাননং (মুখপদ্ম) বিভ্রং (ধারণ করিয়া) তং মুহু দর্শয়ন্ (সেই মুখপদ্ম খানি মুহুর্মুহু আমাদিগকে দেখাইয়া) নঃ (আমাদের) মনসি (মনে) স্মরং (কন্দর্পকে) যচ্ছসি (উদ্দীপ্তকর কিন্তু সঙ্গদান কর না)।

সরল বঙ্গানুবাদ—হে বীর, তুমি দিবা অবসানে নীলকুন্তলাবৃত অর্থাৎ ললাটোপরি অলকাবলীশোভিত গোক্ষুরোত্থিত ধুলি-সমাচ্ছাদিত মুখ-পদ্ম প্রকটন করিয়া সেই মুখপদ্ম মুহুর্মুহু আমাদিগকে দেখাইয়া আমাদের চিত্তে কামোদ্দীপন কর (কিন্তু সঙ্গসুখ প্রদান কর না। তুমি কপট ইহাই ভাবার্থ)

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়

শ্রীধরী ব্যাখ্যার মর্ম্ম বঙ্গানুবাদেই প্রকাশিত হইল। তাহার ব্যাখ্যায় একটি পদ মাত্র উল্লেখযোগ্য। উহা এই :—বনরুহাননম্—"অলিমালাকুল-পরাগচ্ছুরিত পদ্মতুল্যমাননম্" সায়াহ্নে তুমি যখন গোগণের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন কর, সেই সময়ে তোমার অলকামালাপরিশোভিত মুখখানি দেখিয়া মনে হয় যেন অলিমালাকুল পরাগসংচ্ছুরিত পদ্মটি প্রকাশ করিতে করিতে তুমি আসিতেছ। নীল অলকামালা অলিমালার ন্যায় এবং মুখখানি পদ্মের ন্যায় শোভা বিস্তার করে। এই মুখকমল দেখাইয়া তুমি আমাদের হৃদয়ে কামানল উদ্দীপ্ত কর।

শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে সারাদিন তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে দুঃখে দুঃখে দিন অতিবাহিত হয়। সায়ংকালে তুমি ব্রজে আগমন করিলেও আমাদের দুঃখের বিরাম হয় না। দুর্ভাগাদের কোনও সময়ে সুখ নাই। সন্ধ্যাকালটা কামোদয় বেলা। তুমি যখন গোধন লইয়া প্রত্যাগমন কর, তখন তোমার শ্রীমুখের অলকাবলী পদ্মোপরি ভ্রমরের ন্যায় শোভা পায়। তুমি সহজ সৌন্দর্য্য প্রকটন করিয়া ব্রজে আগমন কর। তোমার সে রূপ দেখিয়া আমরা স্থির থাকিতে পারি না। তোমাকে না দেখিয়াও দুঃখ, দেখিয়াও দুঃখ। তোমার অলকাবৃত মুখ মণ্ডলে গো-ক্ষুররজ বিক্ষিপ্ত হইয়া অধিকতর সৌন্দর্য্যসাধন করে। তাহাতে আমাদের কামরাগ আরও অধিকতর সম্বর্দ্ধিত হয়।" ইহাই শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখারবিন্দের সৌন্দর্য্যানুরাগ সম্বন্ধে উজ্জ্বল নীলমণির স্থায়ীভাব প্রকরণের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীব লিখিয়াছেন নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীগণের স্বরূপসিদ্ধা রতিতে রূপগুণ-শ্রবণাদির কোনও অবশ্যকতা থাকে না। উহার উদাহরণ এইরূপ :—

অসুন্দরঃ সুন্দরশেখরো বা
গুণৈ বিহীনো গুণিনাং বরো বা
দ্বেষী ময়ি স্যাৎ করুণাম্বুধি র্ব্বা
শ্যাম স এবাদ্য গতির্মমায়ম্॥

সেই শ্যামসুন্দর, অসুন্দর হউন, বা সুন্দর-শেখর হউন, তিনি গুণহীন হউন, বা গুণীদের শ্রেষ্ঠ হউন, তিনি আমায় বিদ্বেষ করুন বা সকরুণ হউন; তিনি ভিন্ন আর আমার অন্য গতি নাই। শ্রীচরিতামৃতের উপসংহারেও এই ভাবের স্বরূপ-সিদ্ধা রতির একটি উদাহরণ আছে :—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণ-নাথস্তু স এব নাপরঃ।

আমি কৃষ্ণ পদদাসী তিঁহো রস-সুখ-রাশি
আলিঙ্গিয়া করু আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন জারে আমার তনু মন
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয় ;
কিবা অনুরাগ ক'রে কিম্বা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ,—অন্য নয়॥
কিবা তিঁহো লম্পট শট ধৃষ্ট সুকপট
অন্য নারীগণ করি সাত।
মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥

না গণি আপন দুখ সবে বাঞ্ছি তার সুখ
তার সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুখ তার হয় মহাসুখ
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥

ইহারই নাম স্বরূপ-সিদ্ধা রতি। ইহাই ব্রজরসোপাসনার মহা সাধন। রূপগুণাদি ইহার উদ্দীপক মাত্র কিন্তু উৎপাদক নয়।

শ্রীমৎ সুদর্শন "ধনরজস্বল" পাঠের স্থানে "ঘনরজস্বল" পাঠ প্রাপ্ত হইয়া উহার অর্থ করিয়াছেন ঘনরজোধূসরিত। শ্রীমৎবিজয়ধ্বজের প্রাপ্ত পাঠ—"বনরজস্বলম্" তিনি ইহার অর্থ করিয়াছেন "বনভূমৌ সতা গোরজসা যুক্ত" অর্থাৎ বনভূমিতে বিদ্যমান গোক্ষুরোত্থিতধূলিযুক্ত।

শ্রীপাদ জীবের সবিশেষ কথাটা এই যে হে কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে কাম ভাব না থাকিলেও তুমি কন্দর্পকে ধরিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ কর। (অস্মাকং মনসি স্মরং বিভ্রৎ যচ্ছসি অনঙ্গমপ্যস্মাকং হৃদয়ে স্মরং ধৃত্বা অর্পয়সি। কন্দর্প নিজে আগমন করেন না তুমি তাহাকে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ কর। ইহাই "বিভ্রৎ" পদের তাৎপর্য্য। শ্রীপাদ শ্রীজীব নীল কুন্তলৈঃ পদের নীল শব্দটীকে সম্বোধনার্থে ব্যবহার করিয়াছেন হে নীল,—হে শ্যাম। যথা, নিতরাং ইলয়তীতি নীলঃ যিনি বিশেষভাবে প্রেরণ করেন তিনি নীল। ইল ধাতু প্রেরণার্থক। এই পদ্যের কুন্তলাবৃত পদের তাৎপর্য্য, গোচারণ-শ্রম-প্রদর্শনার্থ। "চারুদর্শয়ন্" কুন্তলে মুখ আবৃত থাকে, কুন্তল উন্মোচন করিয়া সুষ্ঠুরূপে আমাদিগকে শ্রীমুখ দেখাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল কর। সুতরাং তুমি যে কুহক-কপট প্রতারক ও ধূর্ত্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্যের ব্যাখ্যায় নূতন কথা দৃষ্ট হইল। তিনি বলেন বনরুহ পদ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে সন্ধ্যাকালের নীলাভা ব্যাপ্তি দ্বারা

ভাবাধিক্য ঘটে ; অপিচ প্রিয়ামুখেন্দু দর্শন দ্বারা কুবলয়ের সম্যক্ বিকাশ ঘটিয়া থাকে। অপিচ "জলরুহাননং" না বলিয়া "বনরুহাননং" বলায় বনের অবস্থা জ্ঞাপিত করা হইল। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ মণ্ডলে যেন বনের অবস্থা প্রতিভাত হইতেছিল। মুহুর্মুহু দর্শন দানে কামাগ্নি অধিকতর রূপে জ্বলিয়া উঠে এই নিমিত্ত মুহুর্মুহু দর্শনের কথা বলা হইয়াছে। গোপীরা যে বনরুহাননং বলিয়াছেন ইহাতে এই অর্থও হইতে পারে যে তোমার নিকটে আমরা গৃহ-রতি চাহি না, বন-রতিই প্রার্থনা করি, আবশ্যক হইলে তোমার আদেশ হইলে ঘর ছাড়িয়া এই মুহূর্ত্তেই বনে চলিয়া যাইতে পারি। সাধকগণ চিরদিনই বনবাসী, ইত্যাদি।

শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ বলেন কেবল যে বিরহে দুঃখ দাও তাহা নহে, সংযোগেও দুঃখ দিয়া থাক ; তুমি সন্ধ্যাকালে গবাদিনির্ণয়চ্ছলে ও সখান্বেষণচ্ছলে তুমি আমাদিগকে পুনঃপুন দেখা দিয়া আমাদের কামানল বর্দ্ধন কর। তোমার দর্শন, সর্ব্বানন্দ-জনক, কিন্তু তুমি দর্শন দিয়া আমাদিগকে দুঃখ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত কর। আমরা কামজ্বালায় জ্বলিয়া মরি, আমাদিগকে পাগলিনী করিয়া বনে আন, আর কাঁদাইয়া কাঁদাইয়া আমাদিগকে দুঃখে মজ্জিত কর। তুমি বীরই বটে ; তুমি ব্রজবালাদের ধর্ম্ম-ধ্বংসনের জন্য কন্দর্পশর-প্রহার-প্রবর্ত্তনে মহাবীর।

শ্রীমৎ শুকদেবের ব্যাখ্যা-বিশিষ্টতা এই যে সায়ংকাল বিহারের অযোগ্য, অথচ সে সময়ও তুমি দর্শন দিয়া আমাদের হৃদয়ে বিহারেচ্ছা উদ্দীপিত কর। তাহাতে কেবল আমাদিগকে ক্লেশই দেওয়া হয়। ইদানীং এই রাত্রিতে নির্জ্জনবনে তোমার জন্য আমাদের অত্যন্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।

শ্রীমৎ শ্রীনাথ পণ্ডিতের ব্যাখ্যা এই যে হে বীর—হে সর্ব্বসমর্থ, দিবাবসানে ব্রজাগমনসময়ে আমাদের মনে তুমি কামকে প্রেরণ কর,

বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের মনে প্রেমভিন্ন কাম নাই, তুমি বল পূর্ব্বক কন্দর্পকে প্রেরণ কর, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় না। তথাপি তোমার সে চেষ্টার বিরাম নাই, তুমি মুহুর্মুহু সেই চেষ্টা কর। ইহাতে কেবল আমাদের ক্লেশই হয়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিলেন যে গোপবালাগণ, সে যাহা হইবার তাহাতো হইয়াছে, এখন তোমরা কি বল। এতদুত্তরে গোপীগণ পরবর্ত্তী পদ্য বলিতেছেন; ইহার পরবর্ত্তী পদ্যের সহিত সঙ্গতি রাখাহইয়াছে।

হেমাদ্রি কৃত ব্যাখ্যায় শব্দার্থ এইরূপ—ঘনরজস্বলং—"ধনরজো বিভ্রৎ স্বলং সুষ্ঠু অলং ভূষণম্",—তাহা কেমন—বনরুহাননম্ কমলের ন্যায় মুখ দেখাইয়া আমাদের মনে কামকে প্রদান কর। ধনং—"গোধনম্ ভৌমাদিবৎ পূর্ব্ববৎ লোপঃ।" কিন্তু পূর্ব্ববৎ লোপ সাধন না করিলেও ক্ষতি হয় না। বিশ্বপ্রকাশে ধনের অভিধানিক অর্থই গোধন। এই পদ্যের প্রত্যেক চরণে দ্বিতীয় অক্ষর নকার।

ব্যাকরণ-সাধনা সহ পদ-পদার্থের-ব্যাখ্যা।

দিন-পরীক্ষয়ে—দিবাবসানে (ক্ষৈক্ষয়ে ভ্বাদিগণীয়)।

নীলকুন্তলৈঃ—নীল অলকাবলীসমূহ দ্বারা। শ্রীজীব নীল পদটীকে পৃথক করিয়া সম্বোধনার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হে নীল হে শ্যাম, নিতরাং ঈলয়তীতি নীলঃ। যিনি অত্যন্ত প্রেরক, তিনিই নীল। অপর কেহই এরূপ অর্থ করেন নাই।

বনরুহাননং—পদ্মানন। শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য এস্থলে কুবলয় অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তিনি বলেন বনের অবস্থা স্মরণার্থেই "বনরুহানন" বলা হইয়াছে। উহাই "বন" পদাংশ প্রয়োগের তাৎপর্য্য। পদ্মের ন্যায় মুখ।

বিভ্রৎ—ধারণ করিয়া (ভৃধাতু শতৃ) ইহা সকর্ম্মক ধাতু; এই ক্রিয়া পদের

কর্ম্ম "বনরুহাননং"। কিন্তু শ্রীজীব বলেন স্মরং পদটি ইহার কর্ম্মপদ। "কন্দর্পকে জোরপূর্ব্বক ধরিয়া তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ কর। সে নিজে অনঙ্গ, আমাদের হৃদয়ে আইসে না।" ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়:

আবৃতং—আচ্ছাদিত। নীল কুন্তলাবলীর দ্বারা সমাচ্ছন্ন।

ধন-রজস্বলং—ধন শব্দের অর্থ এখানে—গোধন (ধনং গোধনবিত্তয়ো রিতি বিশ্বপ্রকাশঃ) গোক্ষুর-সমুত্থিত ধূলিযুক্ত। এই পদটাও বনরুহাননং পদের বিশেষণ। আবার অন্য প্রকারও ইহার অর্থ হইতে পারে গোধন-রজই সুষ্ঠু অলঙ্কার যাহার (গোধনরজঃ—স্বলং সু অলং) এইরূপে একপ্রকার অর্থ হইতে পারে।

দর্শয়ন্—দেখাইয়া (দৃশ্ ধাতু শতৃ) মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ। মনসি—মনে: নঃ—আমাদের। স্মরং—কামবেগ। বীর—কন্দর্প-প্রেরক। যচ্ছসি—প্রেরণ কর (দান্ সকর্ম্মক পরস্মৈ পদী লট্; দান্ধাতুতে যচ্ছ আদেশ হয়। কবিকল্পদ্রুমকার বলেন দাতু দানে (দা, ভা, প) দান দানে ইতি প্রসিদ্ধো হয়ং অস্যৈব যচ্ছাদেশঃ, যচ্ছতি।)

—:*:—

(১৩)

প্রণত-কামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণি-মণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি
চরণ-পঙ্কজং শন্তমং চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্।

সংক্ষিপ্ত সানুবাদ অন্বয়,—হে রমণ, হে আধিহন্ (হে মনোদুঃখনাশন। প্রণত কামদং (প্রণতগণের কামদ) পদ্মজার্চ্চিতং (লক্ষ্মীর বা ব্রহ্মার পূজিত)

ধরণি মণ্ডনং (পৃথিবীর শোভাস্বরূপ) আপদি ধ্যেয়ং (আপৎকালে ধ্যানযোগ্য) শন্তমঞ্চ (সুখতম) এই প্রকার তোমার চরণ-পঙ্কজং (পাদপদ্ম) নঃ (আমাদের স্তনেষু (স্তনমণ্ডলে) অর্পয় (প্রদান কর) ।

সরল বঙ্গানুবাদ—তোমার পাদপদ্ম প্রণতগণের অভীষ্টপ্রদ, স্বয়ং ব্রহ্মারদ্বারা পূজিত, উহা পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ। আপৎকালে বিপন্ন ব্যক্তিগণ তোমার ঐ চরণ ধ্যান করেন, ফলতঃ ধ্যানমাত্রে উহা বিপদ্‌নিবারক এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইতে অধিকতম মঙ্গলপ্রদ। তুমি মনের দুঃখ দূর কর। হে রমণ! তুমি তোমার এতাদৃশ চরণ কমল আমাদের-স্তনমণ্ডলে অর্পণ কর।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়।

শ্রীধরের ব্যাখ্যামর্ম্ম এই যে—হে মনোদুঃখবিনাশন! হে রমণ! তোমার এতাদৃশ মঙ্গলাস্পদ এবং সুখতম চরণ-পঙ্কজ আমাদের স্তনমণ্ডলে প্রদান কর। তাহা হইলে আমাদের কাম-তাপের শান্তি হইবে।

শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে—তোমার পাদপদ্ম সর্ব্বার্থপ্রদ অতএব ব্রহ্মারও পূজিত, তোমার শ্রীপাদ পদ্ম ধরণীর অলঙ্কার-স্বরূপ তোমার চরণে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশাদি চিহ্ন আছে, পৃথিবীর বক্ষে তোমার পাদপদ্ম যখন নিপতিত হয়, তখন তাহা পৃথিবীর অলঙ্কাররূপে গণ্য হইয়া থাকে" এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের সর্ব্বার্থপ্রদত্ব, পরমৈশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য ও কৃপাযুক্ততা প্রদর্শিত হইল, গোপিকারা আরও বলেন অই শ্রীপদ আপদেও ধ্যানযোগ্য। এতদ্দারা ভক্তির সর্ব্বপাপ-বিঘ্নাদি নিবর্ত্তকত্ব, ভক্তি-প্রবর্ত্তকত্ব, দুঃখাদি-ধ্বংশকত্ব ও পরম ফলপ্রদত্ব, সূচিত হইয়াছে। গোপিকারা বলিতেছেন, হে রমণ! তোমার সর্ব্বসুখপ্রদ পাদপদ্ম আমাদের বক্ষে প্রদান করিয়া আমাদের বিরহাদি-

ব্যথা বিনাশ কর এবং বিচিত্র ক্রীড়াদি দ্বারা আমাদের সুখ-সম্পাদন কর এবং আত্মপ্রদান কর;"—ইহাই ভাবার্থ। অন্যপ্রকার অর্থ এই যে—তোমার চরণ ব্রহ্মাদি-ভক্তগণের সর্ব্বকামদ অথবা পদ্মজা লক্ষ্মীর পরম পূজিত; সুতরাং উহা পরমসৌভাগ্যনিধি। তুমি বিচিত্র ক্রীড়াদ্বারা পৃথিবীকে মণ্ডিত কর, লক্ষ্মী অপেক্ষাও ভূদেবীর মণ্ডনে তোমার অধিকতর দক্ষতা ও প্রীতি আছে; তাহা বরাহপুরাণে প্রসিদ্ধ; সুতরাং তুমি অতি সুরসিক ও প্রেয়সী বশীভূত; তোমার চরণ পরম সুখপ্রদ। "প্রণত কামদ" পদের কিঞ্চিৎ বিশেষার্থ এই যে, নলকুবর ও কালিয়নাগ প্রভৃতি এবং তৎপত্নী দিগের অভিষ্টদ। 'এই পদ্যে শ্রীকৃষ্ণ-চরণের যে সকল গুণকীর্ত্তণ করা হইয়াছে, পুরাণাদি হইতে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্যের ব্যাখ্যা মর্ম্ম এই যে—ভগবান যেমন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, তাহার শ্রীচরণও তদ্রূপ। প্রণত-কামদপদের অর্থে ঐশ্বর্য্য, পদ্মজার্চ্চিত পদের অর্থে ধর্ম্মত্ব, ধরণী মণ্ডনং পদে শ্রী বা সৌন্দর্য্য, আপদি ধ্যেয়ং পদে কীর্ত্তি, শন্তমং পদে কল্যাণতম জ্ঞান, ইত্যাদি প্রকারে এই ব্যাখ্যাকার ষড়ৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—গোপীরা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি যদি এই কথা বল যে আমি তোমাদিগকে সর্ব্বদাই দুঃখই দিতেছি, তোমরা যদি এই কথাই নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার দ্বারা তোমাদের আর কি প্রয়োজন? আমি আর তোমাদিগকে দেখা দিবনা।" গোপীরা এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিতেছেন, তুমি আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের বিনাশক; আমাদের দেহের দুঃখ ও মনের দুঃখ সকলই তুমি দূর কর। তুমি সর্ব্বকল্যাণরূপ এবং সর্ব্বসুখ-স্বরূপ। আমাদের হৃদয়ের তাপ দূর করিবার জন্য আমাদের বক্ষে ঐ চরণ কমল প্রদান কর, তাহাতে তোমার কোনও শ্রম হইবে না।

শ্রীমদ্‌বলদেবের অভিপ্রায় এই যে—আমরা তোমার প্রিয়া; বিরহ দুঃখিতা প্রিয়াগণ প্রিয়জনকে কিনা বলে, আমরা যদি তোমাকে কোন কটুকথা বলিয়াই থাকি তুমি তাহা ক্ষমা কর, তুমি কালিয়নাগ ও তৎপত্নী দিগের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছ, অপরাধ ক্ষমার জন্য ব্রহ্মা তোমার অর্চ্চনা করিয়াছেন, তুমি ধরণীর বক্ষ শ্রীপদদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছ, আমাদের বক্ষ অলঙ্কৃত করিলেই তোমার কি ক্ষতি? তোমার চরণ আপৎকালে ধ্যেয়, সর্ব্ব দুঃখ-বিনাশক, সর্ব্বসুখস্বরূপ, পরমপুরুষার্থস্বরূপ এবং ক্ষমাদয়াদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট; সুতরাং তোমার চরণ আমাদের পক্ষেও সেইরূপ হউক।

শ্রীরামনারায়ণের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে—হে রমণ! তুমি সকলেরই রমণ, আমাদের তো ভাগ্য ভাল নয়, তাহাতেই সন্দেহ করি। কবি বলেন—

"রাজন্ কনক-ধারাভিস্ত্বয়ি বর্ষতি নিত্যদা।
অভাগ্যছত্রচ্ছন্নত্বান্ং ময়ি নায়ান্তি বিন্দবঃ॥"

হে রাজন্! তোমাতে সর্ব্বদাই কনকধারা-বর্ষণ হইতেছে কিন্তু আমি দুর্ভাগ্যরূপ ছত্র সমাচ্ছন্ন হওয়ায় আমাতে বিন্দুমাত্রও বর্ষিত হইতেছে না। এতদনুসারে আমরাও বলিতে পারি হে গোবিন্দ! তোমারতো কৃপার ত্রুটি নাই, কিন্তু আমরা যে দুর্ভাগা, তবে একটা কথা এই যে ভগবানের সখীদিগের দুর্ভাগা হওয়া উচিত নয়, বিশেষতঃ তুমি মনের দুঃখহরণ কর; তোমাকে লোকে রমণ বলিয়া অভিহিত করে, রমণ বলিলেই ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, এবং শ্রী এই চারি প্রকার ঐশ্বর্য্য বুঝায় এবং আধিহন্ এই সম্বোধনে তোমাতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আছে, তাহাও বুঝা যায়, তুমি অভীষ্টদ হইয়া নির্দ্দয়, ধর্ম্মপ্রদ হইয়া কামাগ্নিদ্বারা দাহক, আর কামপ্রদ হইয়া মনোদুঃখ-বর্দ্ধক,—ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ। হে রমণ! হে আধিহন্, তুমি আমাদের প্রতপ্ত বক্ষে সুশীতল শ্রীচরণ পঙ্কজ স্থাপন করিয়া আমাদের কামাগ্নিতপ্ত হৃদয়কে শীতল কর। আর কথা এই যে তুমি প্রণত-কামদ; ইহাতে তোমার

একটি বিশেষ ধর্ম্ম সুচিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম দুই প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ধর্ম্মে সর্ব্বকামদত্ব অতিপ্রসিদ্ধ। ভগবানের চরণ, প্রণতগণের পক্ষে সর্ব্বকামদ। শাস্ত্র বলেন—কিমলভ্যং ভগবতো প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে"। অর্থাৎ লক্ষ্মীনিবাস লক্ষ্মীকান্ত প্রসন্ন হইলে লোকের কিছুই অভাব থাকে না। আবার অপর পক্ষে নিষ্কামধর্ম্ম হৃদয় শোধন করিয়া কামনিবর্ত্তক হয়, এই ব্যাখ্যায় কামদ পদের দকারটি অবখণ্ডনার্থক দো ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-চরণ জীবগণের সর্ব্বকাম-নিবৃত্তিকারক, শ্রীভাগবত বলেন "তথাপি তৎপরা রাজন্ নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন"। ব্যাখ্যাকার শ্রীভাগবতের "সত্যং দিশত্যর্থিত" এবং "ন ময্যাবেশিতধীয়াং, ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীভগবৎ পাদপদ্মের বৈরাগ্য-প্রদত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ধনপতিস্থূরির ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে—ইনিও প্রথমতঃ ভগবচ্চরণের ষড়ৈশ্বর্য্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যায় বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই।

শ্রীনাথ পণ্ডিত বলেন—হে রমণ! তোমার চরণ পঙ্কজ আমাদের স্তনমণ্ডলে প্রদান কর। তোমার চরণ প্রণতগণের পক্ষে কামদ। আমরা কি প্রণতা নহি? তোমার চরণ পদ্মজার্চ্চিত, আমাদের দ্বারা কি অর্চ্চিত নয়? তোমার চরণ ধরণীর শোভা-স্বরূপ, এই বলিয়া যদি আমাদের স্তনমণ্ডলে অর্পণ না কর, তাহা না করিতে পার, উহা ধরণীরই প্রাপ্য কিন্তু তোমার অধর-সুধার সহিত ধরণীর কোনও সম্বন্ধ নাই সুতরাং উহা আমাদিগকে অবশ্যই বিতরণ করিতে পার।

হেমাদ্রি বলেন, পদ্মজ বা পদ্মজা এই উভয় অর্থই হইতে পারে। পদ্মজ ব্রহ্মা, পদ্মজা লক্ষ্মী, শন্তম অর্থ সুখতম, এই পদ্যের আদ্য পদের দুই দলে পকার, দ্বিতীয় পাদের দুই দলে ধকার এবং অন্ত দুই চরণের তৃতীয় অক্ষর মূর্দ্ধণ্য ণকার।

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদপদার্থ-ব্যাখ্যা

প্রণত-কামদং—প্রণতগণের কামদ। কামদ পদের বহু অর্থ অনেকবার ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে এই স্থলে সর্ব্বপ্রকার অর্থই শোভনীয়।

পদ্মজার্চ্চিতং—ব্রহ্মার অর্চ্চিত বা লক্ষ্মীর অর্চ্চিত,—এই উভয় অর্থই হইতে পারে, বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, এই অর্থে পদ্মজ পদের অর্থ ব্রহ্মা; আবার পদ্মজা অর্চ্চিতং অর্থাৎ পদ্মজা দ্বারা অর্চ্চিত, পদ্মজা অর্থে লক্ষ্মী, পদ্মজেইত্যত্র জনসনেতি বিট্ (৩।২।৬৭ পাণিনি সূত্র) ইতি আত্বং। এই উভয় দ্বারাই যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ অর্চ্চিত, ইহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ এই সমাসবদ্ধ পদটি চরণ-পঙ্কজের বিশেষণ।

ধরণী মণ্ডনং—পৃথিবীর ভূষণ। শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত শ্রীপাদ-পদ্ম পৃথিবী আপন বক্ষে ভূষণ রূপে ধারণ করেন।

আপদি ধ্যেয়ং—আপদি পদে হ্রস্বইকারটি আর্ষত্ব জন্য স্বীকার্য্য। আপৎ-কালে বিপন্নাশের জন্য নরনারীগণ কৃষ্ণ-চরণ ধ্যান করেন, ধ্যেয়ং পদটি চরণের বিশেষণ।

চরণ-পঙ্কজং—পাদপদ্ম। পদ্মের ন্যায় শীতলতা তাপনাশকতা ও সৌন্দর্য্যাদি গুণজন্য চরণকে পদ্মের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পঙ্কে জাত এইজন্য পদ্মকে পঙ্কজ বলা হয়, কিন্তু পঙ্কে জাত সকল বস্তুই পঙ্কজ নহে কেবল এক পদ্মকেই রূঢ়ি অর্থে পঙ্কজ বলা হয়। এই পদটি কর্ম্মকারক; ইহা 'অর্পয়' ক্রিয়ার কর্ম্ম।

শন্তমং—মঙ্গলতম, সুখতম—শং অর্থ-মঙ্গলজনক ইহার উত্তরে তম প্রত্যয়। **রমণ**—হে রতিকারক, হে প্রিয়, হে প্রাণাভিরাম, **স্তনেষু**—

আমাদের সকলের কুচমণ্ডলে। অর্পয়—অর্পণ কর, প্রদান কর; গতি-প্রাপণার্থক ঋধাতু ণিচ্-লোট ম, পুং একবচন।
আধিহন্—মনোব্যথানাশক আধিংহন্তীতি আধিহা-তৎ সম্বোধনে।

(১৪)

স্মুরত-বর্দ্ধনং শোক-নাশনং
স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতর-রাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর! নস্তেঽধরামৃতম্॥

সংক্ষিপ্ত সানুবাদ অন্বয়।—সুরত বর্দ্ধনং (প্রেমবিশেষময় সম্ভোগ-ইচ্ছাবর্দ্ধক) শোকনাশনং (শোকনাশক) অথবা তোমার বিরহ-জনিত দুঃখ-অনুভব নাশক) স্বরিতবেণুনা (বিনাদিত বেণুদ্বারা) সুষ্ঠুচুম্বিতং (সুচুম্বিত) নৃণাং (নরনারী সমূহের) ইতরাগবিস্মারণং (শ্রীকৃষ্ণ-রতি সর্ব্ব প্রকার-ইচ্ছা-বিস্মারক) তে (তোমার) অধরামৃতং (অধররস) নঃ (আমাদিগকে) বিতর (প্রদান কর)।

সরল বঙ্গানুবাদ।—হে বীর, তোমার অধরামৃত সুরতি-বর্দ্ধক, শোকনাশক, এবং বিনাদিত বেণু দ্বারা সুষ্ঠুচুম্বিত; উহার আরও মহা প্রভাব এইযে, উহাতে নরনারীগণ কৃষ্ণানুরাগ ভিন্ন অপর তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়; তোমার এতাদৃশ অধরামৃত আমাদিগকে প্রদান কর।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়

শ্রীমৎসনাতনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, হে কৃষ্ণ তোমার অধরামৃত প্রেমবর্দ্ধক অথবা সম্ভোগসুখবর্দ্ধক এবং বিরহ-জনিত দুঃখনাশক; তোমার

বেণুর স্বর-বিশেষে জগৎকে উন্মত্ত করিয়া তোলে সুতরাং উহা সর্ব্বদুঃখ-বিস্মৃতি-জনক অথবা এমনর্থও হইতে পারে যে তোমার বেণুর সৌভাগ্যের সীমা নাই। তোমার যে অধরসুধা আমরা নানাপ্রকার প্রযত্ন করিয়াও লাভ করিতে পারি নাই, বেণু অনায়াসেই তাহা প্রাপ্ত হয় সুতরাং তোমার অধরামৃত পরমমধুর এবং পরম সৌভাগ্যপ্রদ। উহার এমনই মাহাত্ম্য যে নরনারীগণের সার্ব্বভৌমত্ব ও মহামোক্ষত্ব, উভয় লাভের বাসনা ভুলাইয়া দেয়। এমনি উহার পরম মোহনত্ব, দেব ভোগ্য অমৃত উহার তুলনায় কিছুই নয়। বেদান্তকল্পিত মহামোক্ষত্বও উহার নিকট অতীব অকিঞ্চিৎ কর। ভক্তিস্থান মোক্ষের অনেক উপরে ; এবম্বিধ ভক্তি-ফললাভ হইতে উহা শ্রেষ্ঠ। তোমার সাক্ষাৎদর্শন অপেক্ষাও উহার মাহাত্ম্য অনেক অধিক ; তোমার প্রাণ-প্রেয়সীগণ ভিন্ন উহা অন্য কাহারও লভ্য নহে। হে দানশূর আমাদিগকে অধরামৃত প্রদান কর, অথবা হে কন্দর্পযুদ্ধবীর, তোমাকে এতাদৃশ বীর বলাই সুসঙ্গত। শ্রীমৎসুদর্শনসূরি 'স্বরিত বেণুনা' পদের অর্থ করিয়াছেন ষড়্জাদি স্বরসংযুক্ত বেণু দ্বারা।

শ্রীমৎজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—হে কৃষ্ণ ? যদিবল যে তোমার অধরামৃত বেণুই পান করিয়াছে, আমরা বলি, বেণু সম্যক্ পান করে নাই, বেণু সুষ্টু মাত্র পান করিয়াছে। যদি বল তোমরা বেণুর উচ্ছিষ্ট পান করিবে কেন ? আমরা বলি এই অধরামৃত যে পরম রসায়ন, ইতর রাগ বিস্মারণের পক্ষে ইহা যে মহামহৌষধ ! নরগণ তোমার অধরামৃত তোমার ভুক্তাবশেষ প্রসাদান্নে ও চর্ব্বিত তাম্বুলে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়েন, নারীগণের পক্ষে আর কথা কি ?

শ্রীমৎবল্লভাচার্য্যের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত অন্তঃকরণের সকল দোষবিনাশক। উহা জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রদায়ক সুতরাং সর্ব্বশোকনাশক। উহা ঐশ্বর্য্য-ধর্ম্ম-যশপ্রদায়কত্ব এবং চর্ব্বিধ পুরুষার্থ-প্রদ।

শ্রীমৎবিশ্বনাথের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে গোপীগণ বলিতেছেন হে ধন্বন্তরি-প্রতিম, ভিষক্‌শিরোমণি, আমরা কামরোগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছি, আমাদিগকে কিছু ঔষধ দাও। শুনিয়াছি তোমার নিকট ইহার ভাল ঔষধ আছে, উহা সুরত-বর্দ্ধক সুতরাং পুষ্টিকর এবং শোক-নাশক সুতরাং ব্যাধি-প্রশমক। যদি তুমি বল, যে হাঁ ঔষধ আছে বটে কিন্তু মূল্য অতি মহার্ঘ, বিনা মূল্যে কি প্রকারে দেওয়া যায়? তুমি একথা বলিতে পার না, কেননা, তুমি দানবীর। তুমি নিষ্প্রাণকে সপ্রাণ করিবার জন্য বিনা মূল্যে ঐ ঔষধ দিয়া থাক। নাদিত কীচক (বেণু) উহার আস্বাদন প্রাপ্ত হয়, তুমি যদি বল যে, ঔষধ বিনামূল্যে দিলেও দিতে পারি কিন্তু কুপথ্যসেবীদিগের মহামূল্য ঔষধেও কোন সুফল হয় না, ইহা তোমরা জানতো? ধনজনকুটুম্বাদিতে আসক্তিই মহাকুপথ্য। আমরা বলি ধন্বন্তরি-ঠাকুর, তুমি ভিষক্ শিরোমণি, তোমার সে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তোমার অধরামৃত সকল কুপথ্যের আস্বাদই ভুলাইয়াদেয়। তোমার এই ঔষধ অতি মধুর। আমরা নিজেরাই দেখিয়াছি উহার প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার কুপথ্য-বাসনা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তোমার আপন-জনগণকে তোমার অধরামৃত দান কর; তুমি দান বীর ও দয়াবীর।

শ্রীমৎকিশোর প্রসাদ বেণু শব্দের অর্থ করিয়াছেন, সর্ব্বতঃ পরম সুখদ। ইহার ব্যাখ্যার মধ্যে বেণু শব্দের নিরুক্তি প্রদর্শন অতীব নূতন। পদ-পদার্থ ব্যাখ্যায় উহা প্রদত্ত হইবে।

শ্রীরামনারায়ণের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে এস্থলে 'তে অধরামৃতং' অর্থাৎ তোমার অধরামৃত দান কর, ইহাতে এই কথা বুঝা যাইতেছে যে সকলের অধরে অমৃত নাই। হে কৃষ্ণ আমরা কেবল তোমার অধরামৃত প্রার্থনা করিতেছি। আমরা কামাগ্নিদগ্ধ; আমরাই তোমার অমৃত দানের প্রকৃত পাত্র। মদ্যপান দ্বারা প্রাকৃত লোকের যেমন পাশব সুখ-বৃদ্ধি হয়,

তেমনি তোমার পরম রসায়নরূপ অলৌকিক অধরমধু-পানে তোমার প্রেমময় সুরত-সম্ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাঁশের বেণু তোমার অধরকে সুষ্ঠু চুম্বন করে উহা যেমন উচ্চ গর্ব্বিতশির, তেমনি শূন্য-হৃদয় কঠোর শুষ্ক দগ্ধ বিদ্ধ নিরস। এই বেণুও তোমার ঐ অধর-সুধারসে অনুপ্রাণিত ও সুরসিত হইয়া সুমধুর স্বরে আনন্দামৃতময় স্বর বর্ষণ করে। তোমার অধরামৃত সুষ্ঠ চুম্বনই ইহার কারণ।" শ্রুতিরূপা গোপীগণ সচ্চিদানন্দ ভগবানেরই অধরামৃতের সচ্চিদানন্দত্ব এবং ভগবত্ত্ব বর্ণনা করিয়া বহুল অধরামৃত প্রাপ্তির প্রার্থনা করিতেছেন; ধর্ম্মদ্বারা এবং ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সুরত বর্দ্ধন হইয়া থাকে। এই অধরামৃত শোকনাশক সুতরাং উহা জ্ঞানস্বরূপ। শ্রুতি বলেন, 'তরতি শোকমাত্মবিৎ', বেণুস্বর যশ ও শ্রীবর্দ্ধক, উহা স্বয়ং পরমপুরুষার্থ; জ্ঞান ও বৈরাগ্য উহারই অন্তরঙ্গ, বেণুরব শব্দ-ব্রহ্মাত্মক।

শ্রীমৎ ধনপতি সূরির ব্যাখ্যার মর্ম্ম—গোপীরা বলিতেছেন, আমরা সর্ব্বদোষ নিবৃত্তির জন্য তোমার অধরামৃতের প্রার্থনা করিতেছি। তুমি যদি প্রসন্ন থাক, তবে আমাদের প্রার্থনার বিষয় শ্রবণ কর; হে বীর, আমাদিগকে তোমার সেই সরস অধরামৃত দান কর। তোমার অধরামৃত প্রেমবর্দ্ধক। পরিচ্ছিন্ন কামীর পক্ষে প্রেমলাভ অসম্ভব। যাহারা বহু অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে যেমন ক্ষুধা বর্দ্ধনের জন্য রসবিশেষ সেবন করা প্রয়োজন, আমাদের পক্ষে তদ্রূপ প্রেমবর্দ্ধনের জন্য তোমার অধরসুধা পান আবশ্যক। তোমার অধরসুধা মোক্ষপ্রদ সুতরাং শোক-নাশক। বেণু পরমভক্ত,—অলৌকিক মাহাত্ম্যবান্; ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ইহার খ্যাতি-কীর্ত্তি, সেই বেণু তোমার অধরসুধা পান করিয়াই এতাদৃশ কীর্ত্তিশালী হইয়াছেন এবং তোমার সেই অধরামৃত সার্ব্বভৌমাদিসুখ পর্য্যন্ত বিস্মরণ করাইয়া দেয়, আমাদিগকে সেই অধরসুদা প্রদান কর।" অথবা

এমন অর্থ হইতে পারে যে, তোমার বংশীধ্বনি জগতের লোকদিগের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অপর কামনা বিস্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাদের অন্তঃকরণ বেণুরভাবে বিভাবিত হইয়া তোমার অধরসুধা পান করিতে অধিকার লাভ করে।

নিবৃত্তিপক্ষে ব্যাখ্যা—ভগবদর্চ্চনা ও ধ্যানাদি দ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধি ও একাগ্রতা লাভ করিয়াছে, তাদৃশ বিবেক ও বৈরাগ্যশীল অধিকারী-দের পক্ষে যিনি অজ্ঞানাদি-বিধারণ করেন, তিনি 'ধর' অর্থাৎ পরমাত্মা। তিনি সকলেরই অধিষ্ঠানভূত, তাঁহার সম্বোধনে বলা হইয়াছে, হে ধর। শ্রুতিগণ বলিতেছেন হে ধর, আমরা তোমারই প্রতিপাদিকা; আমাদিগকে শ্রবণজন্য জ্ঞানামৃত কৃপা করিয়া প্রদান কর, কেননা তুমি বীর। জ্ঞানের মত পবিত্র জগতে কিছুই নাই, সর্ব্বোত্তম জ্ঞানামৃত দান হেতু তুমি দান-বীর। তুমি আমাদিগের অন্তঃকরণের বৃত্তিতে আরুঢ় হইয়া অজ্ঞানাদি সমস্ত শত্রু ধ্বংশ কর। তুমি পরস্পর প্রীতির বর্দ্ধন, তুমি শোক ও তদুপ-লক্ষিত বন্ধের নাশক। তুমি আমাদিগকে বলিতে শিক্ষা দিয়াছ, 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' 'তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি' "নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি"! তোমার সেই অমৃত বেদান্তাভ্যাসবান্ পুরুষগণের সম্যক্‌আস্বাদিত।" এইরূপে নিবৃত্তিপক্ষে ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীনাথ পণ্ডিতের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে—"বিশেষেণ ঈরয়তীতি বীরঃ"। হে বীর! তোমার অধরামৃত বিতরণ কর। যদি বল তোমরাই তো বলিয়াছ তাহা বেণুদ্বারা চুম্বিত হইয়াছে, কি প্রকারে বিতরণ করিব? আমরা বলি সম্যক্‌রূপে বেণু তাহা পান করে নাই। সুরত শব্দের অর্থ প্রেমানন্দ। তোমার অধরামৃত সেই প্রেমানন্দের বর্দ্ধক, উহা রসায়ন স্বরূপ। রসায়নের ক্রিয়া দুইপ্রকার, উহাতে সদ্য সদ্য রোগক্ষয় হয়, অথবা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

করিয়াও রোগ নষ্ট হয়। তোমার অধরামৃতরূপ রসায়ন উভয় প্রকার কার্য্য করে। ইহা অন্য স্পৃহানিবারক।

হেমাদ্রি বলেন—স্বরিত শব্দের অর্থ ষড়্জাদি স্বরযুক্ত। এই শ্লোকে পূর্ব্ব দুই চরণের দ্বিতীয় অক্ষর রকার এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে তৃতীয় বর্ণ রকার।

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদ-পদার্থ ব্যাখ্যা

সুরত-বর্দ্ধনং—প্রেমের প্রবর্দ্ধক; 'সুরতি' অর্থাৎ ভগবানে উত্তম রতি। রম ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত—সুরত; বৃধ্+ল্যু কর্ত্তৃবাচ্যে—বর্দ্ধনম্।

শোকনাশনং—শোকনাশক; সর্ব্বপ্রকার দুঃখনাশক।

স্বরিতবেণুনা—বাদিত বেণুদ্বারা; শ্রীমৎ কিশোরপ্রসাদ বেণু শব্দের নিরুক্তি সহ সবিশেষ অর্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ বম্ অমৃতাত্মক বীজ, পরমানন্দই অমৃত, ই অক্ষরের অর্থ কাম-সুখ, "কঞ্চ ইশ্চ যে আত্মকাম-সুখে অণু যস্মাৎ অসৌবেণুঃ সর্ব্বতঃ পরমানন্দসুখদঃ" অর্থাৎ যাহা হইতে বা যদ্দ্বারা আত্মকামসুখ অতিতুচ্ছ "অণু" বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই বেণু। বেণুর আধ্যাত্মিক অর্থ—সর্ব্বতঃ পরমসুখদ, ইহার একটা কারিকা আছে; তাহা এই :—

"বেতি ব্রহ্মসুখং বিদ্যাদিঃ কামসুখ মুচ্যতে।
তাবেবাণুতমৌ যস্মাৎ সবেণুরিতি কথ্যতে॥"

সুষ্ঠু চুম্বিতং—পরমাস্বাদিত।

ইতররাগবিস্মারণম্—অধরামৃত-রসস্বাদনভিন্ন অপর নিখিল বাসনা-বিলোপক। **নৃণাং**—নরসমূহের। বেণুদ্বারা নরগণেরও ইতররাগ বিস্মৃতি হয়; নারীগণের আর কথা কি! অথবা নরগণের পক্ষে চর্ব্বিও

তাম্বুলাদি সংযোগে কথঞ্চিৎ অধররস-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে অথবা 'নৃণাং মধ্যে বীরঃ" এইরূপ অন্বয়ও করা যাইতে পারে।

বিতর—বিতরণ কর, দান কর ; বি+তৃ+হি-লোট্, তৃপ্লবন তরণয়োঃ। বিউপ সর্গ যোগে তৃ দানার্থ বুঝায়। এইটি সকর্ম্মক ধাতু। অধরামৃত ইহার কর্ম্ম।

বীর—কন্দর্পযুদ্ধবীর ; মধ্যদেশীয় লোকেরা কিশোরবয়স্ক ব্যক্তি দিগকে রসিকতা ভাবে প্রায়শই বীর বলিয়া সম্বোধন করে। শ্রীগোপীগীতায় এই পদটি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থান-ভেদে অর্থভেদ বুঝিয়া লইতে হইবে। ইতঃপূর্ব্বে ইহার বহুপ্রকার অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। হলায়ুধ বিতরণ শব্দের পর্য্যয়ে লিখিয়াছেন ঃ—"বিশ্রাণনং বিতরণং স্পর্শনং প্রতিপাদন"।

অধরামৃতং—প্রেমবিশেষময় সম্ভোগ ইচ্ছা, 'অধর এব অমৃতং' (তদীয়-রসে তদুপচারাৎ)। শ্রীমৎধনপৎসূরি নিবৃত্তি পক্ষের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "ধারয়ত্বজ্ঞানা- দিকং সর্ব্বং ইতি ধরঃ সর্ব্বাধিষ্টান ভূত পরমাত্মা" ; যিনি অজ্ঞানাদি সকল বস্তু ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বাধিষ্টান ভূত পরমাত্মা ; তৎ সম্বোধনে হে ধর, তুমি করুণা করিয়া জ্ঞানামৃত বিতরণ কর।

---

(১৫)

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড়উদীক্ষতাং পক্ষকৃদ্দৃশাম্॥ ১৫॥

সংক্ষিপ্ত সান্থবাদ অন্বয়—যৎ (যখন) ভবান্ (তুমি) অহ্নি (দিবা-ভাগে) কাননং (বৃন্দাবনে) অটাত (গমনকর) (সেই সময়ে ত্বাং (তোমাকে) অপশ্যতাং (নাদেখিয়া আমাদের) ত্রুটি (ক্ষণকাল) যুগায়তে (যুগের মত বলিয়া মনে হয়) অতঃপরে দিনান্তে) তে (তোমার) কুটিলং (চূর্ণ-অলকাবিশিষ্ট) শ্রীমুখং (শ্রীমুখ) উদীক্ষতাং (দর্শীদের) দৃশাং (চক্ষুঃ সমূহের) পক্ষ্মকৃৎ (পক্ষ্মকর্তা ব্রহ্মাকে) জড়ঃ (অনভিজ্ঞ বলিয়া মনে হয়)।

সরল বাঙ্গানুবাদ—যখন দিবাভাগে তুমি বনে ভ্রমণ কর. তখন তোমায় না দেখিয়া নিমিষমাত্রকালও আমাদের নিকট যুগ বলিয়া মনে হয়। যে সকল চক্ষু তোমার কুটিল কুন্তল শ্রীমুখ দর্শন করে সে সকল চক্ষুর পক্ষ্মস্রষ্টা বিধাতাকে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া মনে হয়।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়

শ্রীধরের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—ক্ষণকাল তোমাকে না দেখিলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকেনা ; দেখিলেই সুখের উদয় হয়। তোমাকে দেখিয়া যতিগণের ন্যায় সর্ব্বসম্পদ ত্যাগ করিয়া দিনযামিনী কেবল তোমাকে লইয়াই থাকিতে ইচ্ছা হয়। তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাও কেন ? আমরা তোমার নিমিষমাত্র বিরহও সহ্য করিতে পারি-না। বিধাতা চক্ষুতে কেন পক্ষ্ম দিলেন ? তজ্জান্য তাঁহাকে জড় বলিয়া মণে করি।

শ্রীমৎ সনাতনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে—এই পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের কানন-ভ্রমণের কথা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি যে অরসিক তাহাই বলা হইয়াছে। চক্ষুতে পক্ষ্ম থাকার জন্য নিমিষ মাত্র বিলম্বেও গোপীদিগের পক্ষে কষ্টকর। আবার অন্যরূপ অর্থ এই হইতে পারে যে যাহারা

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ দর্শন করিবেন, তাহাদের মধ্যে যিনি চক্ষুর পক্ষ্ম ছেদন করেন তিনি অজড় রসতত্ত্বজ্ঞ ও বিদ্বান্—এইরূপ অর্থ করিবার জন্য একটি আকার প্রশ্লেষ করিতে হইবে। "হে দুর্বিতর্ক্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, তোমার প্রকৃতি আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিনা। তোমার দর্শনে ও অদর্শনে আমাদের কেবল দুঃখই হয়। দিবাভাগে যখন তুমি বনে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনে ক্ষণার্দ্ধকালও আমাদের নিকট যুগবৎ বোধহয়। আবার তোমার কুটিলকুন্তল শ্রীমুখ যখন দেখিতে পাই, তখন পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা ব্রহ্মাকেও অনভিজ্ঞ বলিয়া মনে হয়। কেননা যে কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ করিবে, তাহার চক্ষুতে তিনি পক্ষ্ম দিলেন কেন? আবার অপর পক্ষে ছেদনার্থক কৃৎপদ ধরিয়া লইয়া এই অর্থ করা যায় যে যিনি স্বীয় চক্ষুর পক্ষ্ম ছেদন করেন, তিনি বুদ্ধিমান্। আমরা নির্বোধ আমাদের চক্ষু পক্ষ্মদ্বারা আচ্ছন্ন। আমরা সাক্ষাৎ পাইলেই কি তাঁহার দর্শন পাইব?" এতদ্দ্বারা গোপীদিগের দর্শন বাঞ্ছারই আধিক্য অভিব্যক্ত হইল।

শ্রীবল্লভাচার্য্য বলেন—ব্রহ্মা দেবতাদিগের চক্ষুতে পক্ষ্ম প্রদান করেন-নাই, কেননা তাঁহারা অলৌকিক দ্রষ্টা। কিন্তু আমরা তাহা অপেক্ষাও অধিক অলৌকিক শ্রীকৃষ্ণমুখ দর্শন বাঞ্ছাকারিণী; দেবতারা বহুকালজীবী; আমরা সেরূপ নহি। সুতরাং ব্রহ্মা আমাদের চক্ষুতে পক্ষ্ম দিয়া নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীমৎ বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা মর্ম্ম এই যে আমাদের দুরদৃষ্ট এই যে, আমাদের দুঃখদায়ক তুমি আর কি করিবে? তোমাকে না দেখিয়া একক্রুটীসময়ও যুগতুল্য মনে হয়। দিবাভাগে তোমার বিরহজন্য দুঃখে তিনপ্রহরকাল যাপিত হইলেও আমাদের পক্ষে শতকুটি যুগ বলিয়া মনে হয়। ইহা দুরদৃষ্ট ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

শ্রীরামনারায়ণ বলেন—ব্রহ্মা বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার নিজের জন্য তিনি নিমেষরহিত আট নয়ন সৃষ্টি করিলেন, ইন্দ্র নিখিল মিথ্যা বিষয় দর্শন করেন, তাঁহাকে দেওয়া হইল, নিমেষ রহিত সহস্র চক্ষু—আর আমরা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় সচ্চিদানন্দ নিখিল রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকান্তি দর্শন করিব, বিধাতা আমাদিগকে কোটি নেত্র না দিয়া দুইটি করিয়া চক্ষু দিলেন, তাহাতেও আবার পক্ষ্মাচ্ছাদন দিয়া দর্শনের বিঘ্ন ঘটাইলেন,—বিধাতার এ কি অবিচার ?

এই পদ্যের প্রথম তিন চরণের দ্বিতীয় বর্ণ টকার।

ব্যাকারণ-সাধনাসহ পদপদার্থ ব্যাখ্যা

অটতি—গমন কর,। যৎ—যে সময়। ভবান্—তুমি। রামনারায়ণ এই পদটি—অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ('অন প্রাণনে, ভবস্য দগ্ধ-কামস্যাপি জীবনভূতঃ') তুমি দগ্ধ কামেরও প্রাণস্বরূপ। আমাদের ন্যায় কামিনীগণের পক্ষে আর কথা কি আছে ? অন+ক্বিপ্, ক্বি প্রত্যয় নিবন্ধন হলন্ত। ভব অন্ ভবান্, অথবা সামান্যতঃ সর্ব্ব জীবের জীবন ভূত হওয়ায় সকলের সত্ত্বাস্ফুর্ত্তিপ্রদ। অথবা "ভবতি অস্মাদিতি ভবস্য অনিত্যস্মাদিত্যাদ্ স চাসৌ স চ ভবান্ সত্ত্বালাভজীবনহেতুঃ। শ্রুতি বলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" সুতরাং কেবল আমাদের নয় সকলেরই জীবন হেতু। অথবা ভবস্য জন্মনো জীবনঃ সাফল্য-হেতুঃ, অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলে জীবনসার্থক হয় তুমি তাহাই অথবা কাননং ভাতি প্রকাশয়তি, বাতি সুগন্ধয়তি, অন্ইতি জীবয়তি তথা স ভবান্ অর্থাৎ তুমি কাননে কেবল যেঁ ভ্রমণ কর তাহা নহে, তুমি কাননকে প্রকাশিত কর, সুগন্ধান্বিত কর এবং সঞ্জীবিত কর। কাননং—বন, কানি কুৎসি-তানি এব অসুন্দরতয়া দর্শনীয়ানি পক্ষিমৃগাদ্যাননানি যস্মিন্ ইতি—

কাননং ; অর্থাৎ যেখানে কুৎসিত পশু পক্ষি মৃগাদির মুখাদি বর্ত্তমান তাহাই কানন ; সেখানেত আমাদের মত সুন্দর মুখ নাই সুতরাং বৃথা তুমি কেন সেখানে ভ্রমণ কর, ইহাই অভিপ্রায়; অথবা কং সুখরূপং আননং যস্য ; বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম সকলেরই চেতনত্বনিবন্ধন প্রেমরসান্বিতত্ব থাকায় তুমি সকলেরই জীবন ; স্থাবরাদি জড়ীভূত হইলেও তোমার দর্শনে মুকুল-পুলক-পুষ্প-বিকাস প্রহাস-মধু-আনন্দ-অশ্রু ও রসস্রাব প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয় তোমার মুখ দেখিয়া বৃন্দাবনস্থ স্থাবর পর্য্যন্ত সকলেই সচেতন ও প্রেমরসান্বিত, সুতরাং তুমি যেমন আমাদিগকে সুখদান কর, তেমনি বনস্থ তরুলতা সকলকে সুখী কর, সুতরাং তোমার বন-ভ্রমণ বৃথা নহে।”

ত্রুটি—অতি অল্পক্ষণ, ত্রুটি পদটি কাল-প্রতিপাদক ; তিন পরমাণুতে এক ত্রসরেণু, তিন ত্রসরেণুতে একত্রুটি, এককক্ষণের একশত সাতাইস অংশ ত্রুটি।

ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ সঃ ত্রুটিঃ স্মৃতঃ।
শতভাগস্তুবেধঃস্যাত্তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ॥
নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ।

যুগায়তে—যুগবৎ বোধ হয়। দুঃখের সময় অতি দুরতিক্রমণীয়, সুতরাং অল্প সময়ও সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। উজ্জ্বল নীলমনি গ্রন্থে ইহা নিমিষা সহিষ্ণুতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। উজ্জ্বল নিলমণি গ্রন্থে ইহা বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। উপমানাৎ আচারে (পাণিনি ৩-১-১০ সূত্র— উপমানাৎ কর্ম্মণঃ সুবন্তাদাচারেঽর্থেবা ক্যচ্‌স্যাৎ) এইরূপে যুগায়তে পদটি নিষ্পন্ন হয়।

ত্বাং—তোমাকে। অপশ্যতাং—না দেখিয়া আমাদের।

কুটিলকুন্তলং—চূর্ণ কুন্তলং, অলকা সমন্বিত- কুটিলঃ বক্রাঃ কুন্তলাঃ কুং

পৃথ্বীং স্বশোভয়া তমধঃকুর্ব্বন্তি ইতি তথাভূতা অলকাযস্মিন্. অথবা কুটিলাঃ মুখাবরণেন দর্শন প্রতিবন্ধকাঃ তাভিঃ কপটযুতা কুন্তলা যস্মিন্।
শ্রীমুখং—নিত্য শ্রিয়ান্বিতমুখ। জড়ঃ—অনভিজ্ঞ! উদীক্ষতাং—উচ্চ দর্শনকারীদিগের, উৎ—ঈক্ষ+ক্বিপ্ ষষ্ঠীর বহুবচন "দৃশাং" পদের বিশেষণ; সকর্ম্মক; "শ্রীমুখম্" পদ ইহার কর্ম্ম।
পক্ষ্মকৃৎ—পক্ষ্মস্রষ্টা বা পক্ষ্মচ্ছেদক। করণে ও ছেদনে উভয় অর্থই এই কৃদন্ত পদের অর্থ করা হইয়াছে।
দৃশাং—নেত্রসমূহের; দৃক্ শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচন। এই পদ্যটি শ্রীচরিতামৃতের দুই স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে, আদির চতুর্থে শ্রীলকবিরাজ ইহার ভাবাবলম্বনে লিখিয়াছেন :—

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধিভাল না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ,—কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥

পুনশ্চ মধ্য লীলার একবিংশ অধ্যায়ে :—

বিপুল আয়তারুণ মদন-মদ-ঘূর্ণন
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য কেলি সদন জন-নেত্র-রসায়ন
সুখময় গোবিন্দ বদন॥
যার পুণ্য-পুঞ্জফলে সে মুখ-দর্শন মিলে
দুই আঁখি কি করিবে পান।

দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ, পীতে নারে মনক্ষোভ
দুঃখে করে বিধির নিন্দন ॥
না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিল আঁখি দুটী
তাহে দিল নিমেষাচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন রস-শূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন
বিধি হয়ে হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে কোটি আঁখি তার করে
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥

শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের ৮২ অধ্যায়েও ঠিক এই ভাবের একটি কথা আছে ঃ— গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বল্লভাচার্য্য লিখিয়াছেন, চক্ষুরক্ষার জন্যই পক্ষের সৃষ্টি কিন্তু ভগবৎদর্শনে চক্ষুর কোন উপঘাত সম্বন্ধে আশঙ্কা থাকিতে পারে না সুতরাং উহারা তৎসময়ের জন্য বৃথা সৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যুত ভগবদ্দর্শনের পক্ষে উহা বাধক হইয়া দাঁড়ায় অতএব ভগবদ্দর্শন কারাদিগের পক্ষে চক্ষুর পক্ষ্ম ব্যবধায়ক এবং বাধক বলিয়া গোপীরা বিধাতাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন।

৺কৃষ্ণ কমল গোস্বামী উক্ত পদ্যটি এবং শ্রীচরিতামৃতে উহার ব্যাখ্যাগুলি অবলম্বন করিয়া তদীয় রাইউন্মাদিনী গীতিকাব্যে "কি হেরিব শ্যাম রূপনিরূপম"ইত্যাদি যে গানটি রচনা করিয়াছেন, তাহা অতিমনোরম। উহা মৎকৃত গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

(১৬)

পতিসুতান্বয়-ভাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬ ॥

সংক্ষিপ্তসানুবাদ অন্বয়। হে অচ্যুত, হে কিতব, (হে বঞ্চনাশীল) গতিবিদস্তবঃ (আমাদের স্বভাবাভিজ্ঞ তোমার) উদ্গীতমোহিতাঃ (উচ্চগীত-মুগ্ধা আমরা) পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ (পতি ভগিনী-পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ভাতৃগণ এবং বান্ধবগণকে) অতিবিলঙ্ঘ্য (বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া) তে (তোমার) অন্তি আগতাঃ (নিকটে আসিয়াছি) যোষিতঃ (এতাদৃশ স্ত্রীদিগকে) নিশি কঃ ত্যজেৎ। (রাত্রিকালে কে ত্যাগ করে) ?

সরলবঙ্গানুবাদ—হে অচ্যুত, হে কিতর (বঞ্চনাশীল) তুমি আমাদের আগমনের কারণ অবশ্যই জান, আমরা তোমার উচ্চগীতে মোহিত হইয়া পতি, সুত, ভ্রাতৃবান্ধবগণকে ত্যাগ করিরা তোমার নিকটে আসিয়াছি ; এইরাত্রি কালে আগতা স্ত্রীলোকদিগকে তুমি ভিন্ন কে ত্যাগ করিতে পারে ?

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়

শ্রীমৎ সনাতনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে—গোপীরা বলিতেছেন আমরা যে পতিসুতভ্রাতৃবান্ধব পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি, ইহাতে আমাদের কোনও পাপের আশঙ্কা উদিত হয় না ; কেননা, আমরা অচ্যুতের নিকটই আসিরাছি। যাহার নিকটে আসিলে কোনরূপ সদাচার হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না তুমি সেই অচ্যুত। প্রপন্নজনরঞ্জন,—তোমার এক বিশেষ গুণ। তুমি তোমার নিজের স্বভাব ও আমাদের স্বভাব ভাল-

রূপেই জান। অথবা আমরা তোমার নিজের স্বভাব ও আমাদের স্বভাব ভালরূপেই জানি; তোমার অভিজ্ঞত্ব এবং কারুণ্যাদিময় স্বরূপ ভালরূপেই জানি। তুমি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই, তাহাও তুমি জান; তাহা সত্বেও আমরা তোমার উচ্চগীতে মোহিত হইয়া আসিয়াছি। এই রাত্রিকালে সমাগত ভীতা অবলা সরলা গোপবালা স্ত্রীদিগকে ত্যাগ করা তোমার অনুচিত।" অপর ব্যাখ্যা এই যে কোন কিতবও এই অবস্থায় ত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং তুমি কেবল ধূর্ত্ত নও, পরম অকৃতজ্ঞও বট, কেবল অকৃতজ্ঞ নও, তুমি রাত্রিকালে উচ্চগীতদ্বারা মোহিত করিয়া রমণেচ্ছাসাধনের জন্য রাত্রিতে নির্জ্জনে নিজান্তিকে অবলা সরলা ভীরু গোপবালাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া এখন ত্যাগ করিতেছ, একি তোমার ভয়ানক ধূর্ত্ততা নয়?

শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার মর্ম্ম,—বেণুবাদন সময়ে যে সকল গোপীরা পতি দ্বারা অন্তর্গৃহে নিবদ্ধ ছিলেন, এই পদ্যটি তাঁহাদেরই উক্তি। "তুমি আমাদিগের শেষ দশা জান, আমাদিগকে নিকটে আনিয়া এখন ত্যাগ-করিতেছ, ইহাতে কি তোমার বাক্যের স্খলন হয় না? অথচ তোমাকে লোকে অচ্যুত বলে; যদি বল তোমরা কেন এলে? আমরা তো ইচ্ছাপূর্ব্বক আসি নাই; তুমি তোমার ভুবন-ভুলান বাঁশীর উৎগীতে আমাদিগকে বিমোহিত করিয়া এখানে আনিয়াছ। তুমি বলিতে পার, তোমরা যখন এমনই মুর্খ, তখন বর্ত্তমান সকল যাতনাই তোমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে। আমরা বলি হে শঠ, তুমি ভিন্ন জগতে এমন কে আছে যে ভীরু অবলাদিগকে এই রাত্রিতে ত্যাগ করে? অথবা রাত্রি-কালে যুবতীদিগকে কোন যুবক ত্যাগ করে ইত্যাদি?

শ্রীকিশোরী প্রসাদ বলেন, সাধকচরিতা গোপীদিগের মধ্যে যাঁহারা বাহির্গত হইতে না পারিয়া গুণময় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই

পুনর্ব্বার নিত্য কলেবর প্রাপ্ত হইয়া এই প্রার্থনা করেন। এইস্থলে যে পতিশব্দ বলা হইয়াছে, তাহা যোগমায়া-পরিকল্পিত। ব্রজে প্রেমবিলাসী বহুবিধ রসকদম্ব-চূড়ামণি শ্রীগোবিন্দের সর্ব্বপ্রকার প্রেম সাধন, সকলপ্রকার সুরসিকজনেরই সমুল্লাসক ও সুখদায়ক। যদিও পরম অপ্রাকৃত লীলায় কিছুমাত্র লৌকিকত্ব থাকা সম্ভবপর নয়, তথাপি নিত্যদোষাক্ত শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে স্থলবিশেষে তৎপরতার ব্যাঘাত ঘটে। তাহারা উহাতেও মানবসমাজের দোষের আরোপ করে। গোপীগণ বলিতেছেন, ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মৃগীগণ যেমন মোহিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত হয়, আমরা তেমনি তোমার উদ্‌গীতে মোহিত হইয়া ধর্ম্মাদি-লঙ্ঘনের ভয় না করিয়া তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যদি বল তোমরা পরম ভীরু, কেনই বা উদ্‌গীতে মোহিত হইয়া আসিলে? আমরা তোমার কাপট্য-পটুতাধিক্য জানিয়াও তোমার উদ্‌গীতের মোহন মন্ত্রে মোহিত হইয়া আসিয়াছি। আমাদের পিতাদির দ্বারাও আমরা সতর্কিতা হইতে পারি নাই। (এইস্থলে মা+উহিত—অতর্কিত এইরূপে মোহিত পদের অর্থও করা হইয়াছে)। তুমি বলিতে পার যে তাহা হইলে তোমরা স্নেহাকৃষ্ট হইয়া এখানে আগমন কর নাই। আমরা বলি তাহা নহে, আমরা তোমার একান্ত অধীনা! তুমি আমাদিগকে রাত্রিকালে ত্যাগ করিতেছ, ইহা কি তোমার উচিত?

শ্রীরামনারায়ণ বলেন, হে কৃষ্ণ! কেবল যে তোমার কেশরাশি কুটিল তাহা নহে; তুমি নিজেও কুটিল, তাই তুমি সমতাভাবেই কুটিলকেশ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছ! যদি বল যে আমার কৌটিল্য কি? তাহা আমরা বলিতেছি, আমরা পতিসুতাদি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি; আমরা তোমাতে দৃঢ় ও নিশ্চল আছি। মনেও তোমা হইতে কখন চ্যুতা হই নাই। তোমার উদ্‌গীতে

মোহিত হইয়া আসিয়াছি। তোমার উদ্‌গীতে কে না মুগ্ধ হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণও মুগ্ধ হন :—

"শক্র-শর্ব্ব পরমেষ্টি পুরগাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ"

এমনি তোমার উদ্‌গীতি মাহাত্ম্য—এমনি তোমার পরম মাধুর্য্য রসস্নেহস্বরসৌষ্টব এবং তজ্জনিত শ্রুতি-মনোহরত্বও পরমাহ্লাদকত্ব! যদি বল, আমি বাল্যলীলাবশতঃ বাঁশী বাজাই, তোমরা যে আসিবে তাহাকি আমি জানি? আমরা বলি, তুমি গতিবিৎ, তুমি কিনা জান? তোমার বংশীধ্বনিতে আমরা গৃহ হইতে বনে আসিয়াছি। বনে আগমনের পরে ঈদৃশ গতি প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি গতিবিৎ তুমি আমাদের হৃদয়ের গতি জান, প্রেমবিরহবিহ্বলিত দশাও জান। লোককুল-বেদ-মর্য্যাদা এবং বন্ধুদিগকে ত্যাগ করিয়া অসহিষ্ণু হইয়া তোমার রমণার্থ যে বনে আসিব, ইহা সকলই তুমি জান। হে কিতব, রাত্রিতে কেহ কি কখনো স্বরমাগতা যোষিৎ ত্যাগ করে? তুমি কিতব-শিরোমণি, তোমায় আর কি বলিব?" শ্রীরামনারায়ণ এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যাদ্বারা কিতব ও গতি শব্দের আরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীধনপতি স্থরি বলেন—জগতে, পতি পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি যত আছেন সকলই ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর। কেবল তোমাকেই অচ্যুত জানিয়া আমরা সকল ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তোমার গানে সকল প্রকার নশ্বর সম্বন্ধ ভুলাইয়া দেয়। তোমাতেই চিত্ত আকৃষ্ট করে। এতাদৃশী আসক্তাগণকে স্বয়ং ডাকিয়া আনিয়া কোনও বাঞ্ছিত ফল না দিয়া ত্যাগ করিতে পারে এমন ব্যক্তি যে কে, তাহা আমরা জানি না। যদি বল এখনও আমাকে চাহিতেছ, অতঃপরে আবারতো আপন আপন পতিদের নিকট যাইবে! আমরা বলি, তাহা কখনো হইবে না। তাহারা কিতব :

তোমার স্বরূপে না জানায় তাহারা আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক ; তাহাদিগের স্ত্রীরা যাহা করে করুক, কিন্তু আমরা তোমার স্মরণাগত এবং তোমারই রক্ষণীয়া।

শ্রীনাথ পণ্ডিত বলেন—যাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতেছেন, হে কিতব ! আমরা পতি প্রভৃতির সহিত অত্যন্ত ভাবে সম্বন্ধ ত্যাগ করার জন্য সেই পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। অচ্যুতভাবে অর্থাৎ অপ্রাকৃত দেহে তোমার নিকট আসিয়াছি। আর যেন তোমা হইতে চ্যুত না হই,—এই জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। একমাত্র তুমিই আমাদের গতি, ইহাই মনে করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমরা তোমার তত্ত্ব জানি। তোমার উদ্গীতে মোহিত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু যাহারা তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করে, দুঃখই তাহাদের ফল, এখন তোমার দেখা পাওয়াতো দূরের কথা, আমরা তোমাতে প্রীতিস্থাপন করিয়া অহর্নিশ দুঃখ পাইতেছি।"

হেমাদ্রি বলেন—অন্বয় শব্দের অর্থ কুল। এই পদ্যে প্রতি চরণের দ্বিতীয় অক্ষর তকার।

ব্যাকরণ-সাধনা সহ পদ-পদার্থ-ব্যাখ্যা।

পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্—পতি, পতিম্মন্যযোগমায়াকল্পিত পতি, সুত, ভ্রাতুস্পুত্র ভগিনীপুত্র, এবং ভ্রাতৃগণ ও বান্ধবগণকে।

অতিবিলঙ্ঘ্য—নিরতিশয় অতিক্রম করিয়া, অথবা অতিবিশেষরূপে লঙ্ঘন করিয়া। শ্রীনাথ পণ্ডিত বলেন—দেহ-ত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বসম্বন্ধ বিনাশ করিয়া। **অন্তি**—নিকটে, এইটি অব্যয় পদ। **অচ্যুত**—যিনি

সর্ব্ববিষয়ে অব্যভিচারী। এই পদটিকে কোন কোন ব্যাখ্যাকার গোপীদিগের বিশেষণ রূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। **আগতাঃ**—আসিয়াছি।

গতিবিদঃ—আমাদের আগমনাভিজ্ঞ তোমার; 'হেমাদ্রি—গতি শব্দের অর্থ করিয়াছেন গীতি-বিশেষ; গতি শব্দের অপর অর্থ স্বভাব। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার স্বভাব ও আমাদের স্বভাব জান, কিম্বা আমাদের সুব্রতত্বাদি-মাহাত্ম্য এবং ত্বদেকগতিত্ব তুমি জান; কিম্বা আমরা তোমার অভিজ্ঞত্ব জানি, অথবা কারুণ্যাদিময় তোমার স্বরূপ আমরা জানি। (এইরূপে গতিবিদঃ পদটি—ষষ্ঠীর একবচনে শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে এবং প্রথমার বহুবচন করিয়া গোপীপক্ষে বহু অর্থে ব্যখ্যাত হইয়াছে)।

উদ্গীত-মোহিতাঃ—উদ্গীতদ্বারা মোহিতা; মোহিতা পদটি মা—উচিতা অর্থাৎ অতর্কিতা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিতব—কপট,—এই পদটি সম্বোধনে এবং প্রথমা বিভক্তিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিতব পুরুষের মধ্যেই বা কে ত্যাগ করে? অভিধান-কার মেদিনী বলেন কিতব শব্দের অর্থ—মত্ত; বঞ্চক ও কনক, "কিতবস্তু পুমান্ মত্তে বঞ্চকে কনকাহ্বয়ে।" বিশ্বনাথ বলেন রাত্রিকালে যুবতী ত্যাগ করা মত্তেরই কার্য্য। তুমি মত্ত, তাই যুবতীদিগকে ত্যাগ করিতেছ।

যোষিতঃ—স্ত্রীলোকদিগকে। **কঃ**—কে। **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করে, 'সম্ভবনায়াং—লিঙ্' সম্ভবনার্থে—লিঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। **নিশি**—রাত্রিকালে, এইটি অব্যয় শব্দ!

(১৭)

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥১৬॥

সংক্ষিপ্ত সানুবাদ অন্বয় তে (তোমার) রহসি (একান্তে) সংবিদং (রতিপ্রার্থনাব্যঞ্জক সম্ভাষণ) হৃচ্ছয়োদয়ং (কন্দর্প ভাবোদয়) প্রহসিতাননং (হাসিমাখা মুখ) প্রেম-বীক্ষণং (প্রেমমাখা চাহনি) শ্রিয়োধাম (শোভাস্পদ) বৃহৎ (বিস্তীর্ণ) উরঃ (বক্ষ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বীক্ষ্য (দেখিয়া] অতি স্পৃহা (অতিশয় স্পৃহা দ্বারা) মনঃ মুহ্যতে (মন মোহপ্রাপ্ত হয় কিম্বা বিশেষরূপে দেখিয়া অতিশয় স্পৃহা জন্মে এবং মনও পুনপুনঃ উৎকণ্ঠা জ্বালায় মোহপ্রাপ্ত হয়)।

সরল বঙ্গানুবাদ—হে সখে, তোমার একান্তে রতি-প্রার্থনাব্যঞ্জক সম্ভাষণ, কন্দর্পভাবোদয়, হাসিমাখা মুখ, প্রেমমাখা চাহান এবং পরম শোভাস্পদ বিস্তীর্ণ বক্ষ পুনঃপুনঃ বিশেষরূপে দেখিয়া আমাদের স্পৃহা বলবতী হইয়াছে, এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠায় আমাদের মনও মোহপ্রাপ্ত হইতেছে।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়।

শ্রীধরের ব্যাখ্যা তাৎপর্য্য এই যে,—তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ, তোমাকে দেখিয়া আমাদের যে হৃদ্‌রোগ হইয়াছে, তোমার অদর্শনে তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমি সঙ্গদানে আমাদের এই রোগের চিকিৎসা কর।

শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার অতি সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে তোমার পূর্ব্বাচরিত প্রহসিতআনন, প্রেমবীক্ষণ, নির্জ্জন ক্রীড়া-সঙ্কেত প্রভৃতির কথা মনে

করিয়া এবং প্রগাঢ় আলিঙ্গনের উপযুক্ত—তোমার বিস্তীর্ণ পরম শোভনীয় বক্ষ দেখিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তজ্জনিত বিরহজ্বালায় আমাদের মন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছে। তোমার বক্ষের পীত রেখাতেই লক্ষ্মীর বাসত্বের সূচনা করিতেছে ইত্যাদি।

শ্রীপাদ শ্রীজীব বলেন, কুমারীরা এই পদ্যে বলিতেছেন তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলা আমি তোমাদের সঙ্গে আগামিনী পূর্ণিমা রজনীতে রমণ করিব, সেই প্রতিজ্ঞার বাক্য মনে করিয়া এবং হাসিমুখ ও প্রেমমাখা চাহনি দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে বলবতী স্পৃহা জাগিয়াছে ; মনও মূর্চ্ছিত হইতেছে। তোমার যে প্রেম চাহনিতে প্রেমানুরাগের উদয় হয়, তোমার তেমন চাহনি আমাদের মনে পড়িতেছে। তুমি কি তোমার সেই কথা রক্ষা করিবে না ?—ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীমৎ বল্লবাচার্য্যের ব্যাখ্যা মর্ম্ম এই যে, আমাদের মন অতি স্পৃহাযুক্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইতেছে। মন কেবল মূর্চ্ছিতই হইতেছে, মরণ তো হয়না। আমাদের জীবনে ধিক্।

শ্রীমৎবিশ্বনাথের ব্যাখ্যা মর্ম্ম এই, তোমার নির্জ্জন রহকেলিসঙ্কেত, প্রহসিত মুখ, প্রেমযুক্ত চাহনি, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা কন্দর্পভাবের উদয় করা এবং তোমার ঐ বিস্তীর্ণ বক্ষ—এই পাঁচটি পঞ্চশরের ন্যায় তোমার মোহ-পঞ্চক। ইহারা আমাদের নেত্ররন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমাদের হৃদয়কে প্রজ্জ্বালিত করিতেছে।

শ্রীরামনারায়ণের ব্যাখ্যার অভিপ্রায়—হে কৃষ্ণ! তুমি বলিতে পার যে তোমরা যখন পতিপ্রভৃতির দোষ দেখিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছ, তখন আমাকেই বা না ছাড়িব কেন, আমিওতো কপট্যতাদিদোষে দুষ্ট,—তৎপক্ষে আমরা বলি,আমরা বিরহদুঃখে মনের কষ্টে কত কথাই বলি, কিন্তু আমরা জানি তুমি নির্দ্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহ ; তোমাতে দোষের গন্ধও নাই ;

তোমার গুণেরও অন্ত নাই। তোমার গুণ দেখিয়াই আমাদের মন মুগ্ধ হইয়াছে তোমার হাসিমাখা মুখ ও প্রেমমাখা চাহনি সততই মনে পড়িতেছে।" অথবা অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে,—হে বৃহৎ ব্রহ্মন্, অথবা হে সর্ব্বগুণ শ্রেষ্ঠ! তোমার বক্ষ বিশেষরূপে দেখিয়া উহা প্রগাঢ় আলিঙ্গনের সুখময়ধাম মনে করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়।" (এইস্থলে বৃহৎ পদটি কৃষ্ণের সম্বোধন। উহা বক্ষের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে বক্ষের উচ্চতা ও প্রসারতা নিবন্ধন বক্ষের শোভা বুঝায়, অপিচ বৃহৎ কেমন, তাহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে "শ্রীর ধাম" অর্থাৎ সর্ব্বশৃঙ্গার-ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আলয়-স্বরূপ। ইঁনি সর্ব্বদাই তোমার ঐ বক্ষে বাস করেন। ধাম শব্দে তনু, কান্তি ও তেজ অর্থ বুঝায়। বক্ষের বিশেষণ না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহারাস্পদ শ্রীবৃন্দাবনও যমুনাপুলিনকেও ধাম বলা যাইতে পারে। পদ পদার্থ ব্যাখ্যায় এই ব্যাখ্যার অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইবে।

শ্রীমৎধনপতির ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে তোমরা আমাতে পরমেশ্বর বুদ্ধি আচ্ছাদন করিয়া আমাকে রমণ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছ এবং তাহাতে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছ; সুতরাং ঐ বুদ্ধি ত্যাগ কর। হে কৃষ্ণ, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং এখন সে বুদ্ধি ত্যাগ করিবারও উপায় নাই। তুমি হাসিভরা মুখ ও প্রেমভরা চাহনি, নির্জ্জনে রহঃকেলি-সঙ্কেত প্রভৃতি দ্বারা তোমার প্রতি আমাদের রমণ বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়াছ এবং বলবতী স্পৃহার উদ্রেক করিয়াছ। তোমার মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মদন-ভস্মকারী মহাদেব পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন; তোমার সেই শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষাও কোটি-গুণিত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যশালী এই শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের ন্যায় অবলা সরলা আভীরী গোপবালাদের যে মহামোহ উৎপন্ন হইবে

সেবিষয়ে আর বিচিত্রতা কি আছে ? পূর্ব্বে আমাদের কামরোগ ছিলনা ; তোমার হাসি মাখা মুখ, প্রেমমাখা চাহনি ও সম্ভোগ-চাতুর্য্য-সঙ্কেত এবং সুন্দর বিশাল প্রগাঢ় আলিঙ্গন-যোগ্য বক্ষ দেখিয়া তোমার সঙ্গস্পৃহা আমাদের পক্ষে রোগের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তুমি এখন সঙ্গদানে সেই রোগ দূর কর নচেৎ তোমার বিরহে বিরহে মহামূর্চ্ছায় আমাদের জীবনান্ত হইবে।

শ্রীনাথপণ্ডিত বলেন—তোমাকে দেখিয়া আমাদের এইরূপ স্পৃহা জন্মিয়াছে। তোমার বৃহৎ বক্ষ অনন্ত শোভার ধাম।" এই পদ্যের প্রত্যেক চরণে দ্বিতীয় অক্ষরে হকার।

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদপদার্থ-ব্যাখ্যা

রহসি সংবিদং—নির্জ্জনে রহঃকেলি বাসনাব্যঞ্জক সঙ্কেত। সংবিদ-পদের বিশেষার্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এইটি অলুক্ সমাস।

হৃচ্ছয়োদয়ং—কন্দর্প-ভাবের উদয়। হৃচ্ছয়পদের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করাইয়াছে। শ্রীমৎ সনাতন বলেন এই পদটি অপর চারিপদের বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। (হৃদি সুপ্তবন্নিশ্চেষ্টতয়া লীনস্যাপি কামস্য উদয়ঃ প্রাকট্যাং যস্মাৎ) অন্যরূপও হইতে পারে (হৃচ্ছয়স্য উদয়ং) ইহা বিশেষ্যপদ, অথবা তব হৃচ্ছয়ায় কামরণায় য উদয়ঃ উদ্যমঃ আরম্ভোবা তং বীক্ষ্য ; অথবা কামোদ্দীপক চেষ্টা-বিশেষং ; অথবা হৃচ্ছয়স্য কামস্য উদয়ো যস্মিন্ তং কিশোর বয়সং ত্বাং শ্যামসুন্দরং ; অথবা হৃচ্ছয়ে রতি-রণে উদয়ঃ সমুদ্যমঃ তৎ সময়ে উদয়ঃ তদুদ্ভাবকা বিবিধা-নির্ব্বচনীয় চেষ্টাসমুদয়োবা যস্য ; অথবা স্বাঙ্গশোভায়াং হৃচ্ছয়াদপি উদয়ঃ উৎকার্ষোযস্য, অথবা সদ্ভি র্ধৈর্য্যস্যাপি সতাং জ্ঞেয়ত্ব-ধ্যেয়ত্ব ভাবোৎপাদক উদয়ো যস্য ;

প্রহসিতাননং—হাস্যযুক্ত মুখং প্রকৃষ্টং মৃদুসিতাস্মিতাদি মধ্বাহ্লাদামৃতময় স্মিতং যস্মিন্ তাদৃগাননং মুখম্। অথবা প্রহসিতানি স ন্যূনতয়াক্ষিপ্তানি সর্ব্বাণ্যপ্যাননানি যেন। অথবা প্রকৃষ্ট হসিতেন আ ঈষদপি নকারো যাচ্ঞানঙ্গীকারো ন যস্মিন্। অথবা প্রহসিতেন ন আননানাং ন্যূনতাদ্যোতনেন আ সমস্তাৎ ন নেতি যাচ্ঞা স্বীকার এব যস্মিন্।

প্রেম-বীক্ষণং—প্রেমমাখা চাহনি। প্রেম্না উৎকর্ষিতানুরাগেণ উৎকলিতানুরাগেণান্বিতং বীক্ষণং যস্মিন। অথবা প্রেম্ণা বিবিধং নানাভাব কটাক্ষবীক্ষণং যস্মিন্। অথবা প্রেমবিশিষ্টে ঈক্ষণে নয়নে যস্মিন্। অথবা প্রেম্ণেব বীক্ষণং দর্শনং বিশেষেণেক্ষণং পরীক্ষণং বা যস্মিন্। অথবা প্রেম্নৈব বীক্ষণং দর্শনং যস্য। অথবা প্রেম্নৈব বিশেষণেনেক্ষণং কিং স্বরূপমেতৎ কাদৃশ্বিচিত্র চিদানন্দাত্মক গুণবদ্ধাগ্নমিতি জ্ঞানং যস্য। অথবা প্রেমোদয় এব বীক্ষণে দর্শনে বিশেষতো গুণজ্ঞানে বা যস্য ন কদাপি নির্ব্বেদ-সম্ভাবনং যদ্বা মুখাবিশেষণাভাবেঽপি তব প্রেমবীক্ষণং প্রেমপূর্ব্বক বীক্ষণং বিবিধবীক্ষণঞ্চ বীক্ষেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অথবা তব প্রেম চ বীক্ষণং বিবিধমীক্ষণঞ্চ।

বৃহৎ—উরঃ শব্দের বিশেষণ। রামনারায়ণ বলেন-বৃহৎ ব্রহ্মশব্দার্থ রূপেও সম্বোধনে ব্যবহৃত হইতে পারে। উরঃ—বক্ষ, কর্ম্মকারক। শ্রিয়ঃ—শোভা, শ্রীশব্দে ষষ্ঠী ১ বচন। বীক্ষ্য—দেখিয়া, বি—ইক্ষ যপ্। ধাম—স্থান, তনু, কান্তি, তেজ, এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহারের স্থান শ্রীবৃন্দাবন এবং যমুনাতট। তে—তোমার। অতিস্পৃহা—এই শব্দটি অতিস্পৃট্ শব্দে তৃতীয়ার একবচন। স্পৃহ্ ক্বিপ্ সম্পদাদিত্বাদ্ ভাবে ক্বিপ্। মুহ্যতে মনঃ—মন মোহ-প্রাপ্ত হয়। মুহ ধাতু আত্ম-পদী লট্-তে।

---

(১৮)

ব্রজ-বনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজন হৃদ্‌রুজাং যন্নিসূদনম্॥

সানুবাদ সংক্ষিপ্ত অন্বয়-হে অঙ্গ (হে প্রাণপ্রতিম কৃষ্ণ তে (তোমার) ব্যক্তিঃ (অবতার বা প্রকাশ) ব্রজবনৌকসাং (ব্রজবাসীদের এবং বনবাসি গণের অর্থাৎ গোপীদের ও মুনিদের অলং (অতিশয়রূপে) বৃজিনহন্ত্রী (দুঃখ নিবারিকা) তথা বিশ্বমঙ্গলং (অশেষ মঙ্গলরূপ) অতঃ অতএব ত্বৎ-স্পৃহাত্মনাং (তোমার প্রাপ্তি-কামীদের) নঃ (আমাদের) স্বজন হৃদ্রুজাং (তোমার স্বকীয় জনগণের হৃদ্‌রোগ সমূহের) যৎ যাহা মনাক্ (অল্প-মাত্রাতেও) ত্যজ (কার্পণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রদান কর)।

সরল বঙ্গানুবাদ—হে প্রাণপ্রতিম কৃষ্ণ! ব্রজবাসী গোপীদের এবং বনবাসী মুনিদের দুঃখনাশের জন্যই তোমার প্রকাশ, উহা অশেষ দুঃখ-নাশক এবং অশেষ মঙ্গলজনক। আমাদের মধ্যে যাহারা তোমায় প্রাপ্তির জন্য নিরতিশয় স্পৃহাশীলা তুমি তাহাদের যাহাতে কামতাপ বিনাশের যে কিছু উপায় করিতে পার, কার্পণ্য ত্যাগ করিয়া তাহা কর।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়

শ্রীধর বলেন সকলের দুঃখনাশার্থে ও মঙ্গলার্থে তোমার অবতার। আমরা তোমার স্বজন, আমাদের হৃদ্রোগ-বিনাশের জন্য তোমার যে যোগ্য ঔষধ আছে, কার্পণ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার যৎকিঞ্চিৎ আমাদিগকে প্রদান কর।

শ্রীমৎসনাতনের অভিপ্রায় এই যে—এস্থলে যে মঙ্গলের কথা বলা হইল, ইহা ভক্তি-প্রেমাদি-সম্পত্তি-লাভ পূর্ব্বক প্রতিক্ষণ অভিনব সুখ পরম্পরাপ্রাপ্তিমূলক। প্রেমার্ত্তিভরে এখানে 'রুক্' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে; গোপীরা বলিতেছেন আমরা যে কি চাই, তাহা তুমি ভাল রূপেই জান, কিম্বা তুমি যাহা চাও তাহাও আমরা জানি। এই অবস্থায় আমাদের প্রাপ্য, যাহা যাহা প্রদান করিলে আমাদের হৃদ্‌রোগ নিবারিত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ মাত্রওআমাদিগকে প্রদান কর। আমরা তোমার স্বজন।

শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন—যদি তুমি আমাদিগের আপদ্ বিনাশ না কর তবে তোমার এই অবতারই ব্যর্থ হয় সুতরাং আমাদের দুঃখ অবশ্যই তোমার পরিহরণীয়। তোমার অবতার গোপগণের,—তৈর্থিকগণের—পথিক-গণের,—গ্রামবাসিগণের,—বনবাসিগণের,—সন্ন্যাসিগণের,—বাণপ্রস্থগণের ইত্যাদি সকলেরই দুঃখনাশক, তোমাতে যাহাদের হৃদয়ের স্পৃহা আছে, তুমি তাদৃশ আমাদের হৃদরোগ কিঞ্চিন্মাত্রও প্রশমন কর।

শ্রীমৎবিশ্বনাথের অভিপ্রায় "আমরা নিরপরাধ কুলবধূ, তুমি আমা-দিগকে মোহিত করিয়া রাত্রিকালে বনে আনিয়াছ, কেবলই উৎকণ্ঠানলে আমাদের প্রাণ দাহন করাই তোমার অভিমত হইতে পারে না। কিন্তু স্বীয় অঙ্গ-সঙ্গদানে আমাদিগের প্রাণ-পালনও তোমার কর্ত্তব্য; সকলের দুঃখ-নিরসনের জন্যই তোমার অবতার ইত্যাদি।

শ্রীমৎ কিশোর প্রসাদ বলেন—ব্রজজনের দুঃখ নিবারণের জন্যই তোমার আবির্ভাব কিন্তু তিরোভাবের জন্য নহে সুতরাং আমাদিগকে দুঃখে ফেলিয়া তোরার অন্তর্ধান অত্যন্ত অনুচিত। যদি বল তোমাদের আবার দুঃখ কি? আমাদের যাহা দুঃখ, তাহা তুমি ভালরূপেই জান; আমরা লজ্জাবশে তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি না। তুএকমাত্র মিই

আমাদের হৃদ্‌রোগের শান্তি দাও।" এই ব্যাখ্যাকার স্বকীয়াভাবের পোষক। এই পদ্যে যে "স্বজনপদ" আছে সেই পাদদ্বারা স্বকীয়ভাব দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে ইহাই ইহার অভিপ্রায়।

শ্রীরামনারায়ণ বলেন—এস্থলে যে অঙ্গ শব্দ আছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে কেবল অঙ্গসঙ্গেই গোপীদিগের অনঙ্গ জ্বালা প্রশমিত হইবার উপায়। 'ব্রজবনৌকসাং' এই পদের ব্যাখ্যার্থ স্থাবর জঙ্গমাদি সকলই নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। গোপীগণ বলিতেছেন স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই দুঃখ-নাশের জন্য তোমার অবতার। তোমাকে পাওয়া ভিন্ন আমাদের অন্য স্পৃহা নাই। তুমি আমাদের স্বজন; আমরা তোমার স্বকীয়া; পরকীয়া নহি অথবা তুমি আমাদের স্বজন অপর জন নহ। সুতরাং তোমার অন্তর্ধান অনুচিত। আমাদের হৃদ্‌রোগ-বিনাশের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা প্রদান কর।" এই স্থলের অভিপ্রায় এই যে গোপী-দিগের যাহা অভীষ্ট, লজ্জাবশতঃ তাঁহারা তাহা বলিতে না পারিয়া"যৎসূদনং তৎত্যজ্য" অর্থাৎ যাহাতে আমাদের হৃদ্‌রোগ নষ্ট হইতে পারে এমন কিছু দাও, ইহাই বলিতেছেন। এইজন্য যৎ সর্ব্বনামপদের প্রয়োগ হইয়াছে, অথবা কৃষ্ণ যখন সর্ব্বজ্ঞ, তখন সংক্ষেপে যৎ শব্দেই তাঁহাদের মনের ভাব প্রকাশ করা যথেষ্ট। বহুকথার প্রয়োজনাভাব; অথবা বহুজনের বহুপ্রার্থনায় তত কথা বলায় কাল বিলম্ব ঘটে, অথবা প্রার্থনীয় সুখ, বাক্যের প্রকাশ্য নহে, এই নিমিত্তই 'যৎ' শব্দ বলা হইয়াছে। মনাক্ শব্দের অর্থ একসময়ে সকলের বাঞ্ছা পুরণ করার প্রার্থনাদ্যোতক। ইনি মনাক্ শব্দের 'কিঞ্চিৎ' অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ইনি বলেন ভগবান্ পূর্ণসুখস্বরূপ, তাঁহাতে কিঞ্চিৎ অর্থ সম্ভবে না। দৈন্যভাবে সেরূপ সম্ভবপর হইলেও স্বসাধন-বলে ফলপ্রাপ্তি সম্ভাবনাস্থলে ন্যূনসাধনে সর্ব্বফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ উহাতে প্রার্থনা-সঙ্কোচও ঘটে; তদনুগ্রহাধীন ফল-প্রাপ্তিতে

সর্ব্বসম্ভব স্বসুখে সঙ্কোচ প্রয়োজনের সম্ভব দেখা যায় না ইত্যাদি। অন্যান্য ব্যাখ্যাকার মনাক্ শব্দের 'কিঞ্চিৎ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমৎধনপতি সূরির ব্যাখ্যা মর্ম্ম—গোপীরা বলিতেছেন ব্রজজনের ও বিশ্বের দুঃখনাশের জন্যই যখন তোমার অবতার, তখন সেইরূপ চেষ্টা করাই তোমার পক্ষে ন্যায্য। আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ অতি অনাদরে তুমি যাহা কিছু দিবে, তাহাই যথেষ্ট। এই ব্রজের বিবিধজনের বিবিধ দুঃখের বিনাশই তোমার অবতারের উদ্দেশ্য; তুমি কাহাদেরও দুঃখ নাশ, কাহাদেরও পাপ নাশ, কাহাদেরও বা মঙ্গল দান ইত্যাদি দ্বারা বিবিধ উপকার করিয়াছ। কিন্তু আমরা নিদারুণ রোগগ্রস্ত। কেবল তোমার জন্যই আমাদের প্রাণের হাহাকার। পিপাসিত জনের ন্যায় আমাদের প্রাণ কেবল তোমাকেই চায়; আমাদের এইরোগ নিবৃত্তি করাও তোমার কর্ত্তব্য।

শ্রীমৎ-হেমাদ্রি-কৃত পদ-পদার্থ ব্যাখ্যা এইরূপঃ—"ব্যক্তিঃ" শরীরম্; ত্বৎস্পৃহায়াং আত্মনো যাসাং তা স্তথা; "স্বজনহৃদরুজাং"—হৃদয়-রোগাণাং নিসূদনং শমকং যৎ আলিঙ্গনাদি তৎ মনাক্ অল্পমপি মুঞ্চ দেহীত্যর্থঃ। অর্থাৎ স্বজনগণের হৃদ্‌রোগোপশমক আলিঙ্গনাদির যৎ কিঞ্চিৎ প্রদান কর। স্বজন বিশেষণ দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে "আমাদের হৃদয়রোগ প্রশমন কেবল তোমারই অধীন। এই পদ্যের আদি পদদ্বয়ে প্রথম অক্ষর বকার দ্বিতীয় অক্ষর জকার। অন্ত্য পাদদ্বায়র দ্বিতীয় অক্ষর জকার!

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদ-পদার্থ-ব্যাখ্যা

ব্রজ-বনৌকসাং—ব্রজবাসীদের ও বনবাসীদের। ব্রজবনয়োঃ ওকঃ আবাসঃ যেষাম্—গোপাদীনাং মুনীনাঞ্চ—স্থাবরাস্থাবরাদি সর্ব্বেষাম্ মিতি।

ব্যক্তিঃ—প্রকাশ, অবতার, শরীর-প্রকটন।

অঙ্গ—হে প্রিয়তম ; অঙ্গস্বরূপ, প্রাণপ্রতিম।

বৃজিনহন্ত্রী—দুঃখনাশিকা ; বৃজিনং দুঃখং হন্তি, নাশয়তীতি হন্তা স্ত্রীলিঙ্গে হন্ত্রী।

অলং—অতিশয়রূপে। এই অব্যয় পদটি বৃজিনহন্ত্রী ও বিশ্বমঙ্গল এই উভয় বিশেষণের সহিতই অন্বিত হইয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বিশ্বমঙ্গলং—সকলের মঙ্গলস্বরূপ।

ত্যজ—দান কর, ত্যজধাতুর অর্থ হানি, উহার অর্থ বর্জ্জন। এস্থলে "দান কর বা দাও" এই অর্থ ব্যবহৃত হইতেছে। অর্থাৎ তুমি গোপ্য বলিয়া সকলই গোপন করিয়া রাখিও না, আমাদের জন্য ও কিছু ত্যাগ কর অর্থাৎ আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দান কর।

মনাক্—ঈষৎ অল্প, মন্দ ইত্যাদি অর্থ দৃষ্ট হয়। প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামনারায়ণ এই অর্থের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ করিয়াছেন ; মূল ব্যাখ্যায় তাহার উল্লেখ করা হইল ; তাঁহার মতে ইহার অর্থ :—"একদৈব যুগপৎ" এক সময়ে এককালীন তাঁহার যুক্তির সহিত "ত্যজ" ক্রিয়া পদের সুসঙ্গতি হয় না।

ত্বৎস্পৃহাত্মনাং—তোমার প্রাপ্তির জন্য যে উৎকট বাসনা, সেই বাসনাতেই আত্মা আছে যাহাদের ; অর্থাৎ তোমাকে পাইবার জন্য নিরন্তর বাসনাই যাঁহাদের আত্মার নিষ্ঠতা,—তাহাদের হৃদ্‌রোগ যাহাতে প্রশমিত হয় এমন কোন কিছুর কিঞ্চিৎ মাত্র ও তুমি প্রদান কর।

স্বজন-হৃদ্‌রুজং—তোমার আপন জনগণ সমূহের কামতাপের ; হৃদ্‌রুক অর্থ—কামতাপ সেই তাপ-সমূহের।

যৎ—যাহা কিছু ; এই সর্ব্বনামটি কেন প্রয়োগ করা হইল, তৎসম্বন্ধে শ্রীরামনারায়ণ অনেকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূল ব্যাখ্যায় তৎসকলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

নিসূদনম—নিশেষরূপে উপশমক। ষূদ ক্ষর.ণ খননে ধাতো রনট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন ভ্বাদিগণীয় আত্মনে পদী।

(১৯)

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় ! দধীমহি কর্কশেষু
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥১৯॥

সংক্ষিপ্ত সানুবাদ অন্বয়—হে প্রিয় তে (তোমার) যৎসুজাতচরণাম্বুরুহং (যে পরমকোমল শ্রীচরণকমল) কর্কশেষু স্তনেষু (কঠিন স্তনমণ্ডল সমূহে) বয়ং ভীতাঃ, সত্যঃ (আমরা ভীতা হইয়া) শনৈঃ শনৈঃ (অতি সতর্কভাবে ধীরে ধীরে) দধীমহি (ধারণ করিতাম) তেন (সেই পাদপদ্মদ্বারা) অটবীং অটসি (তুমি বনে ভ্রমণ কর।) তৎ (সেই শ্রীচরণকমল) কূর্পাদিভিঃ (তীক্ষ্ণ শিলাদি দ্বারা) কিং স্বিৎ ন ব্যথতে (কি ব্যথা প্রাপ্ত হয় না? অবশ্যই ব্যথিত হয়।। ইতি (ইহা ভাবিয়া) ভবদায়ুষাং নঃ (ত্বদেকজীবনা আমাদের) ধীঃ (চিত্ত) ভ্রমতি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে সুতরাং তুমি অটবীভ্রমণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া আমাদের নিকট আবির্ভূত হও।

সরল বঙ্গানুবাদ—হে প্রিয়, তোমার যে পরমকোমল চরণকমল আমরা আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে ভীতা ভীতাভাবে অতীব সতর্কতার সহিত ধারণ করিতাম, তুমি সেই শ্রীচরণকমলে কঠিন তীক্ষ্ণ কঙ্করকণ্টকপূর্ণ বনভূমিতে বিচরণ কর। শিলাতৃণাঙ্কুরে তোমার শ্রীচরণকমলে না জানি কতই ব্যথা হয়, ইহা মনে করিয়া আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। হে প্রিয়, হে সুন্দর, হে কোমল, হে মধুর,—তুমি যে আমাদের জীবন ; তুমি আর বনে বনে ভ্রমণ করিওনা, আমাদের নিকটে এস।—ইহাই অভিপ্রায়।

ব্যাখ্যাকারগণের সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়।

শ্রীধর বলেন, অতি প্রেমভরা হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে গোপীরা উক্ত কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ সনাতন বলেন, ব্রজবালাগণ নানাপ্রকারে আপনাদের অভীষ্ট বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া অবশেষে তাঁহার বনভ্রমণের কথা উল্লেখ করিলেন এবং বনভ্রমণে সুকোমল চরণকমলে যে কি নিদারুণ ব্যথা জন্মে তাহার সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়া নিজদের প্রার্থনাসমূহ তুচ্ছ করিয়া আর তাহার উল্লেখ করিলেন না। বিশুদ্ধ প্রবল প্রেমভরে অভিভূতা হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখের প্রার্থনাশীলা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, হে প্রিয়, হে কোমল, হে সুন্দর, হে মধুর, তোমার শ্রীচরণ পরমকোমল কমল হইতেও সুকোমল, আমরা আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলের উপরে তোমার যে চরণ-কমল ভীত-ভীতভাবে ধারণ করিতাম, তুমি সেই চরণ-কমলে কণ্টককঙ্করময় বনভূমিতে ভ্রমণ কর। তোমার কোমল-চরণে ইহাতে না-জানি কত ব্যথাই হয়, ইহা ভাবিয়া আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। তুমিই যে আমাদের জীবনের জীবন। আমরা যে তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানিনা।

পদবিন্যাস তাৎপর্য্য—অম্বুরুহ রূপক পদপ্রয়োগের উপরেও "সুজাত" পদদ্বারা পরমকোমলত্ব সূচিত হইয়াছে। ভীতাঃ ও শনৈঃ পদ প্রয়োগের হেতু স্তনের কর্কশতা-কাঠিনতা। ইহাদ্বারা শ্লেষে নিজদের নিত্যযৌবনত্ব এবং দুঃখাধিকত্ব নিবেদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা যাহা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে, এস্থলেও আবার তাহারই পুনরুক্তি করা হইয়াছে। প্রেমোদ্রেকের বিবশতাবশতঃ ইহা দোষাবহ নহে; কিন্তু বর্ণনা-গুণেরই পরিচায়ক। তথাপি কিছু কিছু অর্থভেদও আছে। পূর্ব্বে যে "চলসি" বলা হইয়াছে, তাহা দিবাভ্রমণার্থক। এখানে

যে "অটসি" বলা হইয়াছে তাহা নিশায় ভ্রমণার্থক। দিনে গোচারণার্থ তৃণময় প্রদেশে পরিভ্রমণে কঙ্করাদির সম্বন্ধ ছিল না, এস্থলে তাহা সম্ভাবিত হইয়াছে। কূর্পাদি পদে যে আদি পদ আছে তাহা কর্কর বুঝায়। যদিও শ্রীবৃন্দাদেবী প্রভৃতির প্রযত্নে শ্রীবৃন্দাবনে স্বভাবতঃই সে আশঙ্কা নাই, তথাপি "বন্ধুহৃদয়ে সর্ব্বদাই অনিষ্ট আশঙ্কা বলবতী" এই চলিত কথায় এই উক্তি যুক্তিযুক্তা। এই বিতর্কের জন্যই "কিংস্বিৎ" পদদ্বয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। চিত্ত মোহপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ—গোপীরা কৃষ্ণৈকজীবনা। কৃষ্ণের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট আশঙ্কাতেও তাহাদের চিত্ত অস্থির হইয়া পড়ে। ইহারা বলেন সেই দুশ্চিন্তা মনে উদিত হওয়ায় প্রাণধারণই আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। এই পদ্যটি শ্রীমতী রাধাদেবীর উক্তি।

শ্রীপাদ সনাতন আরও বলেন, এই গোপীগীতায় বনভ্রমণক্লেশের কথা দুইবার, স্তনে শ্রীপাদধারণের উল্লেখ দুইবার, শ্রীঅধরামৃতের প্রার্থনাও দুইবার করা হইয়াছে। শ্রীমুখসৌন্দর্য্যও বহুবার বর্ণিত হইয়াছে। কেননা, শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্যসন্দর্শনই মোহিত হওয়ার কারণ—এইরূপ আরও অনেক বিষয় উহ্য আছে, সদাশয় রসিক ভক্তগণ তাহা বুঝিয়া লইবেন।

শ্রীপাদ শ্রীজীবের অভিপ্রায়ে নূতন কিছু নাই। তিনি পদ্য সম্বন্ধে বলেন যে পূর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে "সমবেতাঃ জগুঃ কৃষ্ণম্" ইহার পরেই এই অধ্যায়ে জয়তীতি পদ্যসমূহ দ্বারা সেই গানগুলি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যে কবিদ্বারা গানরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, ইহার প্রত্যেকটি পদ্য রাগতালস্বরসমন্বিত গান; এই সকল পদ্যে যে প্রত্যেক পদের অক্ষর-বিশেষের সাম্য আছে, তাহা অবান্তর। কচিৎ অক্ষর সাম্য-নিয়ম স্খলিত হইয়াছে। যেমন ষষ্ঠ পদ্যে "জলরুহাননং চারু দর্শয়" এই চরণের দ্বিতীয় অক্ষর জকার হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইলে অন্য তিন চরণের দ্বিতীয় অক্ষরের সহিত বর্ণ-সাম্য হইত। আবার "অড় উদীক্ষতাং"

এই চরণে দ্বিতীয় অক্ষর টকার হইলে অপর তিন চরণের সহিত বর্ণ সাম্য হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া টবর্গের তৃতীয় বর্ণ হইয়াছে। এই স্খলন-দোষ অঙ্গীকার্য্য নহে, উহা গানেরই বৈচিত্র্য।

শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ব্যাখ্যার মর্ম্ম :—শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিতেছেন—ওগো রসিকাগণ, তোমরা যে চরণ-কমলের প্রার্থনা কর, আমার সেই চরণ-কমল এখন বনভ্রমণ-সুখে নিমগ্ন আছে, তোমাদের স্তনমণ্ডলে থাকিবার আর উহার অবকাশ ঘটিল না। ইহা শুনিয়া গোপীরা রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, তোমার অতি কোমল যে চরণ-কমল আমরা আমাদের কঠোর স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতে ভীতা হইতাম, তুমি সেই চরণকমলে কঙ্কর-কণ্টকপূর্ণ বনে বিচরণ করিতেছ, হায় হায়, তোমার একি দুঃসাহস। ইহাতে আমাদের যাতনার সীমা নাই। তুমি তোমার চরণকমল আমাদের স্তনমণ্ডলে প্রদান করিয়া আমাদিগকে প্রীতি প্রদান কর। আমাদের সুখ আমাদের লক্ষ্য নহে। কেবল তোমার সুখের জন্যই বলিতেছি। আমাদের স্তনমণ্ডলে শ্রীচরণস্থাপনে তুমি প্রীতিলাভ কর, তাহা আমরা জানি কিন্তু তাহাতেও তোমার কোমলচরণে অত্যন্তই ব্যথা হয়, আমাদের সেজন্যও খেদ হইতেছে। সেইভয়ে আমরা ধীরে ধীরে খুব সতর্কতার সহিত তোমাকে কোমল ভাবে ধারণ করিতাম। (প্রিয়জনের সুখেও যে আর্ত্তির আশঙ্কা হয়, ইহা মহা-ভাবের লক্ষণ)। তোমার বিরহে তো নিত্য দুঃখ আছেই, তোমার সহিত মিলনেও আমাদের দুঃখ। বিধাতা মিলনেও আমাদের ললাটে দুঃখ লিখিয়াছেন এমনই আমাদের ভাগ্য। তবে কি বিধাতার নিকটে তপস্যাদি দ্বারা স্তনের কোমলতার জন্য প্রার্থনা করিব, কিন্তু তাহাতেও তো তোমার সুখ নাই. তুমি কোমলস্তন ভালবাসনা। স্তনের কঠিনতাতেও তোমার চরণে ব্যথার আশঙ্কা ;—উভয় প্রকারেই আমাদের দুঃখ—একি উভয় সঙ্কট! মিলনে বা বিরহে আমাদের যে দুঃখ হয়, তাহা হউক, কিন্তু তুমি তো

স্বাধীন, তুমি কেন বন ভ্রমণে কষ্ট পাইবে? তোমার চরণ-কমল কি বন ভ্রমণ-যোগ্য। যদি বল, আমার মনে যাহা আইসে, আমি সেইরূপ করিব, তাহাতে তোমাদের কি? আমাদের কিছু নয়, কিন্তু কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা পাছে বলিব, প্রথমতঃ তোমায় জিজ্ঞাসা করি তোমার চরণে কি ব্যথা হয় না? অবশ্যই ব্যথা হয়, তুমি কিন্তু আমাদের অঙ্গের প্রতি বাস্তবিকই নির্দ্দয়।

তুমি যদি এমন মনে কর, যে ইহারা আমার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিনী হয়, ইহাদিগকে আরও দুখিত করার জন্য আমি আমার আরও দুঃখ সৃষ্টি করিব এবং তাহা সহ্যও করিব,—ইহাই মনে করিয়া তুমি কি সে দুঃখ সহ্য কর? কিম্বা আমাদের দুঃখ দেখিয়া তোমার মহা সুখ হয় সেইজন্য তুমি সেই ব্যথাও সুখের ন্যায় মনে কর? অথবা আরও একটা হেতু হইতে পারে, লোকে কথায় বলে দোষগুণাদি সংসর্গ-নিবন্ধই ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে তো তোমার হৃদয় কুসুম-সুকুমার ছিল, এখন আমাদের কঠোর স্তন-সঙ্গে তুমি কি কঠোরতা প্রাপ্ত হইয়াছ? সেই কারণে কি তোমার চরণও স্তন-সঙ্গে কঠোর হইয়াছে, এইজন্য তীব্র কঙ্করাদিতে তোমার এই চরণে আর ব্যথা বোধ হয় না?

কি যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, আমরা তো কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না! অথবা এমনও হইতে পারে যে তোমার শ্রীচরণের স্পর্শ-মাহাত্ম্য-গুণে তীক্ষ্ণতীব্র কাঁকর গুলিও কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে! (শুনেছি শ্রীরামের চরণ স্পর্শে, পাষাণ মানবী হইয়াছিল, কাষ্ঠের তরণী স্বর্ণ-তরণীতে পরিণত হইয়াছিল, পাহাড়ের শিলা গলিয়া তোমার পদাঙ্কে পাহাড়ও অলঙ্কৃত হইয়াছিল এবং এখনও সেইরূপ হইতেছে। কিছুই অসম্ভব নয়,—তোমাতেই সকলই সম্ভবপর।) অথবা এমনও হইতে পারে যে শ্রীমতী ধরণীদেবী (তুমি) অতীব কারুণ্য-ভরে তোমার মহামাধুর্য্য

আস্বাদনের জন্য তোমার চরণ-বিন্যাস-স্থলে রসনা-প্রসারণ করিয়া থাকেন। আরও একটা কথা মনে হয়—তুমি যে আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর প্রেমোন্মত্ত, তুমি প্রেম-মহাসিন্ধু। দৈববশে আমাদের বিরহে সন্তপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে উন্মাদদশা প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার আর এখন বোধাবোধ নাই, নিজের চরণ-ব্যথাও অনুভবের শক্তি নাই। এইরূপ নানা কারণ ভাবিতে ভাবিতে আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। যদি বল তোমরা একি পরিমাণে স্বদুঃখ প্রকাশ করিতেছ? যে দুঃখে প্রাণ না যায়, আমি কিন্তু সে দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই মনে করি না। যদি এই কথাই বল, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তুমি আমাদের জীবন; হে অশেষ কল্যাণময় তুমি আছ, তাই কষ্টে সৃষ্টে আমাদের জীবন আছে. তাই জীবনের নাশ হয় নাই।

কেন যে আমাদের জীবন আছে, তাহার কারণ বলিতেছি শুন—তুমি আমাদিগকে দুঃখ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। বিধাতা বিচার করিয়া দেখিলেন যে তিনি যদি আমাদের জীবন আমাদিগের মধ্যে রাখেন, তবে তাঁহার প্রদত্ত অতি সন্তাপে প্রতপ্তপ্রাণা ব্রজবালারা সদ্য সদ্য মরিয়া যাইবে, তাহা হইলে আর তিনি কাহাকে দুঃখ দিবেন। এইরূপ মনে ভাবিয়া তিনি তাঁহার সমধর্ম্মী তাঁহার বন্ধু যে তুমি, তোমাতে আমাদের জীবন রাখিয়া মরণশীলা আমাদিগকে অপার দুঃখভোগ করাইবেন এইজন্য আমাদের মরিবার উপায় নাই—আমাদের মরণ হইবে না। আমাদের বুদ্ধি কিছু মাত্র নিশ্চয়তা করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হইতেছে। আমাদের প্রাণ নিশ্চয়ই দেহ হইতে বহির্গত হইবে, তুমি এই দেখনা কেন! যদি বল আয়ু থাকিতে কিরূপে প্রাণনাশ হইবে? তদুত্তরে বলি, আমাদের জীবন কি আর আমাদেয় মধ্যে আছে, তাহাতো তোমায়

সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। তাহারা তো আর আমাদের নয়। তুমি তাহাদিগকে লইয়া চির দিন ব্রজে এমনি ভাবে খেলা করিয়া বেড়াও—ইহাই ভাবার্থ।"

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যাতে সামান্য ভাবে যৎ কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভা আছে। শ্রীমৎ শ্রীনাথ পণ্ডিত বলেন গোপীরা অবশেষে বলিতেছেন—আমাদের দুঃখ-কথার আর প্রয়োজন নাই, অরণ্যে রোদনে আর ফল কি? তোমার বন-ভ্রমণের কথা ভাবিয়াই আমাদের মোহ উপস্থিত হইতেছে। অথবা আমরা তোমার দুঃখেই দুঃখিত। তুমি সেই দুঃখ দূর কর। তোমার হৃদয় অতীব কঠিন বটে, কিন্তু শ্রীচরণ অতি সুকোমল। এই কোমল শ্রীচরণে তুমি যেরূপ বন ভ্রমণ কর ইহাতে আমাদের চিত্ত পরিভ্রান্ত হইতেছে। কিন্তু তুমি আমাদের জীবন-স্বরূপ, তাই মূর্চ্ছিত হইলেও আমাদের মরণ হইতেছে না।"

ব্যাকরণ-সাধনাসহ পদপদার্থ-ব্যাখ্যা

যৎ—যে। তে—তোমার। সুজাতচরণাম্বুরুহং—পরমকোমল চরণ-কমল। কর্কশেষু স্তনেষু—কঠিন স্তনমণ্ডলসমূহে (স্তনমণ্ডলের কাঠিন্যে যৌবনস্ব ধ্বানত হইয়াছে) শ্রীচরণ-যুগল এতই কোমল যে গোপীরা নিজ স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতেও ভীতা হন এবং ভীতা হইয়া ধারণ করেন। দধীমহি—ধারণ করিতাম (কর্ত্তার ইচ্ছানুযায়িনী ক্রিয়া জন্য আত্মনেপদী) (ধাঙ্+লঙ্) অটবীং—বন। অটসি—ভ্রমণ কর (অট্ ভ্রমণে সি. তেন—পাদপদ্ম যুগল দ্বারা।

ব্যথতে—ব্যথা প্রাপ্ত হয়। কিং স্বিৎ—ব্যথা প্রাপ্ত হয় নাকি?

কূর্পাদিভিঃ—তীক্ষ্মসূক্ষ্মশিলাদি দ্বারা। ভ্রমতি—পরিভ্রান্ত হয়া

ধীঃ—বুদ্ধি। নঃ—আমাদের। ভবদায়ুষাং—ত্বদেকজীবনাগণের (ভবৎ-এব আয়ুর্জীবনং যাসাং)।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে,—এই পদ্যটী শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে মহাভাব-লক্ষণের অন্তর্গত একটি উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মহাভাবতী ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই পদ্যটি শ্রীরাধার উক্তি বলিয়াই শ্রীমৎগোস্বামিপাদগণের অভিপ্রায়। শ্রীকৃষ্ণের সুখের স্থলেও তাঁহার ক্লেশের আশঙ্কায় মহাভাবতীগণ খিন্নবৎ হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের লোচন-রোচনী নাম্নী টীকা করিয়াছেন, সেই টীকার ব্যাখ্যাতে এই পদ্যের টীকা,—ভাগবতের লঘু ও বৃহৎ তোষণী ও ক্রমসন্দর্ভ টীকা হইতে স্থানে স্থানে পৃথক্ ভাবাপন্ন। এই টীকার আরম্ভ এইরূপ ;—প্রাচীনদিগের অভিপ্রায় এই যে, বন্ধুজনের হৃদয়ে সর্ব্বদাই অনিষ্ট আশঙ্কা হয়। গোপীদের সকল উদ্যমই কৃষ্ণসুখার্থক। সাধারণ রতি-লক্ষণ অপেক্ষা মহাভাব লক্ষণে যে বিশিষ্টতা আছে, শ্রীমদ্ভাগবতের এই বচন প্রমাণ দ্বারা তাহা দৃঢ় করা হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে হে প্রিয়, হে অপরিহার্য্যপ্রেমবিষয়, আমরা তোমার সুকোমল চরণকমল ধীরে ধীরে ভীত-ভীত ভাবে কঠোর স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতাম ইত্যাদি! গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ রতি কৃষ্ণ সুখার্থমাত্র,—স্বসুখ-বাসনা-মূলক নহে—মহাভাবে ইহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইক্ষু মধুর বটে কিন্তু পরিপাক দশাতেই উহার আধিক্য অনুভূত হয়।

শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাতেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। শ্রীউজ্জ্বলে এই পদ্যের আনন্দচন্দ্রিকা টীকার আরম্ভ এইরূপ—বন্ধুজনের হৃদয় সর্ব্বদাই আশঙ্কাযুক্ত। বন্ধুর দুঃখলেশ মাত্র উপস্থিত হইলেও অপর বন্ধুর মনে মরণের আশঙ্কা পর্য্যন্তও সমুদিত হয়। কিন্তু ব্রজের ভাব অতি ভিন্ন, এখানে শ্রীকৃষ্ণের সুখেও ব্রজবালার বৃথা শ্রীকৃষ্ণ-পীড়ার কল্পনা করিয়া

খিন্না হন। মহাভাবের ইহা একটা মহালক্ষণ। শ্রীচরিতামৃতে চারি স্থানে এই পদ্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে :—

১। প্রথমতঃ আদির চতুর্থে নিম্নলিখিত বাক্যের প্রমাণ-স্বরূপে :—

অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র,— কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ;
আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু চেষ্টা, — মনোব্যবহার ॥

২। আবার মধ্যলীলার অষ্টমে শ্রীরায় রামানন্দের গোপীতত্ত্ব-বর্ণনে নিম্নলিখিত উক্তির পোষণার্থ উদাহরণ-রূপে :—

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥
নিজপ্রিয় সুখ-হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ-সুখে তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য ॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥

৩। মধ্য লীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ-সময়ে শেষশায়ীতে লক্ষ্মী দর্শন করিয়া এই পদ্যটী পাঠ করিয়াছিলেন।

৪। অন্ত্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে নিম্ন লিখিত স্বীয় বাক্য প্রমাণের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই পদ্যটি পাঠ করেন :—

শুদ্ধ প্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য,—এই তার চিহ্ন ॥

শ্রীশ্রীগোপীগীতার এই পদ্যটিতে ব্রজপ্রেমের উচ্চতম লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। তাই স্বয়ং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখে এই পদ্যের মহাভাব সূচক

ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রীপাদ গোস্বামিগণ রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই পদ্যটিকে অতি উচ্চতম স্থান প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগোপীগীতা পদ্যসমূহের পঞ্চদশ ব্যাখ্যাকারের অভিপ্রায়ের মধ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইল। ইহাতে ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার অবিকল অনুবাদ দেওয়া হইল না, ভাব মাত্র অবলম্বনে ব্যাখ্যা সমূহের তাৎপর্য্য লিখিত হইল। যে যে স্থলে এক ব্যাখ্যাকারের উক্তি অপর ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যাতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে সে অংশ গ্রহণ না করিয়া উহার যে বিশিষ্টতা দৃষ্ট হইল, তাহারই বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। ব্যাকরণ সাধনাতেও ব্যাখ্যার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ পায় এজন্য তাহাও কিঞ্চিৎ আলোচিত হইল। গ্রন্থ-বৃদ্ধির আশঙ্কায় শেষভাগে সংক্ষেপের প্রয়াস পরিদৃষ্ট হইবে। মুদ্রাঙ্কণে ও ভ্রম শোধনে এবং অনবধানতায় অনেক ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীগোপীগীতা অনন্ত-রসের অসাম ও অগাধ প্রেমসিন্ধু। শ্রীশ্রীগোপী-গীতা-লীলা-মাধুর্য্য-সিন্ধুর তটে দণ্ডায়মান হইয়া উহার কণা মাত্রও স্পর্শ করিতে পারিলাম না। আনন্দ-লীলাময় বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-চরণে শরণ লইয়া এই স্থলেই এই দীন লেখনী স্থগিত হইল।

তদেব মমাস্তু সদা শরণ্যম্

ইতি শম্।

ঢাকুরিয়ানিবাসী শ্রীমৎ যোগেন্দ্রনাথ পাল
মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত
ও
৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, "অমৃতপ্রিন্টিংওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীঅমৃতলাল দত্তদ্বারা মুদ্রিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিক মোহন
বিদ্যাভূষণ প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। শ্রীরায় রামানন্দ ... ...

২। গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ ... ...

৩। শ্রীমৎ রূপসনাতন শিক্ষামৃত ১ম খণ্ড ...

৪। শ্রীমৎ রূপসনাতন শিক্ষামৃত ২য় খণ্ড ...

৫। শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া ... ...

৬। শ্রীকৃষ্ণমাধুরী ... ...

৭। নীলাচলে ব্রজমাধুরী ... ...

৮। শ্রীশ্রীনাম মাধুরী ... ...

৯। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী ... ...

১০। শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদর ...

১১। সর্ব্বসম্বাদিনী ... ...

১২। শ্রীচরণ তুলসী ... ...

১৩। সাধন ভক্ত ... ...

১৪। শ্রীশ্রীগোপীগীতা ... ...

১৫। আনন্দ মীমাংসা ... ...

১৬। অদ্বৈত বাদ ... ...

প্রাপ্তিস্থান—

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

T. P. WORKS
CALCUTTA